'কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ' গ্রন্থের অনুবাদ
সুন্দর সম্পর্ক
বিনিময়ে জান্নাত
মূল: ইমাম ইবনুল জাওযি
অনুবাদ: আবদুল্লাহ আল মাসউদ
বায়ান

‘কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ’ গ্রন্থের অনুবাদ

সুন্দর সম্পর্ক

বিনিময়ে জান্নাত

মূল

ইমাম ইবনুল জাওযি ﵀

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সূচিপাতা

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি কসম খেয়েছেন কলমের। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

সুসম্পর্ক মানব জীবনের ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়। আমাদের রবের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরি হওয়ার বিষয়টি—কিছু মাখলূকের সাথে সুসম্পর্ক হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এটি মূলত বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে রয়েছে মা-বাবা, নিকটাত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীসহ আরও অনেক মানুষজন। তাদের সাথে সদাচার করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেহেতু আল্লাহর আদেশ, তাই তা করার দ্বারা বান্দা আল্লাহর আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে ঈমান, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক। এই পাঁচের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইসলাম নামক প্রাসাদ। এর একটি অংশ অন্য অংশের পরিপূরক। গুরুত্বের বিচারে কোনটাই খাটো নয়। তাই সবগুলোর ওপরই সমানভাবে যত্নশীল থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের চারপাশের দুঃখজনক চিত্র হলো, আমরা সালাত-সিয়াম-যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, সুন্দর আচরণ ও উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে অতটা মনোযোগী নই। অথচ এগুলোকে বাদ দিয়ে কেউ কখনও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারবে না।

এগুলোর অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সালাফে সালিহীন উন্নত আখলাক ও সুন্দর আচার-আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন বই-পত্র রচনা করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। এই ধরনের একটি বই হলো ইমাম ইবনুল জাওযি

(রহিমাহুল্লাহ)-এর ‘কিতাবুল-বির ওয়াস সিলাহ’ (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ)। এতে তিনি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী প্রমুখের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং বিভিন্ন নেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে আল্লাহর সাথে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করার পথে অগ্রসর করে।

আল্লাহর তাওফীকে বইটির অনুবাদ শেষ হয়ে এখন প্রকাশের পথে। অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কিছু নীতি অবলম্বন করেছি। তা হলো মাওযূ পর্যায়ের বর্ণনা কিংবা এমন ইসরাঈলি বর্ণনা, যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলো অনুবাদ করিনি। ফলে মূল বইতে যত বর্ণনা আছে, অনূদিত বইতে তারচেয়ে কিছু কম আছে। প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সূত্র উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে টীকাতে। যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মুল লেখক প্রতিটি বর্ণনাই এনেছেন নিজের সনদে। আর এই সনদই সূত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবুও পাঠকের সুবিধা হবে ভেবে অন্য যেসব গ্রন্থে বর্ণনাগুলো রয়েছে সেই সূত্র তুলে ধরেছি আমরা। কিছু কিছু জায়গায় ব্যাখ্যামূলক টীকাও সংযোজিত হয়েছে। আশা করি এটি পাঠককে উপকৃত করবে। বইটির ধারাবিন্যাসেও সামান্য রদ-বদল করা হয়েছে শুরুর দিকে। আর কিছু আলাদা আলাদা শিরোনামকে এক শিরোনামের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে কাছাকাছি বিষয়ের হওয়ার কারণে। এতে করে বইটির ধারা-বিন্যাস আরও আকর্ষণীয় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সবমিলিয়ে বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আমরা। পূর্ণতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

বইটির শুরু থেকে শেষ অনেকেই শ্রম দিয়েছেন। প্রুফ রিডিং থেকে শুরু করে, প্রচ্ছদ তৈরি, পেইজ মেকাপ, প্রেসে দৌড়াদৌড়ি ইত্যাকার অনেক কাজ থাকে একটি বই প্রকাশ হয়ে আসার পেছনে। যারাই কোনো-না-কোনোভাবে এতে শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। বিশেষকরে মাকতাবাতুল বায়ানের প্রকাশক ইসমাইল ভাইকে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে প্রতিদান দিন। তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ আর আন্তরিকতার কারণেই বইটি দ্রুত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৪ রজব, ১৪৪২ হিজরি
৯ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা

প্রথম নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

"তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তারই ইবাদাত করবে এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার করবে।"[১]

আবূ বকর ইবনুল আম্বারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এই আয়াতের اَلْقَضَاءُ শব্দটি 'নিশ্চয়তা' অর্থ দেওয়ার জন্য আসেনি, বরং এটি 'নির্দেশ ও ফরজ' হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।'

আভিধানিকভাবে اَلْقَضَاءُ শব্দটির মূল অর্থ হলো, কোনও বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত দৃঢ়তা বোঝানো।[২]

---

১. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

২. যেমন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শোকগাথা রচনা করে এক কবি বলেছেন,

قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهُ ۝ بَوَائِقَ أَكْمَامُهَا لَمْ تُفَتَّقِ

—আল-কামূসুল মুহীত, ৪/৩৮১; তাজুল আরূস, ১০/২৯৬।

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) এই আয়াতে وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পিতামাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করা ও তাঁদের সম্মান করা।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'তুমি তোমার কাপড় (মাতাপিতার সামনে) ঝাড়া দিয়ো না; তাদের গায়ে ধুলোবালি লাগতে পারে।'[৩]

দ্বিতীয় নির্দেশনা:

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ

"তুমি তাদেরকে 'উফ' শব্দটুকুও বলো না।"[৪]

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'উফ' (أُفٍّ) শব্দটি নিয়ে পাঁচটি মতামত রয়েছে:

১. ব্যাকরণবিদ খলীল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এর অর্থ হলো নখের ময়লা।'

২. আসমাঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এর অর্থ হলো, কানের ময়লা।

৩. ইমাম আবুল আব্বাস সা'লাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এর অর্থ হলো, নখের কর্তিত অংশ।'

৪. ইবনুল আম্বারি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এর অর্থ হলো, 'কাউকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করা। শব্দটি এসেছে الْأَفَفُ থেকে। যার অর্থ হলো সামান্য, অল্প।'

৫. ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, الْأُفُّ মানে হলো, বাঁশ বা কাঠের টুকরোকে মাটি থেকে ওপরে তোলা।

ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মহান ভাষাবিদ আবুল মানসূর (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে আমি পড়েছি, الْأُفُّ শব্দের অর্থ হলো, দুর্গন্ধ ও বিরক্তি। আর এর প্রকৃত অর্থ হলো, কারও ওপর মাটি বা ধুলা জাতীয় কিছু পড়লে তাতে ফুঁ দেওয়া। পরবর্তীতে 'বোঝা ও ভারী' বলে অনুভূত হয় এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করতে 'উফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।'

---

৩. ইবনু জারীর তাবারি, তাফসীর, ১৫/৪৮।

৪. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

তৃতীয় নির্দেশনা:

وَلَا تَنْهَرْهُمَا

"এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না।"[৫]

অর্থাৎ তাদের মুখেমুখে চিৎকার করে ধমকের সুরে কথা বলো না।

বিশিষ্ট তাবিয়ি আতা ইবনু আবী রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাদের ওপর হাত তুলবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। অর্থাৎ তোমার সর্বোচ্চ সাধ্যানুযায়ী তাদের সাথে নম্রভাষায় কথা বলবে।'[৬]

চতুর্থ নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

"তুমি তোমার বিনয়ের ডানা তাদের দু'জনের জন্য নত করে দাও।"[৭]

অর্থাৎ মমতা ও ভালোবাসার সাথে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করো।

পঞ্চম নির্দেশনা:

মাতাপিতার অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

"তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।"[৮]

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দুটি বিষয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, মা-বাবার গুরুত্ব কতখানি! বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার পরেই মা-বাবার মর্যাদা!

---

৫. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

৬. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/৬১; তাবারি, তাফসীর, ৫/৪৮।

৭. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৪।

৮. সূরা লোকমান, ৩১ : ১৪।

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা

প্রথম হাদীস:

০১. মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

"তোমার মাতাপিতা তোমাকে তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ করলেও তুমি তাদের অবাধ্যতা করো না।"[৯]

দ্বিতীয় হাদীস:

০২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমার একজন স্ত্রী ছিল। আমার পিতা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে অপছন্দ করতেন। ফলে একদিন তিনি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।' কিন্তু আমি নাকচ করে দিলাম। তখন তিনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বিষয়টি উল্লেখ করলে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ দিলেন, "أَطِعْ أَبَاكَ তুমি তোমার পিতার কথা মেনে নাও।"[১০]

---

৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৩৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৫। এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটি আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) সরাসরি মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি।

১০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪৭১১; আবূ দাউদ, ৫১৩৮; তিরমিযি, ১১৮৯; ইবনু মাজাহ, ২০৮৮, সহীহ। ইসলাম তালাকের প্রতি কখনও উৎসাহিত করে না। বরং একে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে বৈধ রেখেছে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধকাজ বলে অভিহিত করেছে। তাই কখনও বাবা-মা স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে প্রথমে কারণ জানতে হবে। কারণ যদি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সে কারণে তালাক ছাড়া আর কোনও উপায় না থাকে, পাশাপাশি যদি তালাক প্রদান করার দ্বারা যিনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে পিতামাতার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে। পক্ষান্তরে কারণ যদি সঠিক না হয়, কেবল বউয়ের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হয়, তাহলে তালাক দিবে না। সেক্ষেত্রে পিতামাতার অবাধ্যতায় গুনাহও হবে না। দেখুন—সালমান মানসূরপূরি, কিতাবুন নাওয়াযিল, ৯/৪১।

এই হাদীসে যে তালাক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলি কারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতীহ'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, 'স্বাভাবিক অবস্থায় এটি মুসতাহাব। তবে যদি যৌক্তিক কিংবা শারঈ কোনও কারণ থাকে তখন এই আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।' দেখুন—মোল্লা আলি কারী, মিরাকাতুল মাফাতীহ, ৯/১৮৮।

শাইখ আলি সাবূনি (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'সেখানে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালাকের আদেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি জানতেন, উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) শারঈ কোনও কারণেই তাঁর পুত্রবধুকে অপছন্দ করতেন।' দেখুন—আলি সাবূনি, হাশিয়াতু রিয়াদিস সালিহীন, ৯৯। (অনুবাদক)

তৃতীয় হাদীস:

০৩. উবাদা ইবনুস সামিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا

"তুমি তোমার মাতাপিতার অবাধ্যতা করো না। যদিও তারা তোমাকে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করেন।"[১১]

চতুর্থ হাদীস:

০৪. আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আদেশ করে বলেছেন,

أَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ مِنْهَا

"তুমি তোমার মাতাপিতার আনুগত্য করো। যদি তারা তোমাকে তোমার জগৎ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন তাহলে তুমি সেখান থেকেও বের হয়ে যাও।"[১২]

পঞ্চম হাদীস:

০৫. উম্মু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের কোনও এক সদস্যকে বলেছেন,

أَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَافْعَلْ

"তুমি তোমার পিতামাতার আনুগত্য করো। তারা যদি তোমাকে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন তুমি তাও পালন করো।"[১৩]

ষষ্ঠ হাদীস:

০৬. জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১১. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৬; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১৬৬৩৬।

১২. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৯।

১৩. সুবকি, মু'জামুশ শুয়ূখ, ১/৬০৯।

بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ

"তোমরা তোমাদের মাতাপিতার প্রতি ভালো আচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের প্রতি ভালো আচরণ করবে।"[১৪]

সপ্তম হাদীস:

০৭. হাসান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাতি যাইদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়াকে বলেছেন, 'আমার সাথে সদাচরণের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হননি বিধায় তোমাকে আমার ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর তোমার প্রতি সদাচরণের বিষয়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ফলে তোমার ব্যাপারে আমাকে কোনও আদেশ করেননি।'[১৫]

মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ করার যৌক্তিকতা

সামান্য জ্ঞান আছে এমন প্রতিটি মানুষই জানেন যে, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা আবশ্যক। একজন মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার পরে তার মা-বাবার মতো অন্য কোনও অনুগ্রহকারী নেই। কারণ তার মা তাকে দীর্ঘ সময় গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা সয়েছেন। দুধ পান করানোর সময়টাতে অনেক কষ্ট বরদাশত করেছেন। তাকে লালনপালন করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। সন্তানকে আরামে রাখার জন্য বহু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছেন। সবসময় নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি পিতাও সন্তানের জন্ম নেওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। জন্মের পর সবসময় তাকে স্নেহ-মায়ার ডোরে আবদ্ধ রেখেছেন। সন্তানের প্রতিপালনের দিকে তাকিয়ে অর্থ উপার্জনে উদ্যমী হয়েছেন এবং তার জন্য অকাতরে অসংখ্য টাকা-পয়সা খরচ করেছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং তার বদলা দেবার চেষ্টায় থাকে। কারও অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া—মানুষের একটি অতি মন্দস্বভাব। এর সাথে যদি অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং অনুগ্রহকারীর সাথে দুর্ব্যবহারও করে, তাহলে তা হবে

১৪. আবু নুআইম, হিলইয়া, ৫/৩৩; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৪, হাসান।
১৫. ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি, উয়ূনুল আখবার, ৩/১০৫।

ওই ব্যক্তির নিকৃষ্টরুচি ও বিকৃত স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

আর মাতাপিতার প্রতি সদাচারী ব্যক্তিরও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের সাথে সে যতই ভালো ব্যবহার করুক, তা কখনোই তাদের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না এবং এর সমপর্যায়েও পৌঁছুবে না।

০৮. যুরআ ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার মা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এমনকি আমার পিঠে না চড়ে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত সারতে পারেন না। আমাকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে পরিচ্ছন্ন করতে হয়। আমি কি তাঁর হক আদায় করতে পেরেছি?'

তিনি বললেন, 'না। পারোনি।'

সে বলল, 'আমি কি তাকে নিজের পিঠে বহন করিনি এবং তার প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করিনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মা-ও তোমার জন্য অনুরূপ করেছেন। তবে তিনি তখন তোমার জন্য দীর্ঘ হায়াত কামনা করতেন। আর এখন তুমিও তোমার মায়ের সেবা করছো, কিন্তু অপেক্ষার প্রহর গুনছ, কখন তিনি বিদায় নিবেন!'[১৬]

০৯. মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ূব আযদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার মাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, 'এখন আমি আমার মাকে বহন করছি। একদিন তিনিও আমাকে বহন করেছিলেন এবং দুধ পান করিয়েছিলেন।'

তখন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, 'না, এতে তুমি তোমার মায়ের এক বিন্দু ঋণও শোধ করতে পারোনি।'

১০. ঈসা ইবনু মা'মার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার মাকে নিজের পিঠে পাখির মতো বহন করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে এবং বলছে, 'আমি আমার মাকে বহন করে চলছি। একদিন তিনিও আমাকে বহন করেছিলেন এবং দুধ পান করিয়েছিলেন।'

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এটা শুনে বললেন, 'আমি যদি আমার মাকে পেতাম এবং তুমি যেমন তার সেবা করছো, সেরকম সেবা করতে পারতাম, তবে তা আমার কাছে

---

১৬. যামাখশারি, রবীউল আবরার ওয়া নুসূসুল আখইয়ার, ৪/২৯৭।

মূল্যবান লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো।'[১৭]

১১. কোনও এক ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলল, 'আমি আমার মাকে (হাজ্জের সফরে) খোরাসান থেকে কাঁধে বহন করে এনেছি। তারপর তাঁর হাজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করেছি। আপনার কি মনে হয় যে, আমি তাঁর প্রতিদান দিতে সক্ষম হয়েছি?'

তিনি বললেন, 'না, তুমি তোমার মায়ের এক বিন্দুও ঋণ শোধ করতে পারোনি।'[১৮]

১২. আবূ বুরদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, 'একজন ইয়ামানি ব্যক্তি তার মাকে পিঠে বহন করা অবস্থায় বলছিল, 'আমি হলাম আমার মায়ের অনুগত উট। যার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।'

অতঃপর সে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে ইবনু উমর! আপনার কি মনে হয় আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পেরেছি?'

তিনি বললেন, 'না, এক বিন্দুও নয়।'[১৯]

পিতামাতার মতো অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই জরুরি। প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হলো, নিজের মা-বাবা, পরিবার ও সমাজের সম্পর্কগুলো সুন্দর রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এক্ষেত্রে অবহেলা ও অমনোযোগিতা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকা।

মা-বাবার সেবা করার ফযীলত

১৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি এসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি তাকে বললেন,

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন?"

সে বলল, 'হ্যাঁ। তারা জীবিত আছেন।'

---

১৭. হান্নাদ ইবনুস সারি, আয-যুহদ, ২/৪৫৪।

১৮. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৩৭।

১৯. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১; আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৩৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯২৬।

তখন তিনি তাকে বললেন, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ "তাহলে তাদের খেদমতেই খুব আন্তরিকতার সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখো।"[২০]

১৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বাইআত হতে এসে বলল, 'আমার বাবা-মাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আপনার কাছে হিজরতের ওপর বাইআত হতে এসেছি।'

তখন তিনি তাকে বললেন,

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

> "তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আর যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফুটাও।"[২১]

১৫. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজরত করে এল। তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, هَلْ بِالْيَمَنِ أَبَوَاكَ؟ "ইয়ামানে কি তোমার মাতাপিতা আছেন?"

সে বলল, 'জ্বী, আছেন।'

তিনি জানতে চাইলেন, أَذِنَا لَكَ؟ "তারা উভয়ে কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন?"

সে বলল, 'না, দেননি।'

তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন,

اِرْجِعْ إِلَى أَبَوَيْكَ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ فَعَلَا، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

> "তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অনুমতি চাও। তারা যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় তুমি তাদের সেবায় নিজেকে নিমগ্ন রাখবে।"[২২]

---

২০. বুখারি, ৩০০৪, ৫৯৭২; মুসলিম, ২৫৪৯।

২১. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২৫২৮, সহীহ।

২২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২৫৩০, সহীহ।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মহিলা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তার ছেলেকে নিয়ে এল। সে জিহাদে যেতে চাচ্ছিল আর তার মা তাকে নিষেধ করছিল। তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَقِمْ عِنْدَهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ الَّذِيْ تُرِيْدُ

"তুমি তোমার মায়ের কাছেই অবস্থান করো। তুমি যেরকম প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা করছো, সেরকমটাই পাবে।"[২৩]

১৭. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইল। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ "তোমার পিতামাতার কেউ কি বেঁচে আছেন?"

সে বলল, 'আমার মা বেঁচে আছেন।'

তিনি বললেন, فَانْطَلِقْ فَبِرَّهَا "যাও, গিয়ে তাঁর সদাচরণ করতে থাকো।"

যখন সে বাহনে চড়ে (ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে) তখন তিনি তাকে বললেন,

إِنَّ رِضَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطَ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ

"নিশ্চয়ই পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি।"[২৪]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল—পিতামাতার সেবা করা

১৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়?'

---

২৩. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৮/৪৬৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/১৯২; এই সনদে 'রিশদীন ইবনু কুরাইব' নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মুনকারুল হাদীস।'

২৪. তিরমিযি, আস-সুনান, ১৮৯৯, সহীহ; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৭২৪৯; ইবনু হিব্বান, ৪২৯।

তিনি বললেন, اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا "যথা সময়ে সালাত আদায় করা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোনটি?'

তিনি বললেন, ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "পিতামাতার সেবা করা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোনটি?'

তিনি বললেন, اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[২৫]

মাতাপিতার সেবায় বয়স বৃদ্ধি পায়

১৯. সাহল ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ بَرَّ وَالِدَهُ طُوْبَى لَهُ، زَادَ اللهُ فِيْ عُمْرِهِ

"তার জন্য সুসংবাদ! যে মাতাপিতার সেবা করল। আল্লাহ্ তাআলা তার হায়াত বাড়িয়ে দিবেন।"[২৬]

---

২৫. বুখারি, ৫২৭; মুসলিম, ৮৫।

২৬. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২২, দঈফ; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৪।
আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তা একমুহূর্তও আগপিছ করা হয় না।"[সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৯।] এমনিভাবে অনেক হাদীসের মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে হয়। তাহলে যেসব হাদীসে বলা হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার মাধ্যমে কিংবা মাতাপিতার খেদমত করলে বয়স বৃদ্ধি ঘটে—এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? মুহাদ্দিসগণ এর বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
১. এই বৃদ্ধি পাওয়া প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধি পাবে মানে হলো, তার শারীরিক সুস্থতা, রিযুক ও কাজ-কর্মে অনেক বরকত দেওয়া হবে। ফলে তার জীবন অনেক সুখময় হবে। এটাও একপ্রকারের বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি পরিমাণের দিক দিয়ে নয়, গুণাগুণের দিক দিয়ে।
২. তার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন তার কথা আলোচনা করবে, তাকে স্মরণ করবে। ফলে যেন সে মৃত্যুর পরেও বহু বছর তাদের মাঝে বেঁচে রইল। কারণ আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তির কথাই মনে রাখে, যে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল।
৩. বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর ফেরেশতাকে জানিয়ে দেন, অমুক ব্যক্তি যদি মা-বাবার সেবা করে বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে তাহলে তার হায়াত এত বছর আর যদি না করে তাহলে এত বছর। এভাবে ফেরেশতার জ্ঞানানুসারে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বা মা-বাবার সেবা করার মাধ্যমে তার হায়াতে কম-বেশি ঘটে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন যে, শেষ পর্যন্ত বান্দা কোনটা করবে এবং তার মৃত্যু কখন হবে। ফলে আল্লাহর ইলমে কোনও পরিবর্তন ঘটে না।
বিস্তারিত জানতে দেখুন—আবদুর রহমান মুবারাকপূরি, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৬/৯৭; মুনাবি, ফায়যুল কাদীর, ৩৪১৬; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ১০/৪২৯; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, ৮/৮১। (অনুবাদক)

২০. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ، أَبْرِرْ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، يُيَسَّرْ لَكَ يُسْرُكَ، وَيُمَدَّ لَكَ فِيْ عُمْرِكَ، وَأَطِعْ رَبَّكَ تُسَمَّى عَاقِلًا، وَلَا تَعْصِهِ فَتُسَمَّى جَاهِلًا

"হে আদম সন্তান! মাতাপিতার সেবা করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো; তাহলে তোমার জন্য (সবকিছু) সহজ করে দেওয়া হবে এবং তোমার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তুমি তোমার রবের আনুগত্য করো; তাহলে বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিতি পাবে। তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করো না; তাহলে মূর্খ হিসেবে আখ্যায়িত হবে।"[২৭]

২১. সালমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ "মাতাপিতার সেবা করলেই কেবল বয়স বৃদ্ধি পায়।"[২৮]

২২. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمِدَّ اللهُ فِي عُمْرِهِ، وَيَزِيْدَ فِيْ رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"যে-ব্যক্তি চায় আল্লাহ তাআলা তার বয়স ও রিয্ক বাড়িয়ে দিক, সে যেন তার মাতাপিতার সেবা করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।"[২৯]

২৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'একবার খলীফা মানসূর আমার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে আমাকে দ্রুত তলব করলেন। আমি সওয়ারিতে চড়ে বসলাম। সে সময় ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেয়ে আমি গোলামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কে?' সে বলল, 'আপনার ভাই আবদুল ওয়াহ্হাব।' এরপর আমরা তাড়াতাড়ি করে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। রবী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আর মাহদি বারান্দায় বসে ছিল। সেখানে আবদুস সামাদ ইবনু আলি, ইসমাঈল ইবনু আলি, সুলাইমান ইবনু আলি, জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আলি, আবদুল্লাহ ইবনু হাসান এবং আব্বাস ইবনু

২৭. ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়া, ১৩/৭২০; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৫/২১৭।

২৮. তিরমিযি, ২১৩৯, সহীহ; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, ৪/১৬৯।

২৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/২২৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৬/১৮৫; ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ৮২।

মুহাম্মাদও উপস্থিত ছিলেন।

রবী বললেন, 'এখানে তোমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে বসো।' আমরা তখন বসলাম। তারপর রবী ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল এবং মাহদিকে বলল, 'ভেতরে যাও। আল্লাহ তোমাকে সংশোধিত করুন।' তারপর বললেন, 'তোমরা সবাই ভেতরে যাও।' আমরা সবাই ভেতরে গেলাম এবং সালাম দিয়ে যার যার আসন গ্রহণ করলাম। খলীফা মানসূর বললেন, 'কালি ও কাগজ নিয়ে আসো।' তখন আমাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে দোয়াত ও কাগজ রাখা হলো। তারপর তিনি আবদুস সামাদ ইবনু আলির দিকে ফিরে বললেন, 'চাচা! আপনার সন্তানদের ও ভাইদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং মাতাপিতার খেদমত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করুন।' তখন আবদুস সামাদ (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'আমার পিতা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيُطِيْلَانِ الأَعْمَارَ، وَيُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ، وَيُكَثِّرَانِ الأَمْوَالَ، وَلَوْ كَانَ الْقَوْمُ فُجَّارًا

"নিশ্চয়ই মাতাপিতার সেবা করা এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা—বয়স দীর্ঘায়িত করে। (বারাকাহ ও কল্যাণের মাধ্যমে) সমাজ টিকিয়ে রাখে এবং অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে। যদিও তারা পাপাচারী হয়।"

তারপর তিনি বললেন, 'হে আমার চাচা! আরেকটি হাদীস বলুন।' তখন তিনি বললেন, 'আমার পিতা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيُخَفِّفَانِ سُوْءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"নিশ্চয়ই মাতাপিতার সেবা করা এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা—আখিরাতের দিনের কঠিন হিসাবকে সহজ করে।"

তারপর তিনি বললেন, 'হে আমার চাচা! আরেকটি হাদীস বলুন।' তখন তিনি বললেন, 'আমার পিতা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'বানী ইসরাঈলের দুই ভাই দুই শহরের বাদশাহ ছিল। তাদের একজন আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী এবং প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ছিল। আর অপরজন

আত্মীয়দের সাথে মন্দাচারী এবং প্রজাদের ওপর জুলুমকারী ছিল। তাদের যুগে একজন নবি ছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা সেই নবির নিকট এই মর্মে ওহি পাঠালেন যে, সদাচারী ব্যক্তির তিন বছর হায়াত বাকি আছে। আর ওই মন্দাচারী ব্যক্তির ত্রিশ বছর হায়াত বাকি আছে। তখন সেই নবি (আলাইহিস সালাম) দু'জনের প্রজাদের তা জানিয়ে দিলেন। ফলে তারা খুব ব্যথিত হলো, এরপর সন্তানদেরকে তাদের মায়েদের থেকে পৃথক করে দিল, পানাহার ছেড়ে দিল এবং মরুভূমিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতে লাগল; যাতে তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দ্বারা আরও বেশি দিন তাদের উপকৃত করেন। আর জুলুমকারীর জুলুম থেকে তাদের রক্ষা করেন।

এভাবে তারা তিনদিন সেখানে অবস্থান করে। তখন আল্লাহ তাআলা সেই নবির কাছে ওহি পাঠালেন যে, 'আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও—তাদের ওপর আমার দয়া হয়েছে। আমি তাদের দুআ কবুল করে নিলাম। ওই জালিম বাদশাহর বাকি ত্রিশ বছরের হায়াত এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর জন্য নির্ধারণ করলাম। আর এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বাকি তিন বছরের হায়াত নির্ধারণ করলাম ওই জালিম বাদশাহর জন্য।'

অতঃপর তিন বছর পূর্ণ হতেই সেই দুরাচারী বাদশাহ মারা গেল। আর ন্যায়পরায়ণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বাদশাহ বেঁচে থাকল আরও ত্রিশ বছর।[৩০]

মাতাপিতার কতটুকু পরিমাণ খেদমত করা জরুরি?

মাতাপিতা কোনও হারাম কাজের নির্দেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আদেশের আনুগত্য করা জরুরি। নফল সালাতের ওপর তাদের আদেশ পালনকে প্রাধান্য দেওয়া। তারা যে-কাজ থেকে নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাকা। তাদের ব্যয়ভার বহন করা। তাদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করা। তাদের বেশি বেশি সেবা করতে থাকা। তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণে মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি। এগুলো হলো পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচরণ-পদ্ধতি। এমনিভাবে সে মাতাপিতার আওয়াজের ওপর নিজের আওয়াজকে উঁচু করবে না। তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে না। তাদের নাম ধরে ডাকবে না। তাদের পেছন পেছন চলবে, আগ বাড়িয়ে তাদের সামনে চলতে থাকবে না এবং তাদের থেকে অপছন্দনীয় কিছু প্রকাশ পেলে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবে।

---

৩০. সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৩৩৪৭, দঈফ; খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ১/৩৮৫; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ২/৭৬; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৩৬/২৪৩।

২৪. তলক ইবনু আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ أَدْرَكْتُ وَالِدَيَّ أَوْ أَحَدَهُمَا وَقَدِ افْتَتَحْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَدَعَتْنِي أُمِّي تَقُوْلُ : يَا مُحَمَّدُ لَقُلْتُ لَبَّيْكِ

"আমি আমার মাতাপিতার উভয়কে বা তাদের একজনকে যদি জীবিত পেতাম আর ইশার সালাত আরম্ভ করে সূরা ফাতিহা শুরু করার পর আমার মা আমাকে 'মুহাম্মাদ' বলে ডাক দিতেন তবুও আমি 'লাব্বাইক' বলে তাঁর ডাকে সাড়া দিতাম।"[৩১]

২৫. আবূ গাসসান দব্বী একবার 'হাররা' নামক স্থানে হাঁটতে বের হলো। তখন তার বাবা তার পেছনে ছিল। পথিমধ্যে আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পেছনে হাঁটছেন ইনি কে?'

সে উত্তর দিল, 'তিনি আমার বাবা।'

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) তখন তাকে বললেন, 'তুমি সঠিক পন্থা অবলম্বন করোনি এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমলও করোনি। পিতার আগে আগে কখনও হাঁটবে না। বরং তাঁর ডানে বা বামে হাঁটবে। তোমার এবং তাঁর মাঝে অন্য কাউকে বিছিন্নতা তৈরি করার সুযোগ দিবে না। যেই (গোশতযুক্ত) হাড্ডির দিকে তিনি তাকিয়েছেন তুমি তা ধরবে না। হতে পারে তা খেতে তাঁর মন চেয়েছে। তুমি তোমার পিতার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে না। তিনি বসার আগে তুমি বসবে না। এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি ঘুমাবে না।'[৩২]

২৬. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার দুইজন লোককে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি তোমার কে?' সে বলল, 'ইনি আমার বাবা।' তিনি বললেন, 'তুমি তাঁকে নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর সামনে সামনে হাঁটবে না এবং তাঁর আগে বসবে না।'[৩৩]

২৭. তয়সালা ইবনু মাইয়্যাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললাম, 'আমার মা আমার সঙ্গে থাকেন।' তিনি বললেন,

---

৩১. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৮৮১, দঈফ।

৩২. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৫১।

৩৩. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১১/১৩৮; হান্নাদ, আয-যুহ্‌দ, ২/৪৭৮।

'আল্লাহর শপথ! যদি তুমি তাঁর সাথে নরমভাষায় কথা বলো এবং তাঁকে ভালোভাবে খাবার খাওয়াও, তবে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে; যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।'[৩৪]

২৮. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'কুরআনে এসেছে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"তুমি তোমার বিনয়ের ডানা তাদের দু'জনের জন্য নত করে দাও।"[৩৫]

এর মানে হলো—তারা দু'জন যা পছন্দ করেন সাধ্যমতো তা তাদের নিকট পৌঁছান থেকে বিরত থেকো না।'[৩৬]

২৯. তয়সালা ইবনু আলি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'মাতাপিতার কান্নার কারণ হওয়া—অবাধ্যতা ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।'[৩৭]

৩০. হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-কে মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তুমি নিজের সম্পদ থেকে তাদের জন্য খরচ করবে এবং পাপকাজ ছাড়া যাবতীয় বিষয়ে তাদের আনুগত্য করবে।'[৩৮]

৩১. সাল্লাম ইবনু মিসকীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি একবার হাসান (রহিমাহুল্লাহ)-কে প্রশ্ন করলাম, 'একজন ব্যক্তি কি তার মা-বাবাকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারবে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যদি তারা তা গ্রহণ করে, তাহলে পারবে। আর যদি তারা তা অপছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দিবে।'[৩৯]

৩২. আবদুস সামাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি—'ইনজীল কিতাবে আছে, মাতাপিতার সেবার মূল হলো—তাদের জন্য

---

৩৪. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/৪৪।

৩৫. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৪।

৩৬. তাবারি, তাফসীর, ১৪/৫৫০; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ২৫৪১২; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৯।

৩৭. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩১।

৩৮. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৫/১৭৬; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৩/২৬।

৩৯. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ২০১।

যথাযথ খরচ করা ও নিজ সম্পদ থেকে তাদেরকে খাবার খাওয়ানো।'

৩৩. আওয়াম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুআয্‌যিন সালাতের জন্য আযান দিচ্ছে এমন সময় যদি আমার পিতা ডাক দেয় তাহলে কী করব?'

জবাবে তিনি বললেন, 'আগে তোমার পিতার আহ্বানে সাড়া দিবে।'[৪০]

৩৪. আবদুল্লাহ ইবনু আওন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মাতাপিতার দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত।'[৪১]

খেদমত পাওয়ার ক্ষেত্রে মা সবার আগে

৩৫. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ : أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّيْ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟

> 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষটি আমার থেকে সদাচার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে?'

আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, أُمُّكَ 'তোমার মা।'

সে জিজ্ঞেস করল, ثُمَّ مَنْ؟ 'এরপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أُمُّكَ 'এরপর তোমার মা।'

সে আবার জিজ্ঞেস করল, ثُمَّ مَنْ؟ 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أُمُّكَ 'তারপর তোমার মা।'

সে আবার জিজ্ঞেস করল, ثُمَّ مَنْ؟ 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أَبُوْكَ 'তারপর তোমার বাবা।'[৪২]

---

৪০. হান্নাদ, আয-যুহ্দ, ৯৭৩, ৯৭১।

৪১. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৮৫৯, ৭৮৬০।

৪২. বুখারি, ৫৯৭১; মুসলিম, ২৫৪৮।

৩৬. বাহ্য ইবনু হাকীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি বললাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ : مَنْ أَبَرُّ؟

'হে আল্লাহর রাসূল! কে সবচেয়ে বেশি খেদমত পাওয়ার অধিকার রাখে?'

তিনি বললেন, أُمَّكَ 'তোমার মা।'

আমি বললাম, ثُمَّ مَنْ؟ 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أُمَّكَ 'তারপর তোমার মা।'

আমি বললাম, ثُمَّ مَنْ؟ 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أُمَّكَ ' তারপর তোমার মা।'

আমি বললাম, ثُمَّ مَنْ؟ 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ 'তারপর তোমার বাবা। তারপর একের পর এক নিকটাত্মীয়।'[৪৩]

৩৭. মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে (সদাচারের) উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে (সদাচারের) উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাবাদের ব্যাপারে (সদাচারের) উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে (সদাচারের) উপদেশ দিচ্ছেন।"[৪৪]

৩৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا دَعَاكَ أَبَوَاكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَأَجِبْ أُمَّكَ، وَلَا تُجِبْ أَبَاكَ

---

৪৩. আবূ দাউদ, ৫১৩৯; তিরমিযি, ১৮৯৭, হাসান।

৪৪. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬০; ইবনু মাজাহ, ৩৬৬১, সহীহ।

"যদি সালাতরত অবস্থায় তোমার বাবা-মা তোমাকে ডাকে; তাহলে মায়ের ডাকে সাড়া দিবে আর বাবার ডাকে সাড়া দিবে না।"[৪৫]

৩৯. মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তুমি সালাতে থাকাবস্থায় যদি তোমার মা তোমাকে ডাকে তাহলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ো। আর যদি বাবা ডাকে তাহলে সাড়া দিয়ো না; যতক্ষণ না তোমার সালাত শেষ হচ্ছে।'[৪৬]

৪০. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

"জান্নাত—মায়ের পায়ের নিচে।"[৪৭]

৪১. আবূ আবদির রহমান সুলামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এক ব্যক্তি আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার স্ত্রী আমার চাচাতো বোন হয়। তাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার মা তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিচ্ছেন।'

তখন আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি তোমাকে তালাক দিতেও বলব না, আবার তোমার মায়ের অবাধ্যতা করার নির্দেশও দেবো না। বরং আমি তোমাকে একটা হাদীস শোনাব, যা আমি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

إِنَّ الْوَالِدَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ

"নিশ্চয়ই মা হলেন জান্নাতের মধ্য-দরজা। সুতরাং যদি তুমি চাও তাঁকে ধরে রাখো। আর যদি চাও তাঁকে ছেড়ে দাও।"[৪৮]

---

৪৫. হান্নাদ, আয-যুহ্‌দ, ৯৭১।

৪৬. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৮৮৩।

৪৭. খতীব বাগদাদি, আল-জামি' লি আখলাকির রাবী, ১৭০২; দাওলাবি, আল-কুনা ওয়াল আসমা, ১৯১১; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৬৪১২; তরতূশি, বিররুল ওয়ালিদাইন, ৭০।

৪৮. তিরমিযি, ২০৬৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/১৫২; আহমাদ, ৫/১৯৬, সহীহ। মা-বাবা যদি শারঈ কোনও কারণ ছাড়া অনৈতিকভাবে স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে, তবে সেই কথা মান্য করা সন্তানের জন্য জরুরি নয়। বিস্তারিত বিবরণ আগে গিয়েছে। (অনুবাদক)

৪২. মুহাম্মাদ ইবনু তালহা তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'জাহিমা সুলামি (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইতে আসলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, 'তোমার মা বেঁচে আছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

فَالْزَمْهَا فَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهَا الْجَنَّةَ

'তাঁর সাথেই নিজেকে জড়িয়ে রাখো। কারণ তাঁর দু'পায়ের কাছেই জান্নাত রয়েছে।'[৪৯]

৪৩. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট এক মহিলা কিছু চাইতে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দান করেন। সেই মহিলা দুইটি খেজুর তাঁর দুই সন্তানকে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্য রেখে দিল। কিন্তু যখন সন্তানেরা খেজুর দুটি খাওয়া শেষ করে মায়ের দিকে তাকাল, মা তখন ওই একটি খেজুরকে দুইভাগ করে দুই সন্তানকে অর্ধেক করে দিলেন। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসার পর আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বিষয়টি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানালেন। তিনি তখন বললেন,

لَقَدْ رَحِمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا

"নিজের সন্তানের প্রতি দয়া করার কারণে আল্লাহ তাআলাও তাকে দয়া করেছেন।"[৫০]

৪৪. আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে এসে বলল, 'আমি এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে আমাকে বিবাহ করতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু আরেক ব্যক্তি প্রস্তাব দিলে ঠিকই সে তাকে বিবাহ করে নেয়। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তাই আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। আমার কি তাওবা করার কোনও সুযোগ আছে?'

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন?' সে বলল, 'না, বেঁচে নেই।' তখন তিনি তাকে বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করো এবং সাধ্যানুযায়ী তাঁর নৈকট্য হাসিল করার আপ্রাণ

---

৪৯. নাসাঈ, আস-সুনান, ৩১০৪; ইবনু মাজাহ, ২৭৮১, হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫১, সহীহ।

৫০. বুখারি, ১৪১৮, ৫৯৯৫; মুসলিম, ২৬২৯।

চেষ্টা করো।'

আতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'পরে আমি ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট জানতে চাইলাম, 'আপনি কেন তার মায়ের বেঁচে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

তিনি বললেন, 'কারণ হলো, মায়ের খেদমত করার চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় কোনও আমলের কথা আমার জানা নাই।'[৫১]

৪৫. আবূ নাওফাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এক ব্যক্তি উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলল, 'আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি।' তিনি জানতে চাইলেন, 'ইচ্ছা করে নাকি ভুলে? তোমার পিতামাতার কেউ কি বেঁচে আছেন?' সে বলল, 'হ্যাঁ। আছেন।' উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'মা বেঁচে আছেন?' সে জানাল, 'যিনি বেঁচে আছেন তিনি আমার বাবা।' তিনি বললেন, 'যাও, গিয়ে তাঁর সেবা করো এবং তাঁর প্রতি সদাচার করো।' সে চলে যাবার পর উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'সেই সত্তার শপথ! যার হাতে উমরের প্রাণ, যদি তার মা বেঁচে থাকত আর সে তাঁর সেবা করত এবং তাঁর প্রতি ভালো আচরণ করত তাহলে আমি অনেক আশাবাদী হতাম যে, তাকে জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করতে পারত না।'[৫২]

৪৬. হাসান বাসরি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তিন ভাগের দুই ভাগ সেবা পাওয়ার হকদার হলেন মা আর বাবা তিন ভাগের এক ভাগ।'[৫৩]

৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তিন ভাগের দুই ভাগ সেবা পাওয়ার হকদার হলেন মা।'[৫৪]

৪৮. ইয়াকূব ইজলি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আতা (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললাম, 'বৃষ্টির রাতে জামাআতে সালাত আদায় করতে যেতে আমার মা আমাকে বাধা দেন।'

তিনি বললেন, 'তাঁর আনুগত্য করো।'[৫৫]

---

৫১. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯১৩; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/৩৭।

৫২. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৪; ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ২/৫১৯।

৫৩. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৮৬২; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ২৫৪০১।

৫৪. ইবনু ওয়াহ্ব, আল-জামি', ১৯৭।

৫৫. হুসাইন ইবনু হারব, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৬৭।

৪৯. আতা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তির মা কসম করল—যেন তার ছেলে ফরজ সালাত ছাড়া অন্য কোনও সালাত আদায় না করে এবং রমাদান মাস ছাড়া অন্য কোনও সময় সিয়াম না রাখে।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সে যেন তার মায়ের কথা মেনে চলে।'[৫৬]

৫০. হাসান বাসৃরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি কোনও ব্যক্তির বাবা তার সম্পর্কে এক রকম কসম করে আর তার মা পেশ করে এর বিপরীত বিষয়ে, তাহলে সন্তান মায়ের কথাই মান্য করবে।'[৫৭]

৫১. রিফাআ ইবনু ইয়াস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি হারিস উকালি (রহিমাহুল্লাহ)-কে তার মায়ের জানাযায় কাঁদতে দেখেছি। তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কান্না করছেন?' তিনি বললেন, 'আমি কেন কাঁদব না? আমার যে জান্নাতের একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল!'[৫৮]

৫২. হুমাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইয়াস ইবনু মুআবিয়া (রহিমাহুল্লাহ)-এর মা মারা গেলে তিনি কান্না করছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কান্না করছেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমার জান্নাতের দুটি দরজা খোলা ছিল। আজকে তার একটি বন্ধ হয়ে গেল।'[৫৯]

৫৩. কা'ব ইবনু আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'একবার মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে উপদেশ দিন।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আমি তোমাকে তোমার মায়ের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনি তোমাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন।' মূসা (আলাইহিস সালাম) আবার বললেন, 'তারপর?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারপর তোমার বাবার ব্যাপারে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।'[৬০]

---

৫৬. ইবনু রজব হাম্বালি, ফাতহুল বারি, ৯/৩১৯-৩২০।

৫৭. ইবনু রজব হাম্বালি, ফাতহুল বারি, ৯/৩১৯।

৫৮. আলাউদ্দীন মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযীবিল কামাল, ৩/৩২৯।

৫৯. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/১২৩। অর্থাৎ তার মা জান্নাতের একটি দরজা আর বাবা আরেকটি দরজা। দু'জনেই জীবিত ছিলেন মানে উভয় দরজা খোলা ছিল। যখন একজন ইন্তিকাল করলেন তখন একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। (অনুবাদক)

৬০. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আয-যুহ্দ, ৩৫৮।

৫৪. আতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) জানতে চেয়েছিলেন, 'হে প্রভু! তুমি আমাকে কী উপদেশ দিবে?' আল্লাহ্ তাআলা বললেন, 'আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে, তারপর তোমার মায়ের ব্যাপারে, তারপর তোমার বাবার ব্যাপারে উপদেশ দেবো।'[৬১]

৫৫. হিশাম ইবনু হাস্‌সান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললাম, 'যখন আমি কুরআন শিক্ষা করি তখন আমার মা আমার জন্য রাতের খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মায়ের সাথে রাতের খাবার খাবে। কারণ এর মাধ্যমে তাঁর চোখ জুড়াবে। আর এ কাজ আমার কাছে নফল হাজ্জ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।'[৬২]

৫৬. বিশর হাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কোনও সন্তান যদি তার মায়ের এতটা কাছে অবস্থান করে যে, মা তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পান—তাহলে এটি (আমার নিকট) আল্লাহর রাস্তায় তলোয়ার দিয়ে লড়াই করার চেয়েও অধিক উত্তম। আর মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়।'[৬৩]

৫৭. উমারা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, 'তুমি কি জানো না যে, মায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত? তাহলে ভাবো, তাঁর সেবা করার মর্যাদা কেমন হতে পারে!'[৬৪]

বাবার অবদানের প্রতিদান দিতে সন্তান অপারগ

৫৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ

"কোনও সন্তান তার বাবার (অবদানের) প্রতিদান দিতে পারবে না। তবে এই বিষয়টি ছাড়া যে, সে তাকে গোলাম অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে স্বাধীন

---

৬১. ইবনু ওয়াহ্‌ব, আল-জামি', ২০৪।

৬২. খতীব বাগদাদি, আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', ২/২৩২।

৬৩. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৪৭৪।

৬৪. হুসাইন ইবনু হারব, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ১৫।

করে দিবে।”[৬৫]

সন্তান যদি তার দাস-বাবাকে ক্রয় করে তাহলে কেবল ক্রয় করার মাধ্যমেই তিনি স্বাধীন হয়ে যান। আযাদ করার ব্যাপারে সন্তানের মুখে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। এটি ইমাম দাঊদ যাহিরি ছাড়া বাকি সমস্ত ইমামগণের অভিমত।[৬৬]

সুতরাং উপরোক্ত হাদীসটির দুইটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

১. এই হাদীসে বাবার প্রতিদানস্বরূপ বাবাকে আযাদ করতে সন্তানের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে; যদিও সন্তান বাবাকে আযাদ করতে পারে না, তার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে সন্তান তার বাবাকে আযাদ করার মাধ্যম হয়। কেননা শারীআতের বিধান অনুযায়ী নিজ পিতাকে ক্রয় করার সাথে সাথেই তিনি আযাদ হয়ে যান।

২. এটি আগেরটির তুলনায় আরেকটু সূক্ষ্ম। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, বাবার প্রতিদান দেওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার। হাদীসে বলা হয়েছে, সন্তান যদি বাবাকে গোলাম অবস্থায় পেয়ে আযাদ করে দেয় তাহলেই কেবল বাবার প্রতিদান আদায় হবে। কিন্তু সন্তান তো বাবাকে কখনও আযাদ করতেই পারে না; কারণ ক্রয় করার সাথে সাথে তিনি আপনা-আপনিই আযাদ হয়ে যান। সুতরাং সন্তানের পক্ষে বাবার প্রতিদান দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

“তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।”[৬৭]

আর এটা জানা কথা যে, সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা একটি অসম্ভব বিষয়। ফলে কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ করাও কখনও সম্ভব নয়।

মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার পুরস্কার

৫৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে

---

৬৫. মুসলিম, ১৫১০; আবূ দাউদ, ৫১৩৭।

৬৬. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ৪/৭৯; খতীব শিরবীনি, মুগনিল মুহতাজ, ৪/৪৯৯।

৬৭. সূরা আ'রাফ, ০৭ : ৪০।

চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করল। হঠাৎ ওপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে এসে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তাদের একজন আরেকজনকে বলল, 'তোমরা যেসব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করো; হয়তো তিনি পথ বের করে দিবেন।'

তখন তাদের একজন বলল, 'হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন, আমি (রোজ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং এ দুধ নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হতাম আর তারা তা পান করতেন। তারপর আমি আমার ছোটো ছোটো সন্তানদের ও স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। পরে যখন আমি ফিরে এলাম তখন দেখি তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফলে আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না। তখন বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই ফজর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি তা শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম, তাহলে তুমি আমাদের জন্য গুহার মুখ এতটুকু ফাঁকা করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি।'

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করলেন। ফলে তাদের জন্য এতটুকু ফাঁকা করে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল।'

ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহিমাহুমাল্লাহ) স্ব স্ব হাদীসগ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

---

৬৮. হাদীসের বাকি অংশ হলো—আরেকজন বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার এক চাচাতো বোনকে আমি এত ভালোবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত ভালোবাসতে পারে। ফলে আমি তাকে পেতে চাইলাম। তখন সে বলল, 'যতক্ষণ না আমাকে একশ দীনার দেবে, তুমি আমার থেকে তোমার সে চাওয়া পূরণ করতে পারবে না।' আমি চেষ্টা করে খুব দ্রুতই তা সংগ্রহ করি। তারপর তার সাথে সাক্ষাত করে যখন আমি আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য অগ্রসর হলাম, তখন সে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো। বৈধ অধিকার ছাড়া মাহরকৃত বস্তুর সীল ভেঙো না।'

এতে আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যাই। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি তা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই করেছি, তবে আরও একটু ফাঁকা করে দাও। তখন তাদের (গুহার মুখের) দুই-তৃতীয়াংশ খুলে গেল।

এরপর অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, এক ফারাক (পরিমাণ) শস্যদানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। যখন সে কাজ থেকে ফারেগ হয় তখন আমি তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে তা দিতে গেলে সে গ্রহণ না করেই চলে যায়। এরপর আমি সেই শস্যদানা দিয়ে চাষাবাদ করে ফসল উৎপন্ন করি, তা দিয়ে গরু ক্রয় করি এবং রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সেই মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার ওপর জুলুম করো না, আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও।' আমি বললাম, 'তুমি এই গরুগুলো ও রাখালকে নিয়ে যাও।' সে বলল, 'তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছো?' আমি বললাম, 'আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না বরং এসবগুলো তোমার।' অতঃপর সে সবগুলো নিয়ে চলে গেল। 'হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই এটি করেছি, তবে আমাদের জন্য অবশিষ্টটুকু উন্মুক্ত করে দাও।' তখন তাদের গুহার মুখ পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেল।'—বুখারি, ৫৯৭৪; মুসলিম, ২৮৪৩। (অনুবাদক)

৬০. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'একবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। (স্বপ্নে) দেখলাম আমি জান্নাতে আছি। সেখানে একজন ক্বারীকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে আমাকে জানানো হলো, সে হারিসা ইবনুন নু'মান। তারপর আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

"সেবার প্রতিদান এমন-ই। সেবার প্রতিদান এমন-ই। সে তাঁর মায়ের সবচেয়ে বেশি সেবাকারী ছিল।"[৬৯]

৬১. আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْبَابُ الْأَوْسَطُ مِنَ الْجَنَّةِ مَفْتُوْحٌ لِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، فَمَنْ بَرَّهُمَا، فُتِحَ لَهُ، وَمَنْ عَقَّهُمَا، غُلِقَ دُوْنَهُ

"জান্নাতের মধ্য-দরজাটি মাতাপিতার সেবা করার বিনিময়স্বরূপ উন্মুক্ত থাকবে। যে-ব্যক্তি মাতাপিতার সেবা করবে, তার জন্য এটি খুলে দেওয়া হবে। আর যে তাদের অবাধ্যতা করবে, তার জন্য এটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[৭০]

৬২. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُطِيْعَ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُطِيْعَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، مَعِيْ فِيْ أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ

"পিতামাতার আনুগত্যকারী এবং আল্লাহ তাআলার আদেশমান্যকারী আমার সাথে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে।"[৭১]

---

৬৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২০১১৯; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ২০১১৯।

৭০. সুয়ূতি, আল-জামিউল কাবীর, ১০২৭১।

৭১. সুয়ূতি, আয-যিয়াদাত আলাল মাওযূআত, ৯৮০, মুনাবি, ফায়যুল কাদীর, ৫৬৭১, এই হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনু হুদবাহ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, 'তার হাদীস পরিত্যাজ্য। আবূ হাতিম বলেছেন, 'সে মিথ্যাবাদী।'

৬৩. কা'ব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'লোকমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, 'প্রিয় ছেলে! পিতামাতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা। যদি তারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে তুমি জান্নাতে যাবে। আর তারা যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তবে তোমাকে (জান্নাতে যেতে) বাধাপ্রদান করা হবে।'[৭২]

৬৪. হিশাম বর্ণনা করেন হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'আমি হাজ্জ করেছি। আমার মা-ই আমাকে হাজ্জ করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'খাবার খাওয়ার জন্য মায়ের সাথে একবার দস্তরখানে বসা—আমার নিকট তোমার হাজ্জ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।'[৭৩]

৬৫. মারূফ ইবনুল ফাইরুযান (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন, 'মাতাপিতার দিকে তাকানো-ও ইবাদাত।'[৭৪]

৬৬. বিলাল খাওওয়াস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বানী ইসরাঈলের ময়দানে ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো আমার সাথে সাথে কেউ একজন হাঁটছে। আমি বেশ অবাক হলাম। ইলহামের মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম যে, তিনি হলেন খাযির (আলাইহিস সালাম)। তাকে আমি বললাম, 'মহাসত্য আল্লাহর কসম করে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার ভাই খাযির।'

আমি বললাম, 'ইমাম শাফিয়ির ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

তিনি বললেন, 'তিনি হলেন আওতাদ।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল?'

তিনি বললেন, 'তিনি সিদ্দীক বা সত্যবাদী।'

আমি ফের জানতে চাইলাম, 'আর বিশর হাফী?'

তিনি জানালেন, 'তিনি তাঁর অনুরূপ কাউকে রেখে যাননি।'

---

৭২. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৩২।

৭৩. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৬৩। এখানে নফল হাজ্জের কথা বলা হচ্ছে। (অনুবাদক)

৭৪. খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৮/৩৩৬।

আমি বললাম, 'কোন আমলের বদৌলতে আমি আপনার সাক্ষাত লাভ করলাম?'

তিনি জানালেন, 'তোমার মায়ের খেদমত করার কারণে।'[৭৫]

মা-বাবার জন্য ব্যয় করার সাওয়াব

৬৭. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسَةِ دَنَانِيْرَ؟ أَفْضَلُهَا دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى وَالِدَتِكَ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى وَالِدِكَ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى ذِيْ قَرَابَتِكَ، وَأَخَسُّهَا وَأَقَلُّهَا أَجْرًا، دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"আমি কি তোমাদেরকে পাঁচটি দীনার সম্পর্কে বলব না? এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দীনার হলো, তোমার মায়ের প্রয়োজনে ব্যয় করা দীনার, এরপর তোমার বাবার জন্য ব্যয় করা দীনার। এরপর যে দীনার তুমি নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করেছ। এরপর যে দীনার তোমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য

---

৭৫. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৯/১৮৭।
'খাযির' শব্দের অর্থ হলো সবুজ। খাযির (আলাইহিস সালাম)-কে খাযির নামে ডাকার কারণ বর্ণনা করে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'খাযিরের নাম এ জন্যই খাযির রাখা হয়েছে যে, একবার তিনি শুকনা সাদা মাটির ওপর বসলে তাঁর নিচে মাটিতে সবুজ-শ্যামলিমার জন্ম হয়।' (বুখারি, ৩৪০২; তিরমিযি, আস-সুনান, ৩১৫১)
তিনি জীবিত নাকি মৃত—এই বিষয়ে অনেক আগে থেকেই উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য চলে আসছে। ইমাম নববি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'তাহযীবুল আসমা (১/১৭৭)' গ্রন্থে খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁর জীবিত ও মৃত হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য আছে। অধিকাংশ আলিম বলেছেন, তিনি জীবিত। আমাদের মাঝেই বিদ্যমান। সূফি ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। তাকে দেখা, তাঁর সাথে মিলিত হওয়া, তাঁর থেকে ইলম নেওয়া, তাঁর সাথে প্রশ্নোত্তর করা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁর উপস্থিত হওয়ার ঘটনা অগণিত এবং এতই প্রসিদ্ধ যে, সেগুলো উল্লেখ করে দেখানোরও প্রয়োজন হয় না।' শাইখ আবূ উমর ইবনুস সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফতোয়াতে উল্লেখ করেছেন, 'অধিকাংশ আলিম ও নেককার বান্দাদের মতে তিনি জীবিত। অন্যরাও তাদের সাথে একই মত পোষণ করেন। অবশ্য কিছু মুহাদ্দিস বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।'
যারা তাঁর জীবিত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন, তাদের মধ্যে রয়েছে হাসান, ইমাম বুখারি, আবূ বকর ইবনুল আরাবি (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ।
এটি একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলার সুযোগ নেই। কেউ বিশ্বাস করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। এর ওপর ঈমান-আমল কোনোটাই নির্ভরশীল নয়। কবরেও এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে না। আর তিনি যদি জীবিত থেকেও থাকেন তাহলে তাঁরও শারীআতে মুহাম্মাদিয়ার অনুগত হওয়া বাধ্যতামূলক। সুতরাং যদি কেউ খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর দোহাই দিয়ে শারীআতের কোনও কিছুতে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করে বা তাঁকে দলীল বানিয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু করার কথা বলে, তবে তা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত হবে। (অনুবাদক)

খরচ করেছ। আর এগুলোর চেয়ে কম মানের ও কম নেকির দীনার হলো, যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছ।"[৭৬]

৬৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একবার আমরা আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঘিরে বসে ছিলাম। এমন সময় দূরে এক যুবকের আগমন লক্ষ করলাম। তাকে দেখে আমরা নিচু আওয়াজে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললাম, 'আহ! এই যুবক যদি তার যৌবন, কর্ম-তৎপরতা এবং ক্ষিপ্রতা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করত!' আমাদের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর রাসূলের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে তিনি বললেন,

وَمَا سَبِيْلُ اللهِ إِلَّا سَبِيْلٌ مِّنَ السُّبُلِ، وَسُبُلُ اللهِ كَثِيْرَةٌ : مَنْ سَعٰى عَلٰى وَالِدَيْهِ فَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ سَعٰى عَلٰى عَائِلَتِهِ فَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ سَعٰى عَلٰى نَفْسِهِ لِيَعِفَّهَا فَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ سَعٰى لِيُكَاثِرَ وَيُفَاخِرَ فَفِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

"সাবীলুল্লাহ বা আল্লাহর পথ—কেবল নির্দিষ্ট একটি পথের নাম নয়। আসলে আল্লাহর পথ অনেকগুলো। যে তার বাবা-মায়ের (ভরণপোষণ দেওয়ার) জন্য পরিশ্রম করে, সেও আল্লাহর পথে আছে। যে তার পরিবার-পরিজনের জন্য পরিশ্রম করে, সেও আল্লাহর পথে আছে। যে অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে নিজে পবিত্র থাকার জন্য কাজ করে, সেও আল্লাহর পথে আছে। আর যে-ব্যক্তি খাটাখাটুনি করে ঐশ্বর্য ও গৌরব অর্জনের জন্য, নির্ঘাত সে শয়তানের পথে আছে।"[৭৭]

৬৯. উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি পাহাড়ের উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। সেখানে এক যুবককে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ের সাথে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটা যদি তার যৌবনকে আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়ে দিত!' তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হে উমর! সে হয়তো আল্লাহর পথেই আছে। যা তোমার জানা নেই।' তারপর তিনি ওই যুবকের কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'তোমার ওপর পরিবারের কারও দায়িত্ব আছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?' সে জানাল, 'আমার মা।' তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

---

৭৬. সুয়ূতি, আল-জামিউল কাবীর, ৮৯৫৩, দঈফ।

৭৭. বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৯/২৫; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৬/১৯৬-১৯৭।

إِلْزَمْهَا، فَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهَا الْجَنَّةَ. وَقَالَ : مَنْ سَعٰى عَلٰى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا عَنِ النَّاسِ، فَهُوَ شَهِيْدٌ

"সর্বদাই তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থেকো। তাঁর পায়ের কাছেই জান্নাত রয়েছে।" তিনি আরও বললেন, "যে-ব্যক্তি কারও দ্বারস্থ না হয়ে নিজে বাঁচার জন্য পরিশ্রম করে—সে শহীদের মর্যাদা পাবে।"[৭৮]

৭০. মুওয়াররিক ইজলি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহর পথে খরচ করা অর্থের চেয়েও মূল্যবান অর্থের কথা কি তোমাদের জানা আছে?' উপস্থিত সবাই বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তখন তিনি বললেন,

نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ

"বাবা-মায়ের জন্য সন্তানের খরচ করা অর্থই হলো—সর্বোত্তম অর্থ।"[৭৯]

পিতামাতার বেশি বেশি খেদমত করার দৃষ্টান্ত

৭১. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'জন সাহাবি তাঁদের মায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি সদাচারী ছিলেন। তারা হলেন উসমান ইবনু আফফান এবং হারিসা ইবনুন নু'মান (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। অথচ সেই উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'আমি মুসলিম হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার মায়ের যথাযথ সেবা করতে পারিনি।' আর হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মায়ের মাথায় সিঁথি করে দিতেন। নিজ হাতে তাঁকে খাবার খাওয়াতেন। তিনি কোনোকিছুর নির্দেশ দিলে পালটা কোনও কথা বলতেন না। যদি কোনও কথা না বুঝতেন, তাহলে মায়ের পাশে বসে থাকা কেউ যখন বাইরে বের হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করে নিতেন—মা কী বলেছেন? (বা কী বোঝাতে চেয়েছেন?)'[৮০]

---

৭৮. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১১৭৬০।

৭৯. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, ৪১; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২৩৬।

৮০. ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২২৩।

৭২. আবূ মুররাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সকালে ঘর থেকে বেরুনোর সময় মায়ের কাছে হাজির হয়ে বলতেন, 'আমার প্রিয় মা! আপনার ওপর আল্লাহ শান্তি এবং রহমত বর্ষণ করুন!' জবাবে তাঁর মা বলতেন, 'প্রিয় ছেলে আমার! আল্লাহ তোমাকেও শান্তি আর রহমতে বেষ্টন করে রাখুন!' তিনি বলতেন, 'মা! আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ছোটোবেলায় আমাকে করেছিলেন।' এর উত্তরে তিনি বলতেন, 'বেটা! তোমার সাথেও আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম আচরণ করুন, যেভাবে তুমি আমার বার্ধক্যের সময় করছো।' বেলা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরার সময়ও তিনি এরকম করতেন।'[৮১]

৭৩. ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাপারে জানা যায় যে, একবার খেজুরগাছের দাম এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত উঠল। কিন্তু তখন তিনি তার একটি খেজুরগাছ মজ্জাসহ কেটে ফেললেন। কেউ বলল, 'এত দামি গাছটা কেটে ফেললেন?' তিনি বললেন, 'এটি আমার মায়ের চাওয়া। তিনি যদি এর চেয়েও বেশি কিছু চাইতেন, আমি সেটি করতেও দ্বিধা করতাম না।'[৮২]

৭৪. মুনযির সাওরি বলেন, 'ইবনুল হানাফিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মায়ের মাথা ধুয়ে দিতেন এবং চুলে চিরুনি করে দিতেন। অনেক সময় তিনি তাঁকে চুমু খেতেন এবং খেযাব লাগিয়ে দিতেন।'[৮৩]

৭৫. যুহরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আলি ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) তার মায়ের সাথে আহার করতেন না। তিনি (তখনকার) লোকদের মধ্যে মায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি সদাচারী ছিলেন। মায়ের সাথে আহার না করার ব্যাপারে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমার আশঙ্কা হয় যে, খাবারের কোনও অংশের ওপর আমার মায়ের চোখ পড়ার পর নিজের অজান্তেই আমি সেটি খেয়ে ফেলব। ফলে আমি মায়ের প্রতি অবিচারকারী[৮৪] বলে গণ্য হবো।'[৮৫]

---

৮১. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, ৩০;, বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/৫৬।

৮২. ইবনু সা'দ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ৪/৭০।

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, ৩৪।

৮৪. মা-বাবার সাথে পানাহার করা দোষের কিছু নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি আরও ভালো। মা-বাবা এতে খুশি হোন। এই ঘটনাতে আলি ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)-এর অতি উচ্চ মা-সেবার নমুনা আমরা দেখতে পেলাম। এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয় হলো, মা-বাবার যাতে কোনও ধরনের কষ্ট বা অসম্মান না হয় সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। (অনুবাদক)

৮৫. আলি সা'দ, সুলূকুস সালিক লিন নাজাতি মিনাল মাহালিক, ৩৮।

৭৬. হাফসা বিনতু সীরীন (রহিমাহাল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) তার মায়ের সম্মানার্থে তাঁর সামনে একদম নিশ্চুপ থাকতেন। একবার মায়ের কাছে থাকাকালে এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের অবস্থা দেখে সে জানতে চাইল, 'তিনি কোনও বিষয়ের অভিযোগ করছেন নাকি?' উপস্থিত লোকদের কেউ একজন জানাল, 'না। মায়ের সামনে তিনি এমনই থাকেন।'[৮৬]

৭৭. মুসআব ইবনু উসমান বলেন, 'যুবাইর ইবনু হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বাবার অনেক সেবা করতেন। গরমকালে তিনি ছাদে ওঠার পর তাঁর সামনে পানি পরিবেশন করা হতো। তিনি পানি ঠাণ্ডা দেখলে নিজে পান না করে বাবার জন্য তা পাঠিয়ে দিতেন।'[৮৭]

৭৮. হাফসা বিনতু সীরীন (রহিমাহাল্লাহ) বলেন, 'আমার সেবায় ছেলে হুযাইল এত বেশি যত্নশীল ছিল যে, গ্রীষ্মকালেই সে বাঁশ সংগ্রহ করে রাখত, যাতে শীতকালে আমার আগুন পোহানোর ব্যবস্থা করতে পারে। এত আগে বাঁশ সংগ্রহ করার রহস্য হলো, যাতে (আগে থেকে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়ার ফলে) আগুন জ্বালানোর সময় বাঁশে ধোঁয়া তৈরি না হয়। প্রতিদিন ভোরবেলা দুধ দোহন করে সে আমার সামনে পেশ করত। তারপর মমতামাখা স্বরে বলত, 'মা! এ-টুকু পান করে নিন। গরম দুধ অনেক পুষ্টিকর খাবার।' তিনি বলেন, 'হঠাৎ করেই একদিন আমার ছেলে হুযাইলের ইন্তিকাল হয়ে যায়। যার কারণে আমি প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়ি। পুত্রহারার শোক আমার অন্তরকে এমনভাবে পোড়াচ্ছিল যা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একরাতে তিলাওয়াত করতে করতে আমি এই আয়াতে এসে থামলাম,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

> "তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না। যারা ধৈর্যশীল হবে আমি তাঁদের কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দেবো।"[৮৮]

ফলে তখন থেকে আমার সব দুঃখ-যাতনার অবসান ঘটল।'[৮৯]

---

৮৬. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ১৪।

৮৭. যুবাইর ইবনু বাক্কার, জামহারাতু নাসাবি কুরাইশ ওয়া আখবারুহা, ২৯৫।

৮৮. সূরা নাহল, ১৬ : ৯৬।

৮৯. ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়া, ১১/৩৫০।

৭৯. হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাফসা বিনতু সীরীন তাঁর ছেলে হুযাইলকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি গর্ব করে বলতেন, 'হুযাইল গ্রীষ্মকালে বাঁশ ফেঁড়ে শুকিয়ে রাখত। শীতকালে আমি সালাতে দাঁড়ানোর পর সে আমার পেছনের দিকটায় আগুনের ব্যবস্থা করত। যার তাপে আমার আরামবোধ হতো। তবে ধোঁয়া আমার কোনও ব্যাঘাত ঘটাত না। আমি সালাত শেষে তাকে বলতাম, 'ছেলে আমার! রাত অনেক হয়েছে এবার পরিবারের কাছে যাও।' সে বলত, 'মা! এসব কথা থাকুক!' আমি তার মনের আকুতি অনুভব করতাম। গভীর রাত পর্যন্ত এভাবেই কেটে যেত।

আমি তাঁকে বলতাম, 'বেটা! স্ত্রীর কাছে যাও।' সে বলত, 'থাক না এই ব্যাপারটা, মা!' আমি তার ব্যাকুলতা অনুভব করে আর কিছু বলতাম না। সকাল পর্যন্ত এভাবেই কেটে যেত। রোজ সকালে আমার জন্য সে গরম দুধ পাঠিয়ে দিত। আমি বলতাম, 'বেটা! তুমি জানো আমি দিনের বেলা দুধ পান করি না।' সে বলত, 'গরম দুধ হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার। আমি আপনার ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এখন আপনি না পান করলে যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারেন; আমার কোনও আপত্তি নেই।'

একদিন সে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে আমার সামনে হাজির হলো। আমি বললাম, 'যেহেতু তুমি হাজ্জ করার ইচ্ছা তাই আমি তোমাকে বারণ করব না।' সে বলল, 'আমি জানি। কিন্তু আমি নিজেই যাব না।'

পরে হঠাৎ একদিন তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। আমি অসম্ভব চোট পেলাম। একদিন রাতে সালাতে সূরা নাহল পড়ছিলাম। একটি আয়াত সামনে চলে এল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না। যারা ধৈর্যশীল হবে আমি তাঁদের কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দেবো।"[৯০]

তখন আমার হুযাইলের কথা মনে পড়ল এবং সেদিন থেকে আমার সকল শোক ও ব্যথার উপশম ঘটল।'[৯১]

---

৯০. সূরা নাহল, ১৬ : ৯৬।

৯১. ইয়াহইয়া ইবনু হুসাইন শাজারি, কিতাবুল আমালি, ২/১৯৫।

৮০. আশজাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার মাঝরাতে মিসআর (রহিমাহুল্লাহ)-এর মা পানি চাইলেন। তিনি পানি নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন তার মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই তিনি পানি নিয়ে মায়ের মাথার পাশে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন।'[৯২]

৮১. যবয়ান ইবনু আলি সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মায়ের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। একরাতে তার মা তার ওপর কোনও একটি বিষয়ে মনে কষ্ট রেখেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি দুই পায়ে ভর করেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মাকে জাগ্রত করতে চাচ্ছিলেন না। আবার শুয়ে পড়তেও তার মন সায় দিচ্ছিল না। এভাবে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। ফলে তাঁর গোলামদের দু'জন ছুটে এল। তিনি তাঁদের ওপর ভর করে মা জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মাঝে মাঝে তিনি সবজি কিনে আনতেন। তারপর এক এক করে সেগুলো ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে মায়ের সামনে রেখে দিতেন। তিনি তাঁর মাকে নিয়ে হাজ্জের সফরেও যেতেন। প্রচণ্ড গরমের সময় গর্ত খুঁড়ে সেখানে চামড়া বিছিয়ে পানি ঢালতেন। তারপর মাকে বলতেন, 'এখানে নেমে একটু শীতল হয়ে নিন।'[৯৩]

৮২. মুহাম্মাদ ইবনু উমর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান তার বাবার প্রতি অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। তার বাবা তাকে 'মুহাম্মাদ!' বলে ডাক দিলেই তিনি লাফ দিয়ে সাথে সাথে তাঁর মাথার পাশে উপস্থিত হয়ে যেতেন। তার বাবা নিজ প্রয়োজন বলার সময় তিনি বাবার সম্মানার্থে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কোনোকিছু না বুঝলে পরবর্তীতে উপস্থিত কারও থেকে তা বুঝে নিতেন।'[৯৪]

৮৩. একবার ইবনু আওন (রহিমাহুল্লাহ)-এর মা তাকে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তিনি জবাব দিলেন। কিন্তু তার মায়ের আওয়াজের চেয়ে তার গলার স্বর কিছুটা উঁচু হয়ে গেল। এর ফলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি দু'টি গোলাম মুক্ত করে দিলেন।[৯৫]

৮৪. আবূ বকর ইবনু আইয়্যাশ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কোনও একদিন আমি মানসূর (রহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে তার বাসভবনে উপস্থিত ছিলাম। তার মা একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, 'মানসূর! ইবনু হুবাইরা তোমাকে বিচারপতি নিয়োগ দিতে চাচ্ছে আর তুমি অসম্মতি প্রকাশ করছো?' সে

---

৯২. বাইহাকি শুআবুল ঈমান, ৭৯২২।

৯৩. ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২২৭।

৯৪. ইবনু সা'দ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ৫/৪১৮।

৯৫. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/৩৯; ইসমাঈল আসবাহানি, সিয়ারুস সালাফিস সালিহীন, ৮৬৯।

সময় তিনি বুকের সাথে থুতনি লাগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন না।'[৯৬]

৮৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার ভাই উমর সালাতে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। আর আমি আমার মায়ের পা টিপে দিতে দিতে রাত কাটাই। আমি আমার রাতের সময়গুলো তার মতো কাটাতে চাই না।'[৯৭]

৮৬. হাজার ইবনুল আদবার (রহিমাহুল্লাহ) তার মায়ের বিছানা বিছিয়ে দিতেন। তার খসখসে হাতের কারণে নিজেই দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যেতেন। বিছানায় কিছু আছে ভেবে বারবার ঝাড়তেন, নিজে শুয়ে পড়তেন। এভাবে যখন সেখানে কোনোকিছু না থাকার বিষয়ে পূর্ণ আশ্বস্ত হতেন, তখন তিনি তার মাকে শোয়াতেন।[৯৮]

৮৭. সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে তার মাকে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল। মা সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন আর সে তাঁর সাথে দেখা না করেই অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—এতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। এদিকে তার মা-ও ছেলের অবস্থা টের পেয়ে সাওয়াবের আশায় সালাত দীর্ঘ করতে থাকেন।'[৯৯]

৮৮. উমর ইবনু যার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'তাঁর ছেলের ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি ছেলের সদাচারের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, 'দিনের বেলা সে কখনও আমার সামনে হাঁটেনি এবং রাতের বেলা কখনও আমার পেছনে থাকেনি। আর আমাকে নিচে রেখে কখনও সে ছাদের ওপর ওঠেনি।'[১০০]

৮৯. ফাদ্ল ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার বাবার প্রতি অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। তার বাবা ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) সবসময়ই গরম পানি দিয়ে ওজু করতেন। একবার তিনি কারাগারে থাকাকালে সেখানকার কারা-পর্যবেক্ষক রাতের বেলায় (আগুন জ্বালানোর জন্য) কাঠখড়ি আনতে বারণ করে দিল। তখন তার বাবা ঘুমিয়ে গেলে

---

৯৬. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৪২; ইবনুল জা'দ, আল-মুসনাদ, ৯০৬।

৯৭. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৫৪৫; ইবনু সা'দ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ১/১৯১। অর্থাৎ তিনি সাধারণ নফল সালাতের চেয়ে মায়ের খেদমতকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারণ এটিও অনেক বড়ো সাওয়াবের কাজ। (অনুবাদক)

৯৮. ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২২৬; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ১২/২১২।

৯৯. ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২৩২; মিযযি, তাহযীবুল কামাল, ৭/৩৭৮। অর্থাৎ তিনি সালাত লম্বা করার কারণে ছেলের প্রতীক্ষার প্রহরও লম্বা হয়। যার ফলে সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। (অনুবাদক)

১০০. মিযযি, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২/৫১১।

তিনি পানির পাত্র বাতির আগুনে তাপ দিতেন। এভাবে সকাল পর্যন্ত পাত্র হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদিন কারা-পর্যবেক্ষক বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পরবর্তী রাতে ঘোষণা করল—'জেলে রাতের বেলা বাতি জ্বালানো নিষেধ। তখন ফাদ্বল (রহিমাহুল্লাহ) পানির পাত্র লেপের সাথে জড়িয়ে রাখতেন। সকাল পর্যন্ত এভাবে রাখার ফলে পানি কিছুটা গরম হতো।[১০১]

---

১০১. ইবনু কুতাইবা, দীনাওয়ারি, ৩/১১২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতাপিতার অবাধ্যতা ও এর পরিণাম

মা-বাবার অধিকার নষ্ট করার গুনাহ

৯০. আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা (রহিমাহুল্লাহ) তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিসে কবীরা গুনাহ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যার মধ্যে ছিল আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মা-বাবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা ইত্যাদি। (এগুলো বলতে বলতে) হঠাৎ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন, তারপর বললেন,

وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ

'এগুলোর সাথে আরও হলো, কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। কিংবা তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা কথা বলা।'[১০২]

৯১. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবীরা গুনাহের আলোচনা করলেন। কিংবা এক ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন,

اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ

---

১০২ বুখারি, ২৬৫৪; মুসলিম, ৮৭।

"আল্লাহর সাথে শিরক করা, কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া।"[১০৩]

৯২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْكَبَائِرُ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

"কবীরা গুনাহ হচ্ছে—আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, (অন্যায়ভাবে) মানুষ হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা।"[১০৪]

৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : اَلشِّرْكَ بِاللهِ تَعَالَى، وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنَ الْغَمُوْسَ

"কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড়ো বড়োগুলো হচ্ছে—আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা শপথ করা।"[১০৫]

৯৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

"মা-বাবার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানে আসক্ত ব্যক্তি—জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১০৬]

৯৫. আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ

---

১০৩. বুখারি, ২৬৫৩; মুসলিম, ৮৮।

১০৪. বুখারি, ৬৬৭৫।

১০৫. তিরমিযি, ৫/২২০; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ২/১৪৭।

১০৬. আবূ দাউদ তয়ালিসি, আল-মুসনাদ, ২২৯৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২০১-২০৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/২৫৭।

"মা-বাবার অবাধ্য, মদপানে আসক্ত এবং তাকদীর অস্বীকারকারী—জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১০৭]

৯৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

"বিচার দিবসে আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির মানুষের দিকে তাকাবেন না;

১.বাবা-মায়ের অবাধ্য সন্তান,

২.মাদকাসক্ত এবং

৩. অনুগ্রহ করে খোঁটা দানকারী।"[১০৮]

৯৭. আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ

"মা-বাবার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১০৯]

৯৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا : مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ

"চার শ্রেণির মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং এর নিয়ামাতের স্বাদও আস্বাদন করাবেন না। তারা হলো—

---

১০৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/৪৪১; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৩৯৯৬, ৪৩৯৯৯।

১০৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬১৮০; ইবনু ওয়াহ্ব, আল-জামি', ৬৫, হাসান।

১০৯. খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৫০৮৪; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১১৬৮; বাইহাকি, কুবরা, ৮/২৮৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/৭৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/১৩৪, সহীহ।

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি,

২. সুদখোর,

৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারী এবং

৪. মা-বাবার অবাধ্যচারী।"[১১০]

৯৯. যাইদ ইবনু আরকাম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন,

مَنْ أَصْبَحَ وَالِدَاهُ رَاضِيَيْنِ عَنْهُ، أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَمْسٰى وَالِدَاهُ رَاضِيَيْنِ عَنْهُ، أَمْسٰى لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَصْبَحَا سَاخِطَيْنِ عَلَيْهِ، أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدًا

"সকালবেলা যার প্রতি তার বাবা-মা সন্তুষ্ট থাকেন, তার জন্য সকালবেলা জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা যার প্রতি তার বাবা-মা সন্তুষ্ট থাকেন, তার জন্য সন্ধ্যাবেলা জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর সকালবেলা যার প্রতি তার বাবা-মা অসন্তুষ্ট হোন, তার জন্য সকালবেলা জাহান্নামের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। যদি একজন অসন্তুষ্ট হোন, তাহলে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'বাবা-মা যদি সন্তানের প্রতি অনাচার করে তাহলেও কি খুলে দেওয়া হয়?' তিনি উত্তরে বললেন, وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ "যদিও তাঁরা অবিচার করে, যদিও তাঁরা অনাচার করে।"[১১১]

১০০. ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَمْسٰى مُرْضِيًا لِوَالِدَيْهِ وَأَصْبَحَ، أَصْبَحَ وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسٰى مُسْخِطًا لِوَالِدَيْهِ، أَصْبَحَ وَأَمْسٰى وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ إِلَى النَّارِ، وَإِنْ وَاحِدًا فَوَاحِدًا

---

১১০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৭, দঈফ।

১১১. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৫৫৩৯।

"যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তার বাবা-মাকে খুশি রাখে, তার জন্য সকাল-সন্ধ্যা জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তার বাবা-মাকে কষ্ট দেয়, তার জন্য সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। যদি একজনকে কষ্ট দেয় তাহলে একটি দরজা খোলা হয়।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি তাঁরা অবিচার করেন তাহলেও কি জাহান্নামের দরজা খোলা হবে?'

তিনি বললেন, وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ "যদিও তাঁরা অবিচার করে, যদিও তাঁরা অনাচার করে।"[১১২]

১০১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'যে-ব্যক্তি তার মা-বাবার সাথে সদাচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দিবেন। যদি (মা-বাবার) একজন থাকেন, তাহলে (জান্নাতের) একটি দরজা খুলে দিবেন। আর যদি সে তাঁদের দু'জনের একজনকে কষ্ট দেয় তাহলে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন না।' কেউ প্রশ্ন করল, 'যদি তাঁরা অবিচার করেন তাহলেও?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা অবিচার করলেও।"[১১৩]

১০২. উবাই ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ

"যে-সন্তান তার মা-বাবা উভয়কে অথবা একজনকে জীবিত পেয়েও মৃত্যুর পর জাহান্নামে যায়, সে নিপাত যাক। তার ধ্বংস হোক।"[১১৪]

১০৩. মালিক ইবনু আমর কুশাইরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"যে-সন্তান তার মা-বাবার একজনকেও জীবিত অবস্থায় পেল, কিন্তু তার

---

১১২. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯১৬, সনদ ত্রুটিযুক্ত।

১১৩. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯১৫।

১১৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/৩৪৪; তাবারানি, কাবীর, ১৯/২৯২; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৫৫৩৮।

গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, আল্লাহ তাআলা (তাঁর রহমত থেকে) তাকে বঞ্চিত রাখুন।"[১১৫]

১০৪. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারের তিনটি সিঁড়িতে উঠতে তিনবার আমীন বললেন। সেখান থেকে নামার পর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন মিম্বারে উঠলেন তখন তিনবার আমীন বললেন, এর কারণ কী?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে বললেন, 'যে-ব্যক্তি রমাদান মাস পাওয়া সত্ত্বেও নিজের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারল না, ফলে মৃত্যুর পরে জাহান্নামি হলো, সে ধ্বংস হোক। আপনি বলুন, আমীন!' আমি বললাম, 'আমীন।' তিনি বললেন, 'যে-সন্তান পিতামাতা উভয়কে অথবা তাঁদের একজনকে জীবিত পেয়েও তাঁদের সেবা-যত্ন করল না, ফলে মৃত্যুর পরে জাহান্নামে প্রবেশ করল, সে ধ্বংস হোক। আপনি বলুন, আমীন!' আমি বললাম, 'আমীন।' এরপর তিনি বললেন, 'যে-ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পরেও আপনার ওপর দরুদ পাঠ করল না, ফলে মৃত্যুর পরে জাহান্নামে গেল, সেও ধ্বংস হোক। আপনি বলুন, আমীন!' আমি বললাম, 'আমীন।'''[১১৬]

১০৫. আবূ তুফাইল (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, 'আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে কি বিশেষ কিছু দিয়েছেন, যা অন্যদেরকে দেননি?' তিনি বললেন, 'আমার এই তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে তা ছাড়া তিনি আমাকে আর বিশেষ কিছুই দেননি। তারপর তিনি সেখান থেকে একটি কাগজ বের করলেন। সেখানে লেখা ছিল,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ،
لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহর লানত। যে-ব্যক্তি জমির নির্দেশক চিহ্ন চুরি করে (জমির সীমানা মিটিয়ে দেয়) তার প্রতি আল্লাহর লানত। সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর

১১৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩৪৪; তাবারানি, কাবীর, ১৯/৩০০; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৪২-১৪৩।

১১৬. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৩৩৫০; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৪২; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৯৭; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৮১৩১।

লানত, যে তার বাবা-মাকে অভিশাপ দেয়। আর যে-ব্যক্তি কোনও বিদআতিকে প্রশ্রয় দেয়, তার ওপরও আল্লাহর লানত।”[১১৭]

১০৬. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “অপদস্ত হোক! অপদস্ত হোক! অপদস্ত হোক!” উপস্থিত জনতা জানতে চাইল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কে?’ তিনি বললেন,

مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ

“সেই ব্যক্তি—যে তার মাতাপিতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় কাছে পেয়েও জাহান্নামে প্রবেশ করল।”[১১৮]

১০৭. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَلْعُوْنٌ مَّنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُوْنٌ مَّنْ سَبَّ أُمَّهُ

“যে-ব্যক্তি তার বাবাকে গালি দিল সে অভিশপ্ত। যে-ব্যক্তি তার মাকে গালি দিল সে-ও অভিশপ্ত।”[১১৯]

১০৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ سَبْعَةً مِّنْ خَلْقِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ، فَقَالَ : مَلْعُوْنٌ مَّنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ...

“সাত আসমানের ওপর থেকে সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন। যে-ব্যক্তি তার মা-বাবার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় সে অভিশপ্ত।......”[১২০]

---

১১৭. মুসলিম, ১৯৭৮; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৭; ইবনু হিব্বান, ৬৬০৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৩২৭।

১১৮. মুসলিম, ১৯৭৮; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২১।

১১৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২১৭; ইবনু হিব্বান, ৪৪১৭।

১২০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩৫৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৫৪৭২; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৪০৪৩।

১০৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ السَّاخِطِ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ غَيْرُ ظَالِمَيْنِ لَهُ

"যে-সন্তানের ওপর তার মা-বাবা অসন্তুষ্ট, তার সালাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। তবে যদি তাঁরা তার প্রতি জুলুম করে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।"[১২১]

১১০. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ، فَقَدْ أَرْضَى اللهَ، وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ، فَقَدْ أَسْخَطَ اللهَ

"যে-সন্তান তার মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখল, সে যেন আল্লাহকেও সন্তুষ্ট রাখল। আর যে-সন্তান তার মা-বাবাকে অসন্তুষ্ট করল, সে যেন আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করল।"[১২২]

১১১. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُقَالُ لِلْعَاقِّ : اِعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَإِنِّيْ لَا أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقَالُ لِلْبَارِّ : اِعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَإِنِّيْ سَأَغْفِرُ لَكَ

"মা-বাবার অবাধ্য সন্তানকে বলা হয়, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো, আমি তোমায় ক্ষমা করব না। আর মা-বাবার প্রতি সদাচারী ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি যা খুশি তা করতে পারো, আমি তোমায় ক্ষমা করে দেবো।"[১২৩]

১১২. আবূ বাকরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১২১. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৫৫২৫।
১২২. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৫৫৯৭; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৮৩৯৫।
১২৩. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১০/২১৫-২১৬; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৪৫৫২৭।

> “সব অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কিয়ামাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যচারী ব্যক্তির শাস্তি আল্লাহ কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।”[১২৪]

১১৩. একজন মনীষী বলেছেন, ‘মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। সে তোমার সাথে কখনও সদাচারী হবে না। কারণ তার ওপর যাদের সবচেয়ে বেশি অধিকার ছিল, সে তাদের সাথেই ভালো আচরণ করছে না।’

বাবার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رِضَى اللهِ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ اللهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ

> “বাবার খুশিতে আল্লাহ খুশি হোন এবং বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন।”[১২৫]

১১৫. ইবনু কুতাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আমি ‘সিয়ারুল আজাম’ নামক গ্রন্থে পড়েছি, ‘যখন আরদাশীর[১২৬]-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং আশপাশের রাজারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে সে সুরায়ানিয়্যাহ রাজ্য দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। সে ওই রাজ্যটি অবরোধ করলেও পুরোপুরি বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন রাজকন্যা দুর্গের ছাদে এসে আরদাশীরকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় এবং একটি তীর নিয়ে ফলকে লেখে—‘যদি তুমি আমাকে বিয়ে করার শর্তে রাজি থাকো, তাহলে এই দুর্গ বিজয়ের সর্বাধিক সহজ এবং দ্রুততম পন্থাটি আমি তোমায় বলে দেবো।’ শর্তখচিত তীরটি সে আরদাশীরকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করে। আরদাশীর তার শর্ত মেনে নেয় এবং দুর্গে প্রবেশের পথ বাতলে দিতে বলে। রাজকন্যা দুর্গে ঢোকার সহজ পথটি বাতলে দিল। দুর্গবাসী এই চালবাজির ছিটেফোঁটাও অনুভব করতে পারেনি। ফলে সে দুর্গে ঢুকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। রাজাকে হত্যা করে দুর্গটাকে কুরুক্ষেত্রে পরিণত করল।

---

১২৪. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৫০৫।

১২৫. তিরমিযি, ১৮৯৯; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫১; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৮/২১৫।

১২৬. তিনি ছিলেন পারস্যের সাসানী সাম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ। -অনুবাদক

তারপর শর্ত অনুযায়ী সে রাজকন্যাকে বিয়ে করল। একরাতে রাজকন্যা খুব চেষ্টা করার পরও ঘুমাতে পারল না। গভীর রাত অবধি সেভাবেই কেটে গেল। আরদাশীর জানতে চাইল, 'কী হয়েছে তোমার? ঘুমাচ্ছ না কেন?' উত্তরে রাজকুমারী বলল, 'বিছানাটা উপযুক্ত মনে হচ্ছে না।' পরে লক্ষ করে দেখা গেল, বিছানায় ব্যবহার করা সুগন্ধ-পাতার রেখাগুলোর কারণে তার শরীরে দাগ পড়েছে। সে রাজকন্যার এত মসৃণ ত্বক দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, 'তোমার বাবা তোমাকে কী খাওয়াতেন?' সে উত্তর দিল, 'সবসময় তিনি আমাকে মধু, মাখন এবং চর্বিযুক্ত খাবার খেতে দিতেন।'

আরদাশীর বলল, 'তোমার প্রতি তোমার বাবার মতো এত বেশি স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা অন্য কেউ প্রদর্শন করবে না। তোমার তুলতুলে বিছানা এবং তোমার প্রতি তার এই অগাধ ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতার প্রতিফল হিসেবে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমি তোমার প্রতি তোমার বাবার মতো বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করতে চাই না।' এরপর আরদাশীর আদেশ করল যেন দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজে রাজকন্যার চুলের গোছা বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক সেভাবেই আদেশ পালন করা হলো এবং অবশেষে রাজকন্যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।[১২৭]

১১৬. মুহাম্মাদ ইবনু হারব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাকাশ নামে ইয়াদ ইবনু নাযার গোত্রের এক মহিলা ছিল। তার বাবা তাকে অনেক ভালোবাসত। একদিন স্বগোত্রীয় এক যুবক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মেয়েটিরও তাকে দেখে খুব পছন্দ হলো। কিন্তু তার বাবা এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। বিয়ে আর হলো না। একদিন সে তার বাবাকে বিষমেশানো পানি পান করালো। যখন তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছলেন তখন মেয়েকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়ার আশায় আমাকে হত্যা করলে, যার সাথে তোমার যোজন যোজন দূরত্বের সম্পর্ক। তোমার কৃতকর্মের ফল অচিরেই তুমি টের পাবে।' বাবার মৃত্যুর পর সে ঐ যুবককে বিয়ে করল। কিছুদিন যেতে না যেতেই স্বামী তাকে ইচ্ছেমতো প্রহার করল। কেউ তাকে বলল, 'রাকাশ! তোমার স্বামী তোমাকে এত নির্মমভাবে মারতে পারল?' সে বলল, 'যার কোনও সাহায্যকারী থাকে না, তার অপমান অনিবার্য।' এরপর অল্প ক'দিনের মধ্যেই তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করল। এক মহিলা তাকে বলল, 'তোমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করল আর তুমি তার কাছে তালাক চাচ্ছ না?' সে বলল, 'আমি মন্দের বদলা আরেকটি মন্দ দিয়ে নিতে চাই না।'[১২৮]

---

১২৭. ইবনু কুতাইবা, উয়ুনুল আখবার, ৪/১১৭; আবূ বকর দীনাওয়ারি, আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৫/১৭১।

১২৮. ইবনুল জাওযি, যাম্মুল হাওয়া, ৪৬৩।

১১৭. আলি ইবনু ইয়াহ্ইয়া মুনজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'খলীফা মুনতাসির দরবারে বসার আগে সেখানে গালিচা বিছানোর নির্দেশ দিলেন। কয়েকটি গালিচায় মুকুট পরিহিত একজন অশ্বারোহীর ছবি আঁকা ছিল। পাশে ফার্সি ভাষায় কিছু লেখা। সভাসদবর্গদের নিয়ে খলীফা দরবারে বসলেন। তার সামনে গোলাম-বাঁদি এবং সভাসদরা এসে দাঁড়াল। তিনি বৃত্ত-আঁকা সেই অশ্বারোহী এবং তার পাশের লেখাগুলোকে দেখে সভাসদদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এগুলো কী?' তাঁদের একজন উত্তর দিল, 'আমীরুল মুমিনীন এ-সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই। পরে এক ব্যক্তিকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। সেই ব্যক্তি এগুলো পড়ে ভ্রু কুঁচকালো। খলীফা বললেন, 'কী এগুলো?' সে বলল, 'আমীরুল মুমিনীন! কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু মূর্খ ঘোড়সওয়ারির ছবি আঁকা।' তিনি বললেন, 'লেখাগুলো সম্পর্কে আমায় জানাও।' সে বলল, 'আমীরুল মুমিনীন, এগুলোর কোনও অর্থ হয় না।' খলীফা ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তখন সেই লোকটি বলল, 'এখানে লেখা আছে, 'আমি শীরওয়াই ইবনু কিসরা ইবনি হুরমুয। আমার বাবাকে হত্যা করে আমি ছয় মাসের বেশি রাজ্য ভোগ করতে পারিনি।' একথা শুনে খলীফা মুনতাসিরের চেহারা মলিন হয়ে গেল। তিনি দরবার থেকে সোজা অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। পরবর্তীতে তিনিও ছয় মাসের বেশি রাজ্য পরিচালনা করতে পারেননি।[১২৯]

মায়ের অবাধ্য হওয়ার শাস্তি

১১৮. আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! সাম্প্রতিক সময়ে এক যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। তাকে কালিমা (لا إله إلا الله) উচ্চারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সে তা বলতে পারছে না।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে কি জীবদ্দশায় কখনও তা বলেনি?'

উপস্থিতদের একজন বললেন, 'হ্যাঁ, সে তো বলেছে।'

তিনি জানতে চাইলেন, 'তাহলে মৃত্যুর সময় কীসে তাকে বাধা দিচ্ছে?'

---

১২৯. শামসুদ্দীন যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৪৫; খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ১২/১২০-১২১।

তারপর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমরাও সেই যুবকের বাড়ি গেলাম। তিনি সেই যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যুবক! তুমি কালিমা পড়ো।'

সে বলল, 'আমি পারছি না।'

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে চাইলেন, 'কেন পারছ না?'

সে উত্তর দিল, 'মায়ের অবাধ্যতার কারণে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, তিনি জীবিত।'

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মাকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি কি রাজি আছ যে, আমরা তোমার ছেলেকে তোমার চোখের সামনে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করি?'

মহিলা বলল, 'এমন হলে তো আমি অবশ্যই বারণ করব।'

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তাহলে তুমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমাদের সামনে বলো যে, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট।'

সে বলল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনাকে এবং আপনার রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট।'

এরপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবককে বললেন, 'হে যুবক! বলো 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ' তখন সে বলল, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।'[১৩০]

১১৯. আবূ হাযিম (রহিমাহুল্লাহ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'এক জায়গায় আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে আমি দু'টি কুটির দেখতে পেলাম। কুটিরের কাছে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে সালাম দিলাম। একজন যুবতী এবং একজন বৃদ্ধা সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

আমি বললাম, 'আপনাদের কাছে রাতের খাবারের কিছু আছে? আপনাদের নিকট রাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা হবে?'

---

১৩০. মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১১০; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৮৯২।

তারা বলল, 'না। আমাদের কাছে কিছু নেই। আর এই উপত্যকায় আমাদের কোনও ধন-সম্পদ, ছাগল-বকরি, উট কিংবা গাধা কিছুই নেই।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে আপনারা এখানে বসবাস করেন কেন?'

তারা জানাল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় এবং কিছু নেকবান্দা ও পাশে থাকা রাস্তাটির কারণেই আমরা এখানে থাকি।

চারদিকে শুনসান নীরবতা। কোনও পথচারীর পায়চারি নেই। হঠাৎ আমি গাধার বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। চিৎকার এত বেশি তীব্র ছিল যে, আল্লাহর কসম! আমি সকাল পর্যন্ত সেই বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। যার কারণে আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। সকালে যেখান থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে রওনা হলাম। গিয়ে একটি কবর দেখতে পেলাম, যার ভেতরে রয়েছে মৃতগাধার এক বীভৎস কঙ্কাল। যা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে দ্রুত ফিরে এলাম। তারপর মহিলা দু'জনকে কবরে দেখা সেই গাধার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম।

তারা বলল, 'আপনার এ সম্পর্কে না জানলেও চলবে।'

আমি জোর গলায় বললাম, 'আমি জিজ্ঞাসা করছি, সুতরাং বলতে আপত্তি কোথায়?'

যুবতী মুখ খুলল। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এই যে গাধার আওয়াজ শুনেছেন এটি আমার স্বামীর আওয়াজ। তিনি এই বৃদ্ধা মহিলার ছেলে। সবসময় মায়ের অবাধ্যতা করতেন। মা কোনও কাজ করতে নিষেধ করলেই তিনি বলতেন, 'আমার সামনে থেকে সরে গিয়ে গাধার মতো চিল্লাচিল্লি করো।' একদিন মা মনের কষ্টে বলেই ফেললেন, 'আল্লাহ তোকে গাধায় পরিণত করুন।' পরে একদিন আমার স্বামী মারা যান। আমরা তাকে এই নির্জন প্রান্তে দাফন করে দিই। (তার কবর থেকেই এমন গাধার চিৎকার ভেসে আসে।) আল্লাহর শপথ! তিনিই আমাদেরকে এই উপত্যকার স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়েছেন। এখানে বসবাস করতে আমাদেরকে বাধ্য করেছেন।'

১২০. মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার আমি একটা কাজের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ একটি গাধাকে দেখলাম—একটি গর্ত থেকে দু'চোখ বের করল। তারপর আমার সামনেই বিকট আওয়াজে তিনবার চিৎকার দিয়ে আবার গর্তে ঢুকে গেল। এরপর আমি যাদের কাছে যাচ্ছিলাম সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন তারা জানতে চাইল, 'কী হয়েছে আপনার? চেহারা এমন বিবর্ণ কেন?'

আমি তাদেরকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। তারা বলল, 'মনে হয় আপনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি আসলেই কিছু জানি না।'

তারা আমাকে জানাল, 'সেই কবরটি এই মহল্লার এক যুবকের। তার মা ঐ ঝুপড়িতে থাকে। তিনি যখনই তাকে কোনও কাজের আদেশ দিতেন, তখনই ছেলেটি তার সামনে গাধার মতো হা হা হাহ... শব্দে চিৎকার করত এবং তাচ্ছিল্যের সাথে বলত, তুমি আসলেই একটা গাধা। একদিন সে হঠাৎ করেই মারা যায়। আমরা তাকে সেই গর্তে দাফন করি। তারপর থেকে প্রতিদিন সে মাথা বের করে তিনবার চিৎকার দিয়ে আবার সেখানে ঢুকে পড়ে।[১৩১]

১২১. আবূ কাযআ (রহিমাহুল্লাহ) বসরার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা একটি জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সেখানে গাধার চিৎকার শুনতে পেলাম। জনপদবাসীর কাছে এই চিৎকারের রহস্য জানতে চাইলাম। তারা জানাল, 'সে আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি। তার মা যখনই তার সাথে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, তখনই সে বলত, তুমি খালি গাধার মতো চিৎকার করো!' ইসহাক ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীরা বলেন, 'একদিন তার মা বেফাঁস বলে ফেললেন, 'আল্লাহ তোকেই গাধায় পরিণত করুক।' সে মারা যাওয়ার পর প্রতি রাতে তার কবর থেকে গাধার চিৎকার শোনা যায়।'[১৩২]

১২২. প্রখ্যাত মুজতাহিদ সাঈদ উমানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি একবার হাজ্জের সফরে বের হলাম। হাজ্জ শেষে রাতের প্রথম ভাগে আমি স্বপ্নে দেখি, মিনায় এক ব্যক্তি ঘোষণা করছেন, 'শোনো! এবার যারা হাজ্জ করেছে তাদের মাঝে আবূ সালিহ বালখি ব্যতীত আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাতভর একই স্বপ্ন তিনবার দেখলাম। পরদিন সকালে মিনায় বালখি ব্যবসায়ীদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পরে জানতে পারলাম তিনি রাজ দরবারের লোক। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলাম। কিন্তু তার গোলাম-বাঁদি আর অনুসারীদের কারণে বেজায় সংকটে পড়তে হলো।

তবুও মন চাচ্ছে একটু সাক্ষাৎ করে যাই। চত্বর অতিক্রম করে আমি তার কাছাকাছি

---

১৩১. আসবাহানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবুল আব্বাস আসাম নিশাপুরে একাধিক হাদীস বিশারদদের সামনে এটি লিখিয়েছেন। তাঁদের কেউ এই ঘটনাকে অস্বীকার করেননি।'—মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২২৬।

১৩২. ইবনু আবিদ দুনইয়া, মুজাবুদ-দাওয়াহ, ৪৮।

আসলাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বাহিনী আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, 'তাকে আসতে দাও।' আমি তার কাছে গেলাম। তিনি চুল-দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেছেন। তাকে বললাম, 'আপনার সাথে একটু একান্তে কথা বলতে চাই।' তিনি লোকজনদের সরে যেতে বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনিই কি আবূ সালিহ বালখি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই আবূ সালিহ বালখি। তবে তুমি আমাকে চিনতে না পারায় আমি খুবই মর্মাহত হলাম।'

আমি বললাম, 'গতরাতে আমি আপনাকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছি।' স্বপ্নের পুরোটা শুনে তিনি বললেন, 'আমি ছিলাম মদখোর যুবক। একরাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলাম। দরজায় নক করার পরও খুলতে বেশ দেরি হতে লাগল। অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম। বেশ কিছু সময় পর দরজা খুললেন আমার মা। নেশার ঘোরে আমি তার বুকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করি। ফলে তিনি মারা যান।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো আপনার ধ্বংস অনিবার্য!'

১২৩. মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার হাজ্জের মৌসুমে মাতাফে অনেক হাজী এবং উমরাকারীদের দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আবেগাপ্লুত হয়ে মনে মনে বললাম, যাদের হাজ্জ কবুল হয়েছে তাদের সম্পর্কে যদি জানতে পারতাম, তাহলে তাদেরকে সংবর্ধনা জানাতাম। আর যাদেরটা কবুল হয়নি তাদেরকে জানাতাম সমবেদনা। সে-রাতেই আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে বলতে দেখলাম, 'মালিক ইবনু দীনার হাজীদের এবং উমরাকারীদের নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। (শোনো!) এবার যারা এসেছে, ছোটো-বড়ো, পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো, আরবী-অনারবী সবাইকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এক ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করেননি। তার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট। আল্লাহ তার হাজ্জ প্রত্যাখ্যান করে তার মুখে নিক্ষেপ করেছেন।'

বাকি রাতটুকু আমি কীভাবে কাটিয়েছি তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—সেই লোকটি আমিই হবো। পরবর্তী রাতে আমি হুবহু একইরকম স্বপ্ন দেখলাম। কিন্তু ওই রাতে আমাকে বলা হলো, 'সেই লোকটি তুমি নও। সে হচ্ছে খোরাসানের বলখ রাজ্যের বাসিন্দা। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু হারূন বালখি। আল্লাহ তাআলা তার ওপর অসন্তুষ্ট। তার হাজ্জ প্রত্যাখ্যান করে তিনি তার মুখে নিক্ষেপ করেছেন।'

পরের দিন ভোরেই আমি খোরাসানবাসীর কাছে এলাম। তাদের মাঝে বালখি লোকজন

আছে কি না জানতে চাইলাম। তারা আমাকে ঠিকানা বলে দিল। তাদের কাছে এসে সালাম বিনিময়ের পর মুহাম্মাদ ইবনু হারূন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তারা বলল, 'মালিক! আপনি আমাদের মাঝে সর্বাধিক ইবাদাতগুজার এবং সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন।'

আমার দেখা স্বপ্ন আর মানুষের বক্তব্য শুনে ব্যাপারটি আমার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি বললাম, 'আপনারা আমাকে তার কাছে যাওয়ার পথ বাতলে দিন।'

তারা বলল, 'তিনি চল্লিশ বছর ধরে দিনে সিয়াম পালন করেন আর রাতে ইবাদাত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকেন এবং জনমানবশূন্য নির্জন স্থানে বাস করেন।'

আমি ভাবলাম, মক্কার ধ্বংসস্তূপগুলোতেই হয়তো তাকে পাওয়া যাবে। আমি আস্তে আস্তে সব ধ্বংসস্তূপগুলো খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, এক ব্যক্তি দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তার ডান হাত কেটে গলায় ঝুলানো। কণ্ঠাস্থি ছিদ্র করে পা পর্যন্ত লম্বা মোটা শেকলে বাঁধা। তিনি রুকূ-সাজদায় মত্ত। আমার পদধ্বনি শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কে তুমি?'

আমি বললাম, 'আমি মালিক ইবনু দীনার।'

হে মালিক! কীসে আপনাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে? আমায় নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখেছেন? যা দেখেছেন বলুন।

সেটি বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

লজ্জা না করে বলে ফেলুন।

তিনি দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। তারপরে বললেন, 'মালিক! এই একই স্বপ্ন আমি চল্লিশ বছর ধরে শুনে আসছি। প্রতি বছর আপনার মতো কোনও-না-কোনও নেকবান্দা এটি দেখে—আমি জাহান্নামি।

আপনার আর আল্লাহর মাঝে বিশাল কোনও পাপের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে?

হ্যাঁ, আমার অপরাধ আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, আরশ-কুরসি, সবকিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে।

আমাকে সেটি শোনান। যারা তার পরিণাম সম্পর্কে জানে না আমি তাদেরকে সতর্ক করে দেবো।

মালিক! আমি ছিলাম একটা মদখোর। একবার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মদপান করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরি। তখন আমি নেশায় মত্ত। আমার হুঁশ-জ্ঞান-বুদ্ধি সব উড়ে গেছে। মা তখন পাথর দিয়ে জ্বলন্ত চুলা ঢাকছিলেন। মদের নেশায় টলতে টলতে বাড়িতে পা রাখতেই তিনি আমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন।

'আজ শা'বান মাসের শেষরাত এবং রমাদানের শুরুর সময়। আগামীকাল থেকে মানুষজন সিয়াম পালন করবে আর তুমি মাতাল হয়ে থাকবে? তোমার কি আল্লাহর ব্যাপারে কোনও লজ্জা-শরম নেই?'

আমি হাত উঠিয়ে একটা ঘুসি মারলাম। তিনি বললেন, 'তুমি ধ্বংস হও।' আমার রাগ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। নেশার ঘোরে তাকে জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। শেষরাতে নেশার ঘোর চলে গেলে আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'দরজা খুলে দাও।'

সে আমার সাথে রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলল। আমি বললাম, 'তোমার কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

সে বলল, 'তুমি ক্ষমার অযোগ্য।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কেন? কী হয়েছে? তুমি এমন কথা বলছো কেন?'

সে বলে উঠল, 'গতরাতে তুমি তোমার মাকে জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করেছ। তিনি জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছেন।'

এটি শোনার পর আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। দরজা খুলে দৌড়ে চুলার পাড়ে গিয়ে দেখি, মা জ্বলন্ত রুটির মতো ঝলসে গেছেন। আমি সেখান থেকে ফিরে দরজার পাশে একটা কুঠার দেখতে পেলাম। দেরি না করে বাম হাতে সেটি নিয়ে আমার ডান হাত দরজার চৌকাঠে রেখে কেটে ফেললাম। আমার কণ্ঠাস্থি ছিদ্র করে এই শেকল ঢুকিয়ে দিলাম। পা দু'টো এই শেকলে আবদ্ধ করে নিলাম। আমার আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা সূর্য ডোবার আগেই সদাকা করে দিলাম। ছাব্বিশজন দাসী আর পঁয়ত্রিশজন গোলাম আযাদ করলাম। আমার সহায়-সম্পত্তি সবকিছু দান করে দিলাম। আমি চল্লিশ বছর ধরে দিনের বেলা সিয়াম রাখি আর রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিই। দৈনিক শুধুমাত্র একমুষ্টি ছোলা দিয়ে ইফতার করি। আর প্রতিবছর হাজ্জ করি। প্রত্যেক বছর-ই আপনার মতো কোনও-না-কোনও নেক বান্দা এই স্বপ্নটি দেখেন—আমি একজন জাহান্নামি।'

মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টো মুছে নিয়ে তাকে বললাম, 'হে হতভাগা! আপনি দুনিয়া এবং এর অধিবাসীদেরকে আপনার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছেন।'

এরপর আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। শুনতে পেলাম তিনি হাত দু'টো আসমানের দিকে উঠিয়ে বলছেন, 'হে দুঃশ্চিন্তার অবসানকারী! দুঃখ-বেদনা দূরকারী! দুঃখীদের দুআ কবুলকারী! আপনার পরিতুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে মুক্তি চাই। আপনার দয়ার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ্ চাই। আমার ক্ষমা পাওয়ার আশাকে নিরাশায় পরিণত করবেন না। আমার দুআ প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সেখান থেকে আমি বাড়ি ফিরলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'হে মালিক! মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ কোরো না। তাদেরকে আল্লাহর ক্ষমা থেকে হতাশ কোরো না। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ইবনু হারূনের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। তার দুআ কবুল করেছেন এবং তার পদস্খলন ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাকে গিয়ে বোলো, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। সবার মাঝে ন্যায় বিচার করবেন। শিংওয়ালা বকরি থেকে শিংহীন বকরির প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং তোমাকে এবং তোমার মাকেও আল্লাহ একত্রিত করবেন। তিনি তাঁর পক্ষে তোমার বিরুদ্ধে ফায়সালা করবেন। ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন তোমাকে মোটা শেকলে বেঁধে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এরপরে দুনিয়ার সময়ের তিন দিন পার হলে যখন তুমি জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করবে, তখন সেখান থেকে মুক্তি পাবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, 'আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার যেকোনও বান্দা মদপান করলে বা মানুষকে হত্যা করলে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব।' তারপর আমি তোমার মায়ের অন্তরে দয়ার উদ্রেক করব এবং এই তাকে উদ্বুদ্ধ করব তোমার ব্যাপারে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। ফলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। অতঃপর তোমরা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

সকালে আমি তাকে স্বপ্নের কথাগুলো শোনালাম। তখন তিনি কিছুটা দুঃশ্চিন্তামুক্ত হন। এর কিছুদিন পর তিনি মারা যান। আমি তার জানাযায় শরীক হয়েছিলাম।'

‘উকূক’ বা অবাধ্যতার পরিচয়

‘উকূক’ শব্দের অর্থ—কোনও বৈধ বিষয়ে মা-বাবার নির্দেশ অমান্য করা, তাদের অবাধ্য হওয়া। কথাবার্তায় এবং কাজকর্মে তাঁদের সাথে অশোভনীয় আচরণ করা।

১২৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘সন্তানের আচরণে মা-বাবার কান্নাকাটি করা—তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করার অন্তর্ভুক্ত।’[১৩৩]

১২৫. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘যে-ব্যক্তি তার মা-বাবাকে রক্তচক্ষু দেখায় সে তাঁদের প্রতি সদাচারী নয়।’[১৩৪]

১২৬. ইবনু মুহাইরীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘যে-ব্যক্তি তার বাবা-মা’র আগে আগে হাঁটে, সে তাদের প্রতি সদাচারী নয়। তবে সে যদি তাদের সামনে থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগে আগে চলে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর কেউ যদি তার বাবাকে নাম ধরে ডাকে কিংবা পদবি দিয়ে আহ্বান করে, তাহলে সেও বাবার প্রতি সদাচারী নয়। তবে সে ‘হে বাবা’ বলে ডাকতে পারবে।’[১৩৫]

১২৭. মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘সন্তানকে প্রহার করার সময় বাবার হাতকে প্রতিহত করা সন্তানের জন্য উচিত নয় (বরং বেআদবি)। আর যে-ব্যক্তি তার বাবা-মা’র দিকে রাগান্বিত চোখে তাকায় সে তাদের প্রতি সদাচারী নয়। আর যে তাদেরকে দুঃচিন্তায় ফেলে সে তাদের প্রতি অনাচারী।’[১৩৬]

১২৮. হাসান বাসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘বাদশাহর সম্মুখে বাবার নামে নালিশ করা, পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করার শামিল।’[১৩৭]

১২৯. ফারকাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আমি কোনও কোনও গ্রন্থে পড়েছি, যে-ব্যক্তি তার বাবা-মা’র দিকে চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, সে তাদের প্রতি সদাচারী নয়। তাদের দিকে কোমল-চোখে তাকানো ইবাদাত। মা-বাবার আগে হাঁটা সন্তানের জন্য বেমানান। তাদের উপস্থিতিতে কথা বলাও উচিত না। সন্তান তাদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের ডানে-বামে হাঁটবে না। তবে তারা আহ্বান করলে সেই ডাকে সাড়া

---

১৩৩. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/৪৪।

১৩৪. আবূ সা’দ আবী, নাসরুদ দুররি ফিল মুহাদারাত, ৩/১২৭।

১৩৫. বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৩/২৭।

১৩৬. সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১২১৩২, দঈফ।

১৩৭. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ১১১। তবে বাবা যদি জালিম হন এবং তার জুলুম সীমাছাড়া হয় তাহলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কোনও অসুবিধা নেই। (অনুবাদক)

দিবে। কোনও নির্দেশ দিলে তা অমান্য করবে না। তাদের পেছনে কুলি-কামিনের মতো নতশিরে হাঁটবে।'[১৩৮]

১৩০. ইয়াযীদ ইবনু আবী হুবাইব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বাবার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করা—তাঁর অবাধ্যতার শামিল।'

১৩১. উমারা ইবনু মিহরান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-কে মাতাপিতার প্রতি সদাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'তা হলো—তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।' আমি বললাম, 'আর উকূক তথা মা-বাবার অবাধ্যতা কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা।'[১৩৯]

১৩২. কা'ব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাকে উকূক তথা পিতামাতার অবাধ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, 'তুমি পিতামাতার নির্দেশ অমান্য করলে তাদের অবাধ্যতা করা হবে। আর যখন তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নিয়ো—তুমি তাঁদের অবাধ্যচারী।'[১৪০]

সন্তানের জন্য পিতামাতার দুআ দ্রুত কবুল হয়

১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দুআ কখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয় না—

১.সন্তানের জন্য মা-বাবার দুআ
২. মাযলুম ব্যক্তির দুআ এবং
৩. মুসাফিরের দুআ।'[১৪১]

১৩৪. হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সন্তানের জন্য মা-বাবা যখন দুআ করে, তখন সেই দুআ সন্তানের জান ও মালকে সুরক্ষা করে।'

---

১৩৮. আবুল লাইস সামারকান্দি, তাম্বিহুল গাফিলীন, ১৪৬।
১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিরক্ল ওয়াস সিলাহ, ১১৮।
১৪০. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩২।
১৪১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭৪৩৬; আবূ দাউদ, ১৫৩৬; তিরমিযি, ১৯০৫; ইবনু মাজাহ; ৩৮৬২।

১৩৫. হাফস ইবনু আবী হাফস সিরাজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এক ব্যক্তি হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সন্তানের জন্য পিতামাতা কী দুআ করবে?' তিনি বললেন, 'তারা তার মুক্তির জন্য দুআ করবে।'[১৪২]

১৩৬. মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সন্তানের জন্য পিতামাতার দুআ আল্লাহর কাছে পৌঁছতে কোনও বাধাগ্রস্ত হয় না।'[১৪৩]

১৩৭. মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তিনটি জিনিস আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

১. সন্তানের জন্য মা-বাবার দুআ,

২. নিপীড়িত ব্যক্তির দুআ এবং

৩. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর সাক্ষ্যদান।'

১৩৮. আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, 'এক মহিলা এসে ইবনু মাখলাদ (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, 'আমার ছেলেকে রোমের বাদশাহ বন্দী করে ফেলেছে। ধন-সম্পদ বলতে আমার শুধুমাত্র ছোট্ট একটি ঝুপড়ি আছে। আমি এটি বিক্রি করতেও অক্ষম। আপনি যদি তার মুক্তিপণের ব্যবস্থা করে দিতেন! কারণ, তার রাত-দিন, ঘুম, স্থিরতা সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।' (এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যান।)

ইবনু মাখলাদ (রহিমাহুল্লাহ) মাথা উঠালেন। তাঁর দু'ঠোঁট কেঁপে উঠল।

আমরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলাম। দেখি, মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে এদিকেই আসছেন। তিনি এসে ইবনু মাখলাদের জন্য দুআ করলেন এবং বললেন, 'আমার ছেলে আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

যুবকটি বলল, 'আমি একদল বন্দীর সাথে রোমের বাদশাহর কাছে ছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তি প্রতিদিন আমাদেরকে দিয়ে নানাবিধ কাজকর্ম করাতো। সে প্রতিদিন সকালে আমাদেরকে নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সেখান থেকে পুনরায় শেকল পরিয়ে কারাগারে ফিরিয়ে আনে। একদিন মাগরিবের পর কাজ থেকে ফিরে দেখলাম, আমার পা থেকে এমনিতেই শেকল খুলে পড়ে গেল...' যুবকটি একে একে সেই দিন এবং সময়ের কথা উল্লেখ করল। দেখা গেল, সেই সময়টি তখন-ই ছিল, যখন তার মা

---

১৪২. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৪৫।

১৪৩. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৫০।

শাইখ ইবনু মাখলাদের কাছে এসেছেন এবং তিনি তার ছেলের জন্য দুআ করেছেন।

যুবকটি বলে চলল, ‘শেকল খোলা দেখে জেলার আমার দিকে চিৎকার দিয়ে তেড়ে এসে বলল, ‘তুই শেকল ভেঙে ফেলেছিস?’ আমি বললাম, ‘না। এটি এমনিতেই আমার পা থেকে খুলে পড়ে গেছে।’ এটা শুনে সবাই হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। জল্লাদ এসে আমাকে আবার শেকল পরিয়ে দিল। আমি কয়েক কদম এগুতেই সেগুলো আবার খুলে পড়ে গেল। তারা আমার ব্যাপারটি দেখে অবাক হলো। তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের ডেকে নিয়ে এল। পণ্ডিতরা বলল, ‘তোমার মা কি বেঁচে আছেন?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তারা বলল, ‘তোমার ব্যাপারে তাঁর দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন এবং তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তোমাকে আর আটকে রাখতে পারব না।’ তারপর তারা আমাকে মুসলিম সেনানিবাসের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল।’[১৪৪]

সন্তানের ওপর পিতামাতার বদদুআর প্রভাব

১৩৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

“তিন ব্যক্তির দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়ে যায়—

১.নিপীড়িত ব্যক্তির দুআ

২. মুসাফিরের দুআ এবং

৩. সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবার বদদুআ।”[১৪৫]

১৪০. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “বানী ইসরাঈলে জুরাইজ নামে এক

---

১৪৪. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/২৯০-২৯১; ইবনু মানযূর, মুখতাসারু তারীখি দিমাশক, ৫/২৩৫।

১৪৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৫৮; আবূ দাউদ তয়ালিসি, আল-মুসনাদ, ৩২৯; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২৮; আবূ দাউদ, ৩৬৪; তিরমিযি, ১৯০৫; ইবনু মাজাহ, ৩৮৬২।

ব্যক্তি ছিল। সে সবসময় তার গির্জায় ইবাদাত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকত। সেই গির্জাতে এক গরুর রাখালও আশ্রয় নিয়েছিল। একদিন জুরাইজের মা তার কাছে এলেন। তিনি জুরাইজের নাম নিয়ে ডাক দিলেন। এদিকে জুরাইজ তখন সালাতে দাঁড়িয়েছিল। সে মনে মনে ভাবল, মায়ের ডাকে সাড়া দেবো, নাকি সালাতেই রত থাকব? সে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকাকেই প্রাধান্য দিল। জুরাইজের মা দু' তিনবার আহ্বান করার পর সাড়া না পেয়ে গোস্‌সায় বললেন, 'হে জুরাইজ! পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে আল্লাহ যেন তোমায় মৃত্যু না দেন।' একথা বলে তিনি চলে গেলেন। এদিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জুরাইজের ইবাদাতের সুনাম বানী ইসরাঈলের লোকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এক পতিতা নারী লোকদেরকে বলল, 'তোমরা যদি চাও, আমি জুরাইজকে ধোঁকায় ফেলতে পারি।' তারপর সে জুরাইজের কাছে এসে প্ররোচনা দিল কিন্তু জুরাইজ তাকে পাত্তা দিল না। এরপর সেই মেয়ে গির্জায় আশ্রয় নেওয়া ওই রাখালের কাছে কুপ্রস্তাব দিলে রাখাল তা গ্রহণ করে নেয়। এর কিছুদিন পর সেই মেয়েটির গর্ভ থেকে একটি শিশুর জন্ম হয়। এলাকাবাসী জিজ্ঞেস করল, 'এই সন্তান কার?' সে বলল, 'জুরাইজের।' তারপর সবাই মিলে কুঠার-কুড়াল দিয়ে জুরাইজের গির্জা ভেঙে দিল এবং জুরাইজের হাত রশি দিয়ে কাঁধের সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর তাকে পতিতা মেয়েদের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল। তখন তাদেরকে দেখে সে মুচকি হাসল।

বাদশাহ তাকে বলল, 'মেয়েটি দাবি করছে, তার কোলের সন্তানটি তোমার।' সে বলল, 'সেই বাচ্চাটি কোথায়?' বাচ্চাটিকে আনা হলে সে বাচ্চাটির দিকে এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কে?' বাচ্চাটি বলল, 'অমুক রাখাল।' অলৌকিকভাবে আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে বলল, 'আমরা কি তোমার গির্জাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দেবো?' সে বলল, 'না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারা আমার গির্জাটি মাটি দিয়েই তৈরি করে দিন।' বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পতিতাদের দেখে মুচকি হাসছিলে কেন?' সে বলল, 'একটি বিষয় মনে পড়ে গেল তাই। আমার ওপর আমার মায়ের বদদুআ কার্যকর হয়েছে।' তারপর সে তাদেরকে পূর্ণ ঘটনা শোনাল।[১৪৬]

১৪১. হাকাম কাইসি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি হাসান বাসরি (রহিমাহুল্লাহ)-এর থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, 'পিতামাতার বদদুআ সন্তানের জান-মাল ধ্বংস করে দেয়।'[১৪৭]

---

১৪৬. বুখারি, ৩৪৩৬; মুসলিম, ১৯৭৬-১৯৭৭; ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ২৫৫০।
১৪৭. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৪৫।

অন্য বর্ণনায় আছে, হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'সন্তানের জন্য পিতামাতার দুআ কী কাজে আসে?' তিনি বললেন, 'মুক্তি।' আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সন্তানের ওপর পিতামাতার বদদুআ কী ক্ষতি করে?' তিনি বললেন, 'ধ্বংস।'[১৪৮]

নিজ পিতা বা সন্তান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার গুনাহ

১৪২. সাহল ইবনু মুআয জুহানি (রহিমাহুল্লাহ) তার বাবা মুআয ইবনু আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادًا، لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

"আল্লাহ তাআলা তার কিছু বান্দাদের সাথে কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না। তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?'

তিনি বললেন,

مُتَبَرِّئٌ مِّنْ وَّالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا، وَ مُتَبَرِّئٌ مِّنْ وَّلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ، وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ

১. বাবা-মা'র প্রতি অনাগ্রহী হয়ে তাঁদের থেকে সম্পর্ক-ছিন্নকারী সন্তান

২. সন্তান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ঘোষণাকারী-পিতা এবং

৩. যে-ব্যক্তির প্রতি কোনও গোত্রের লোকেরা অনুগ্রহ করার পরেও সে তাদের অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং তাদের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে।"[১৪৯]

১৪৩. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

---

১৪৮. হুসাইন ইবনু হারব, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৪৫।

১৪৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/৪৪০; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৪৩৮।

وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

"যে-বাবা সন্তানের চোখের সামনে তাকে অস্বীকার করে—আল্লাহ তাআলা তার থেকে রহমতের দৃষ্টি উঠিয়ে নিবেন এবং তাকে আগে-পরের সব মানুষের সামনে লাঞ্ছিত করবেন।"[১৫০]

অন্যকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দেওয়ার ভয়াবহতা

১৪৪. আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার নিকট যে-সহীফাটি রয়েছে[১৫১] সেখানে আছে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"যে-ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, কিংবা আপন মনিব ব্যতীত অন্য কারও দিকে নিজেকে সম্বন্ধিত করে, তার ওপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ।"[১৫২]

১৪৫. আবূ উসমান নাহদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমার এ দুটি কান শুনেছে এবং আমার অন্তর খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"যে-ব্যক্তি জেনে-শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।"

---

১৫০. আবূ দাউদ, ২২৬৩; নাসাঈ, ৬/১৭৯-১৮০; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ৮৪০৫; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৫/২৪।

১৫১. সহীফা মানে ছোটো গ্রন্থ। অনেক সাহাবিই নবিজির হাদীসকে লিখে রাখতেন। ফলে তাদের কাছে এমন নানান ধরনের পুস্তিকা ছিল, যা সহীফা নামে পরিচিত। (অনুবাদক)

১৫২ বুখারি, ১৮৭০; মুসলিম, ১৩৭০; তিরমিযি, ২১২৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩০৩৭।

আবূ উসমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আবূ বকরা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি তাঁকে শুনিয়েছি। তিনিও বলেছেন, 'রাসূলের এই কথাটি আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা গেঁথে রেখেছে।'[১৫৩]

১৪৬. আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ

"যে-ব্যক্তি জেনে-শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে সে কুফুরি করল।"[১৫৪]

১৪৭. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের বাবা থেকে বিমুখ হোয়ো না। যে-ব্যক্তি তার বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কুফুরিতে লিপ্ত হয়।"[১৫৫]

নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া—সবচেয়ে বড়ো কবীরা গুনাহ

১৪৮. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

"সবচেয়ে বড়ো কবীরা গুনাহগুলোর একটি হলো, নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া।"

---

১৫৩. বুখারি, ২৭৬৬, ২৭৬৭; মুসলিম, ১১৫।
যদি অনিচ্ছায় কেউ নিজ পিতা ছাড়া অন্য কারো দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যায় তবে তার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এটি মূলত ওই ব্যক্তির জন্য, যে ইচ্ছা করে এমন করে। যেমন: সাহাবি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতার নাম আমর ইবনু সা'লাবা। কিন্তু তিনি আসওয়াদ নামে এক ব্যক্তির নিকট প্রতিপালিত হওয়ায় সেদিকে সম্বন্ধিত হয়েই পরিচিতি লাভ করেন।—ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ১২/৫৬। (অনুবাদক)

১৫৪. বুখারি, ৩৫০৭; মুসলিম, ১১১।
এই কুফুরির হুকুম তখন আসবে, যখন কেউ এই বিষয়টি হারাম জানা সত্ত্বেও তা হালাল ভেবে নিজ পিতা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পিতা হিসেবে পরিচয় দিবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কুফুরি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিয়ামাতকে অস্বীকার করা।—ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৬/৬২৪। (অনুবাদক)

১৫৫. বুখারি, ৬৭৬৮; মুসলিম, ১১৩।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কীভাবে নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়?'

তিনি বললেন,

يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

"এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়। আবার সে অন্যের মাকে গালি দেয় ফলে সেও তার মাকে গালি দেয়। (এভাবে সে যেন নিজের পিতামাতাকেই গালি দিল বা অভিশাপ দিল।)"[১৫৬]

সন্তানকে কিছু দেওয়ার পর পিতার জন্য তা ফেরত নেওয়া বৈধ

১৪৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ

"কাউকে উপহার দেওয়ার পর তা ফেরত নেওয়ার বৈধতা নেই। তবে সন্তানকে-দেওয়া-উপহার বাবা ফেরত নিতে পারেন।"[১৫৭]

১৫০. আবদুল্লাহ ইবনু উমর এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করেন যে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيْهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ

"কোনও ব্যক্তি কাউকে উপহার দেওয়ার পর তা ফেরত নেওয়া বৈধ নয়। তবে পিতা তাঁর সন্তানকে-দেওয়া-উপহার ফেরত নিতে পারেন।"[১৫৮]

---

১৫৬. বুখারি, ৫৯৭৩; মুসলিম, ১৪৬।
১৫৭. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৬/৪৪৭।
১৫৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২৩৭; আবু দাউদ, ৩৫৩৯; তিরমিযি, ২১২৩; নাসাঈ, ৬/২৬৫; ইবনু মাজাহ, ২৩৭৭।

পিতামাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়

সন্তান তার নেক আমল অব্যাহত রাখবে

১৫১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার আমল করার সুযোগ শেষ হয়ে যায়। তবে তিন জিনিসের মধ্যস্থতায় (মৃত্যুর পরও) সে নেকি পেতে থাকে।

১. সদাকা জারিয়া বা চলমান সদাকা।

২. এমন জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়।

৩. (দুনিয়ায় রেখে যাওয়া) এমন নেকসন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।"[১৫৯]

১৫২. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১৫৯. মুসলিম, ১৬৩১; আবূ দাউদ, ২৮৮০; তিরমিযি, ১৩৭৬; নাসাঈ, ৬/২৫১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৩৭২।

سَبْعَةٌ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

"মৃত্যুর পরেও বান্দার জন্য কবরে নেকির ধারা জারি রাখে যে-সাতটি বিষয়—

১. কাউকে ইলম শিক্ষা দেওয়া।

২. নদী খনন করা।

৩. কূপ খনন করে দেওয়া।

৪. গাছ লাগানো।

৫. মাসজিদ নির্মাণ করা।

৬. কাউকে কুরআনের উত্তরাধিকার বানিয়ে দেওয়া।

৭. মৃত্যুর পর এমন নেকসন্তান রেখে যাওয়া, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[১৬০]

১৫৩. উসাইদ ইবনু আলি (রহিমাহুল্লাহ)-এর বাবা আবূ উসাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! মৃত্যুর পর আমার মাতাপিতার খেদমত করার কি কোনও সুযোগ আছে?' তিনি বললেন,

نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ : اَلدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ وَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا رَحِمَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا

"হ্যাঁ, চারটি বিষয় আছে—

১. তাদের জন্য কল্যাণের দুআ করা।

২. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

৪. যাদের সাথে কেবল পিতামাতার সম্পর্ক রয়েছে—কোনও ধরনের আত্মীয়তার বা অন্য কোনও প্রকারের সম্পর্ক নেই—তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"[১৬১]

---

১৬০. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৩৪৪৯; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/৩৪৪।

১৬১. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩৫; ইবনু আবী শাইবা, আল-আদাব, ১/১৫১, দঈফ।

১৫৪. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هٰذِهِ؟
فَيَقُوْلُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তখন সে বলবে, 'হে আল্লাহ! এটি আমার কোন আমলের বিনিময়ে হলো? উত্তরে তিনি বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার বিনিময়ে।"[১৬২]

১৫৫. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ
الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ

"জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উপহার হচ্ছে—তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। পরিবার-পরিজনদের দুআর কারণে আল্লাহ তাআলা কবরবাসীর নিকট পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো (নেকি) পৌঁছিয়ে দেন।"[১৬৩]

১৫৬. আমর তার বাবা শুআইব থেকে, শুআইব তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ أَنْ يَجْعَلَهَا لِوَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُوْنَ
لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهُمَا، وَيَكُوْنَ لَهُ مِثْلَ أُجُوْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُوْرِهِمَا شَيْئًا

"তোমাদের কেউ কাউকে দান-সদাকা করতে চাইলে নিজের পিতামাতার উদ্দেশ্যে দান-সদাকা করবে—এতে কোনও অসুবিধা নেই; যদি তারা মুসলিম হয়। এরকম করলে মাতাপিতাও সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং

---

১৬২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৫০৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২১৩।
১৬৩. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৮৫৫।

সন্তানও তাঁদের মতো সাওয়াব পাবে। কারও সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো ছাড়াই।”[১৬৪]

১৫৭. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘সা’দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন না। তাই তিনি একদিন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেলেন; কিন্তু তখন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতে পারিনি। এখন যদি আমি তাঁর নামে কোনোকিছু দান-সদাকা করি তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন?’ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হ্যাঁ, হবেন।’ তিনি বললেন, ‘আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার খেজুর বাগানটি আমার মায়ের নামে দান করে দিলাম।’[১৬৫]

১৫৮. সা’দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা মারা গেলে তিনি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে কোনোকিছু সদাকা করতে পারব?’ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হ্যাঁ, পারবে।’ তিনি বললেন, ‘কোন সদাকাটি সর্বোত্তম হবে?’ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘পানি সরবরাহ করা।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে মদীনায় সা’দ পরিবারের পানির নালাটি আমার মায়ের নামে দান করে দিলাম।’[১৬৬]

১৫৯. হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, সা’দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের প্রতি সদাচারী ছিলাম। তিনি মারা গেছেন। এখন যদি আমি তাঁর নামে দান-সদাকা বা গোলাম আযাদ করি তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন?’ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হ্যাঁ, হবেন।’ তখন তিনি বললেন, ‘আমাকে কোনোকিছু সদাকা করার নির্দেশনা দিন।’ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘মানুষের পানি পানের ব্যবস্থা করো।’ হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘তারপর সা’দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় দু’টো পানির নালার ব্যবস্থা করে দিলেন।’[১৬৭]

---

১৬৪. তাবারানি, আল-মুজামুল আওসাত, ৭৭২৬; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১১৮৯৩, দঈফ।

১৬৫. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১৬৩৩৭।

১৬৬. নাসাঈ, ৬/২৫৪-২৫৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৮৪-২৮৫।

১৬৭. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৪১; ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৯৩।

১৬০. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। এখন যদি আমি তাঁর নামে কোনোকিছু সদাকা করি তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, হবেন।' লোকটি বললেন, 'আমার একটি খেজুর বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে সেটি আমার মায়ের নামে সদাকা করে দিলাম।'[১৬৮]

১৬১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি ইন্তিকালের সময় কোনোকিছুর ওসিয়ত করে যাননি। এখন যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোনোকিছু সদাকা করি তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, হবেন।'[১৬৯]

১৬২. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমার মা মারা গেছেন। আমার প্রবল ধারণা, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে সদাকা করার নির্দেশ দিতেন। এখন যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোনোকিছু সদাকা করি তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, হবেন।'[১৭০]

১৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ

"যে-ব্যক্তি তার মৃত মা-বাবার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করবে বা তাদের কোনও ঋণ পরিশোধ করে দেবে, কিয়ামাতের দিন তাকে নেককার লোকদের সাথে উঠানো হবে।"[১৭১]

১৬৪. আবুল হাসান উকবারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার এক শাইখ আমাকে বলেছেন, 'তিনি স্বপ্নে দেখছেন যে, 'উকবারা' অঞ্চলের 'বানী ইয়াকতীন' নামক

---

১৬৮. তিরমিযি, ৬৬৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২৮৮২।

১৬৯. মুসলিম, ১৬৩০।

১৭০. বুখারি, ১৩৮৮; মুসলিম, ১০০৪।

১৭১. দারাকুতনি, আস-সুনান, ২৬০৮; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৭৮০০।

প্রসিদ্ধ কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন। তিনি দেখলেন, সব কবর আবরণমুক্ত হয়ে কবরবাসীরা বেরিয়ে এসেছে এবং নুয়ে নুয়ে সারা কবরস্থান জুড়ে কিছু একটা কুড়োচ্ছে। তারা কী কুড়োচ্ছিল আমি তা বলতে পারব না। এক ব্যক্তি সবার থেকে পৃথক হয়ে তার কবরের পাড়ে বসে আছে; কোনোকিছু কুড়োচ্ছে না। আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। আমি বললাম, 'আপনি নিজের জায়গাতেই বসে আছেন, অথচ এরা সবাই কত কিছু কুড়োচ্ছে!' তিনি আমাকে বললেন, 'এগুলো হচ্ছে তাদের-কাছে-পাঠানো মানুষের সাওয়াব। প্রত্যেক জুমুআর রাতে তাদের কাছে এগুলো পাঠানো হয়। তাদেরকে কবর থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হলে সবাই বেরিয়ে এসে এগুলো কুড়িয়ে নেয়।'

আমি বললাম, 'আপনি কেন কুড়োচ্ছেন না?' তিনি আমাকে বললেন, 'পৃথিবীতে আমার একজন নেককার সন্তান আছে। সে প্রতি জুমুআর রাতে আমার জন্য দু'রাকাআত সালাত আদায় করে। সেখানে সে পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে এর সাওয়াব আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই দু'রাকাআত সালাতের কারণে আমার আর মানুষের দেওয়া দান-সদাকার প্রয়োজন হয় না।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। এভাবেই কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আরেকদিন স্বপ্নে দেখি, আমি আবার সেই কবরস্থানের পাড় দিয়েই যাচ্ছি আর মানুষগুলো আগের মতোই সাওয়াব কুড়োচ্ছিল। আমি সেই লোকটির জায়গায় গিয়ে দেখি এবার তিনিও কুড়োচ্ছেন। আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেন কুড়োচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'যে-নেক সন্তানের কথা বলেছিলাম সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে। ফলে আমার কাছে তার পাঠানো হাদিয়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমারও মানুষের পাঠানো দান-সদাকার সাওয়াবের প্রয়োজন, তাই কুড়োচ্ছি।' এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম।'

মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভালো আচরণ করবে

১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'একবার হাজ্জের সফরে ইবনু উমরের পাশ দিয়ে এক বেদুঈন পথ অতিক্রম করছিল। তাকে দেখে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, 'আপনি অমুকের ছেলে অমুক না?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর ইবনু

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তার বাহন ক্লান্ত হওয়ার পর যে-গাধার ওপর সওয়ার হতেন সেই গাধাটি এবং নিজের পাগড়িটি সেই বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন।

ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সামনে এগুচ্ছেন। সে সময় আমাদের একজন তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজের সওয়ার-হওয়ার-গাধা ও মাথায় বাঁধার পাগড়ি সেই বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন? সে তো এক দিরহাম পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যেত।' উত্তরে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ: صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ

"পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে—সর্বোত্তম নেককাজ।"[১৭২]

১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, 'কোনও এক সফরে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পাশ দিয়ে এক বেদুঈন যাচ্ছিল। সেই বেদুঈনের বাবা ছিলেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্ধু। ইবনু উমর সেই বেদুঈনকে বললেন, 'আপনি অমুকের ছেলে না?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তখন ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সফরে থাকাকালেই তাঁর সওয়ার-হওয়ার-গাধাটি এবং মাথার পাগড়ি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।

এটি দেখে তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, 'আপনি তাকে এত কিছু দিলেন? তাকে দুই দিরহাম দিলেই তো যথেষ্ট ছিল।' তখন ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اِحْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ لَا تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئَ اللهُ نُورَكَ

"তুমি তোমার বাবার বন্ধুদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখো। তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। (সম্পর্কচ্ছেদ করলে) আল্লাহ তাআলা তোমার আলো নিভিয়ে দিবেন।"[১৭৩]

১৬৭. নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবূ বুরদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় এলে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সালাম বিনিময়ের

---

১৭২. মুসলিম, ২৫৫২; তিরমিযি, ১৯০৩; আবূ দাউদ, ৫১৪৩।

১৭৩. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৪০; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৮৬৩৩, দঈফ।

পর তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِصِلَتِهِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ

"সর্বোত্তম নেককাজের একটি হলো—বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে বাবার সাথে সদাচার করা।"

আমার বাবা আপনার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাই আপনার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে আমি আপনার প্রতি আমার আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালাম।' এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে এলেন।'[১৭৪]

১৬৮. আমরা ইতিপূর্বে আবূ উসাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস বর্ণনা করেছি। এক ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! পিতামাতার মৃত্যুর পরে কি তাদের প্রতি সদাচার করার মতো কিছু রয়েছে?' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ : وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

"হ্যাঁ, চারটি বিষয় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে—তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"[১৭৫]

১৬৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'যে-ব্যক্তি তাঁর বাবার মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতি সদাচার প্রদর্শন করতে চায়, সে যেন তাঁর বাবার বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।'[১৭৬]

পিতামাতার কবর যিয়ারত করবে

১৭০. বুরাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট

---

১৭৪. ইবনু আদি, আল-কামিল, ৮/৪০৬।

১৭৫. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/৪৯৮; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৯/২৬৮; ইবনু আবী শাইবা, আল-আদাব, ১/১৫১, দঈফ।

১৭৬. বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৩/৩৩।

অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ফলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো।'[১৭৭]

১৭১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছেন। তিনি নিজেও কেঁদেছেন, পার্শ্ববর্তী মানুষগুলোকেও কাঁদিয়েছেন।' এরপর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ

"আমি আমার রবের নিকট আমার মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতিও চেয়েছি। কিন্তু আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হয়নি।"[১৭৮]

১৭২. ফাদ্ল ইবনু মুওয়াফফাক (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, 'আমি সবসময় আমার বাবার কবর যিয়ারত করতাম। একদিন কোনও এক জানাযায় অংশগ্রহণ করার পর জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। ফলে সেদিন আর বাবার কবর যিয়ারতে যেতে পারিনি। সেই রাতে স্বপ্নে দেখি বাবা আমাকে বলছেন, 'হে আমার ছেলে! তুমি আজ কেন আসোনি?' আমি বললাম, 'বাবা! আপনি আমার সম্পর্কে খবর রাখেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি যখন আমার কাছে আসো আমি তোমার পথের দিকে চেয়ে থাকি। দেখি, তুমি সেই পুলটি পার হচ্ছো, এরপর আমার কাছে এসে অবস্থান করছো এবং একসময় এখান থেকে বিদায় নিচ্ছ। তোমার চলে যাওয়ার সময়ও আমি তাকিয়ে থাকি, যতক্ষণ না তুমি সেই পুলটি পার হয়ে যাও।'[১৭৯]

১৭৩. উসমান ইবনু সাওদা তফাবি (রহিমাহুল্লাহ)[১৮০] বর্ণনা করেন, 'আমার মা মুমূর্ষু অবস্থায় আসমানের দিকে দু'হাত তুলে বললেন,

يَا ذُخْرِيْ وَذَخِيْرَتِيْ، وَيَا مَنْ عَلَيْهِ اعْتِمَادِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَبَعْدَ مَوْتِيْ، لَا تَخْذُلْنِيْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا تُوْحِشْنِيْ فِيْ قَبْرِيْ

---

১৭৭. তিরমিযি, ১০৫৪।

১৭৮. মুসলিম, ৯৭৬, ১০৮; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৩২৩৪, নাসাঈ, ৪/৯০; ইবনু মাজাহ, ১/৫০১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৪৪১।

১৭৯. ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-মানারাত, ১৯; ইবনুল কাইয়্যিম, আর-রূহ, ১২।

১৮০. তাঁর মা ছিলেন একজন ইবাদাতগুজারী বান্দী। তাঁকে সবাই 'রাহিবাহ' নামে ডাকত।

"হে আমার ভাণ্ডার! আমার পুঁজি! হে ঐ সত্তা, জীবনে এবং মরণে যার প্রতি আমার পূর্ণ ভরসা! মৃত্যুর সময় আমাকে লাঞ্ছিত কোরো না এবং কবরে আমায় একাকিত্বে রেখো না।"

এই দুআ করার পর তিনি মারা যান। প্রতি জুমুআর রাতে আমি মায়ের কবর যিয়ারত করতাম। তার জন্য এবং সমস্ত কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। একরাতে আমি আমার মাকে স্বপ্নে দেখে বললাম, 'মা! আপনার কী অবস্থা?' তিনি বললেন, 'ছেলে আমার! মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন। আল্লাহর রহমতে খুব আনন্দের সাথেই আমি কবরের জীবন পার করছি। এখানে আমরা ফুলের বিছানায় ঘুমাই। আমাদের বালিশগুলো চিকন-মোটা রেশমি সুতো দিয়ে তৈরি। এভাবেই কিয়ামাত পর্যন্ত আমরা কাটিয়ে দেবো।'

আমি বললাম, 'আপনার কোনোকিছুর প্রয়োজন আছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। তুমি আমাদের কবর যিয়ারত করা এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কখনও ছেড়ে দিয়ো না। কারণ জুমুআর দিন তুমি তোমার পরিবার ছেড়ে আমার কবর যিয়ারতে আসার কারণে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। আমাকে বলা হয়, 'হে রাহিবাহ! তোমার ছেলে তার পরিবার রেখে তোমার কবর যিয়ারত করতে চলে এসেছে।' এটি শুনে আমি অনেক আনন্দিত হই। এর কারণে আমার আশে-পাশের মৃতব্যক্তিরাও আনন্দিত হয়।'[১৮১]

---

১৮১. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৩২৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৫২৮; ইবনু রজব হাম্বালি, আহওয়ালুল কুবূর, ৮৮।

চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব

পরিবারের জন্য খরচ করার সাওয়াব

১৭৪. আবূ মাসঊদ আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ

"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিবারের জন্য খরচ করা—সদাকা হিসেবে গণ্য হবে।"[১৮২]

১৭৫. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"আল্লাহর পথে খরচ করা দীনার, দাসমুক্তির জন্য খরচ করা দীনার, সদাকাকৃত দীনার এবং পরিবারের জন্য খরচ করা দীনার—এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হচ্ছে, যে-দীনার বা অর্থ-কড়ি পরিবারের জন্য খরচ করা হয়।"[১৮৩]

---

১৮২. বুখারি, ৫৫, ৪০০৬; মুসলিম, ১০০২; তিরমিযি, ১৯৬৫।

১৮৩. মুসলিম, ৯৯৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৫১।

১৭৬. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, تَصَدَّقُوا "তোমরা সদাকা করো।"

এক ব্যক্তি বলল, 'আমার কাছে একটি দীনার আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ "এটি তুমি নিজের জন্য খরচ কোরো।"

ওই ব্যক্তি বলল, 'আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ

"এটি তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কোরো।"

তারপর লোকটি বলল, 'আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ

"এটি তুমি তোমার সন্তানের জন্য খরচ কোরো।"

এরপর সে বলল, 'আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ

"এটি তোমার খাদিমের জন্য খরচ কোরো।"

এরপর সে বলল, 'আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَنْتَ أَبْصَرُ

"তুমিই ভালো বোঝো (কোথায় খরচ করতে হবে।)"[১৮৪]

---

১৮৪. আবূ দাউদ, ১৬৯১; ইবনু হিব্বান, ৩৩৩৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৫১; নাসাঈ, ২৫৩৫।

১৭৭. সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الدَّنَانِيْرِ: دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"তিন ধরনের অর্থ-কড়ি বা দীনার সর্বোত্তম—

১. পরিবারের জন্য খরচ করা দীনার,

২. পোষাপ্রাণীর জন্য খরচ করা দীনার,

৩. আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য খরচ করা দীনার।"[১৮৫]

১৭৮. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন,

إِنَّ صَدَقَتَكَ لَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমার সম্পদ থেকে দান-করা তোমার জন্য সদাকা। তোমার পরিবারের জন্য খরচ করা সদাকা এবং তোমার খাবার হতে তোমার স্ত্রী যা খায়, তা-ও তোমার জন্য সদাকা।"[১৮৬]

১৭৯. মা'দীকারিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

"তুমি নিজে যা খেয়েছ তা তোমার জন্য সদাকা। তোমার সন্তানকে যা খাইয়েছ, তা তোমার জন্য সদাকা। তোমার স্ত্রীকে যা খাইয়েছ, তা তোমার জন্য সদাকা এবং তোমার খাদিমকে যা খাইয়েছ, তা-ও তোমার জন্য সদাকা।"[১৮৭]

---

১৮৫. মুসলিম, ৯৯৪।

১৮৬. ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ, ২৩৫৫; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৫২০।

১৮৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১৩১; বাইহাকি, আস-সুনান, ৪/১৭৯; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/১২২।

বোন ও মেয়েসন্তানদের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান

১৮০. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘একমহিলা তার দুই মেয়েকে সাথে করে নিয়ে এসে আমার কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন একটি খেজুর ছাড়া তাকে দেওয়ার মতো আর কোনোকিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি সেই খেজুরটিই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা নিয়ে দুই টুকরো করে দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিল, নিজে কিছুই খেলো না। তারপরে সে তার দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। পরে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এলে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন,

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ

“যে-ব্যক্তিকে মেয়েসন্তান দান করে পরীক্ষা করা হয়, সে যদি তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করে, তাহলে সেই মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।”[১৮৮]

১৮১. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤَدِّبُهُنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ

“যে-ব্যক্তির তিনজন মেয়ে থাকবে এবং সে তাদেরকে উত্তম আচার-আচরণ শিখাবে, তাদের প্রতি দয়া করবে ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—অবশ্যই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।”

কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন মেয়ে থাকে?’ তিনি বললেন,

وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

“যদি দুইজন থাকে, তবুও।”[১৮৯]

---

১৮৮. বুখারি, ১৪১৮, ৫৯৯৫; মুসলিম, ২০২৭, ২৬২৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২১২; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৬৮৫।

১৮৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪২৪৭; হুসাইন ইবনু হারব, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ১৯০।

১৮২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

"যে-মুসলিম দুইজন মেয়েসন্তান লাভ করে অতঃপর তারা তার সাথে যতদিন থাকে তাদের প্রতি সদাচার করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে মেয়েসন্তান দু'জন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[১৯০]

১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا، دَخَلَ بِهِمَا الْجَنَّةَ

"যার দুইটি বোন আছে আর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে তাদের মাধ্যমে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৯১]

১৮৪. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يُؤْذِهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُورَ، أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ

"যে-ব্যক্তি মেয়েসন্তানের বাবা হওয়ার পর যদি তাকে কষ্ট না দেয়, তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং তার ওপর ছেলেসন্তানকে প্রাধান্য না দেয়, তাহলে এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১৯২]

১৮৫. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا

---

১৯০. হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৭৩৫১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২৩৫।

১৯১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১০৪; ইবনু মাজাহ, ৩৬৭০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/১৭৮।

১৯২. আবূ দাউদ, ৫১৪৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/১৭৭।

"যে-ব্যক্তির তিনজন মেয়ে বা তিনজন বোন আছে আর সে (তাদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের যথাযথ খেয়াল রাখে, সে জান্নাতে আমার সাথে এভাবে থাকবে।" একথা বলে তিনি তাঁর চার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।"[১১৩]

১৮৬. উকবা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ حِجَابًا لَهُ مِنَ النَّارِ

"যদি কারও তিনজন মেয়ে থাকে এবং সে তাদের (প্রতিপালনে) ধৈর্যধারণ করে ও তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করায়, তাহলে সেই মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।"[১১৪]

তালাকপ্রাপ্তা মেয়ের জন্য খরচ করার নেকি

১৮৭. সুরাকা ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন,

يَا سُرَاقَةُ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟

"হে সুরাকা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদাকার কথা বলে দেবো না?'

তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যাঁ। অবশ্যই।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اِبْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ

"তোমার মেয়ে (র জন্য খরচ করা) যে (তালাকপ্রাপ্তা হয়ে) তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তুমি ছাড়া যার অন্য কোনও উপার্জনকারী নেই।"[১১৫]

---

১১৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১২৫৯৩; ইবনু হিব্বান, ৪৪৭।

১১৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭৪০৩; ইবনু মাজাহ, ৩৬৬৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৬৮৮।

১১৫. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৮০; ইবনু মাজাহ, ৩৬৭।

খালার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব

১৮৮. আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা যখন মক্কা থেকে বিদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা 'চাচা! চাচা!' বলে ডাকতে ডাকতে আমাদের পেছনে দৌড়ে এল। আমি তার হাত ধরে কোলে তুলে নিলাম এবং ফাতিমার কাছে দিয়ে বললাম, 'এই নাও, তোমার চাচার মেয়ে।' এরপর আমরা যখন মদীনায় আসলাম তখন তার প্রতিপালন কে করবে—এই নিয়ে জা'ফর, যাইদ ইবনু হারিসা ও আমার মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। জা'ফর বললেন, 'সে আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা আসমা বিনতু উমাইস আমার স্ত্রী। সুতরাং আমিই তার প্রতিপালনের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি।' যাইদ ইবনু হারিসা বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। সুতরাং আমিই তাকে লালন-পালন করব।' আর আমি বললাম, 'আমি তাকে মক্কা থেকে নিয়ে এসেছি এবং সে আমার চাচার মেয়ে। সুতরাং তার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমিই অধিক উপযুক্ত।' তখন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সবার উদ্দেশ্যে বললেন,

أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَمَّا أَنْتَ فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ

"হে জা'ফর! তুমি চেহারা এবং চরিত্রে আমার মতো হয়েছ। আর (হে আলি!) তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে। আর যাইদ! তুমি আমাদের ভাই এবং বন্ধু। মেয়েটি তার খালার কাছেই থাকুক। কারণ খালা মায়ের মতোই।"[১৯৬]

১৮৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক বড়ো গুনাহ করে ফেলেছি। আমার জন্য কি তাওবার কোনও সুযোগ আছে?' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'তোমার মা-বাবা কি জীবিত আছেন?' সে বলল, 'না।' তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার খালা কি আছেন?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি তাঁর সেবা করতে থাকো।'[১৯৭]

---

১৯৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭৭০; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২২৮০; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ২২২৭।

১৯৭. তিরমিযি, ১৯০৮; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৫।

মেহমানকে সম্মান করার সাওয়াব

১৯০. আবূ শুরাইহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের ওপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানকে স্পেশাল যত্ন-আপ্যায়ন করা হবে একদিন-একরাত। এবং সাধারণ মেহমানদারি চলবে তিনদিন-তিনরাত। এরপরে যা হবে—তা সদাকা। তবে মেযবানকে কষ্ট দিয়ে তার নিকট অবস্থান করা মেহমানের জন্য হালাল নয়।"[১৯৮]

১৯১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।"[১৯৯]

১৯২. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে মেহমান হয়ে আসলে তিনি মেহমানদারির জন্য নিজের স্ত্রীদের কাছে খবর পাঠালেন। তারা জানালেন যে, 'আমাদের কাছে পানি ছাড়া দেওয়ার মতো আর কিছুই নেই।'

এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'কে আছ এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে আপ্যায়ন করাবে?'

তখন এক আনসারি সাহাবি (আবূ তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি।' এই বলে তিনি মেহমানকে তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেহমানকে সম্মান করো।'

---

১৯৮. বুখারি, ৬০১৯; মুসলিম, ৪৮।

১৯৯. বুখারি, ৬০১৯; মুসলিম, ৪৮।

স্ত্রী বললেন, 'বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে তো অন্য কিছুই নেই।'

সাহাবি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, 'তুমি খাবার প্রস্তুত করো এবং বাতি জ্বালাও আর বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

স্ত্রী তাঁর কথা মতো খাবার প্রস্তুত করলেন, বাতি জ্বালালেন এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। এরপর খাবার মেহমানের সামনে উপস্থিত করলেন। একসময় উঠে গিয়ে বাতি ঠিক করার বাহানায় বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনই খাওয়ার ভান ধরলেন এবং মেহমানকে বুঝালেন যে, তারাও তার সঙ্গে খাচ্ছেন।

এরপর তারা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন। সকালে যখন তিনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এলেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের গতরাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশি হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَـٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

"তারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফল।"[২০০]

১৯৩. আবূ জা'ফর দাইনাওয়ারি (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক ভাই ছিলেন। তিনি কোনও গ্রামে একদিন ও একরাতের বেশি সময় অবস্থান করতেন না। একবার তিনি এক এলাকায় গিয়ে না খেয়ে অসুস্থ অবস্থায় সাত দিন পড়ে রইলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না। এভাবেই একসময় তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। অষ্টম দিন সকালে এলাকার মানুষেরা দেখল অসুস্থ লোকটি মারা গেছে। তখন তারা তাঁকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে দাফন করতে গেল। চারপাশ থেকে আরও অনেক লোকজন তাঁর জানাযার সালাত পড়তে এল। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'আমরা শুনলাম, একজন জোরে আওয়াজে দিয়ে বলছে, 'আল্লাহর ওলির জানাযায় যদি অংশগ্রহণ করতে চাও তো অমুক গ্রামে যাও।'

জানাযা শেষে দাফনের কাজ সমাপ্ত হলো। পরদিন এলাকার মানুষ দেখল, তাঁর

---

২০০. সূরা হাশর, ৫৯ : ৯; বুখারি, ৩৭৯৮, ৪৮৮৯; মুসলিম, ২০৫৪।

কাফনের কাপড় ও কিছু সুগন্ধি জানাযার সালাতের জায়গায় পড়ে আছে। সাথে রয়েছে একটি চিঠি। সেখানে লেখা—'তোমাদের এই কাফনের কোনও প্রয়োজন নেই আমাদের। আল্লাহর এক ওলি তোমাদের এলাকায় সাতদিন অবস্থান করেছেন। তোমরা তাকে দেখতে আসোনি। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করোনি। তাকে পানাহারও করাওনি; এমনকি তার সাথে কেউ কথা পর্যন্ত বলোনি।'

ইমাম কাত্তানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই ঘটনার পরে সেই এলাকাবাসী সেখানে একটি মেহমানখানা নির্মাণ করেছিল।'

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রহিমাহুল্লাহ)-এর গোলাম বুদাইহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে একবার আমি সফরে গেলাম। একটি তাঁবুর পাশে আমরা যাত্রাবিরতি করি। তাঁবুর মালিক ছিলেন বানী উযরাহ গোত্রের লোক। এমন সময় এক বেদুঈন একটি উটনী নিয়ে আমাদের সামনে এসে বলল, 'একটি ছুরি দিন।' আমরা তাকে ছুরি দিই। সে উটনীটিকে জবাই করে বলল, 'এর থেকে আহার করুন।' দ্বিতীয় দিনও আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। উযরাহ গোত্রের সেই লোক এবার আরেকটি উটনী নিয়ে এসে আমাদের কাছে আবার ছুরি চাইল। আমরা বললাম, 'আমাদের কাছে গোশত আছে।' সে বলল, 'আমি থাকতে আপনারা বাসি খাবার কেন খাবেন? দেন, ছুরি দেন।'

তার কথা মতো আমরা তাকে ছুরি দিই। সে ওই উটনীটিকেও জবাই করে বলল, 'এখান থেকে আহার করুন।' তৃতীয় দিনও আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। দেখি, সেই লোক আবার আরেকটি উটনী নিয়ে এসেছে। আমাদের কাছে এসে আগের মতো ছুরি চাইল। আমরা বললাম, 'আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গোশত আছে।' সে বলল, 'আমি থাকতে আপনারা বাসি গোশত খাবেন! মনে হচ্ছে আপনারা কৃপণ। দেন, একটা ছুরি দেন।' ছুরি নিয়ে সে এই উটনীটিকেও জবাই করে দিয়ে বলল, 'এখান থেকে আহার করুন।'

পরের দিন আমরা সেখান থেকে রওনা হই। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রহিমাহুল্লাহ) তার গোলামকে বললেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে?' সে বলল, 'আমার কাছে এক টুকরো কাপড় ও চারশ দিরহাম আছে।'

তিনি বললেন, 'এগুলো নিয়ে উযরাহ্ গোত্রের লোকটির কাছে যাও।' গোলাম সেগুলো নিয়ে লোকটির তাঁবুর কাছে এল। সেখানে একজন মহিলাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এগুলো আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরের পক্ষ থেকে হাদিয়া।' মহিলা উত্তর দিল,

‘আমরা কারও থেকে মেহমানদারির বিনিময় নিই না।’ গোলাম ফিরে এসে আবদুল্লাহ ইবনু জা’ফর (রহিমাহুল্লাহ)-কে বিষয়টি জানাল। জবাবে তিনি বললেন, ‘তুমি আবার যাও। মহিলা এগুলো গ্রহণ করলে করবে নইলে দরজায় রেখে চলে আসবে।’

গোলাম আবার রওনা হলো। মহিলা তাকে বলল, ‘এগুলো নিয়ে ফিরে যান। আল্লাহ আপনাদের কল্যাণ করুন। আমরা কারও থেকে মেহমানদারির বিনিময় নিই না।’ এই কথা শুনে গোলাম সেগুলো দরজায় রেখে চলে এল।

তারপর আমরা অল্প দূর এগোই। হঠাৎ দেখি, খুব দ্রুত গতিতে একজন আমাদের দিকে আসছে। কাছে আসার পর দেখি উযরাহ গোত্রের সেই লোকটি। সে আমাদের দেওয়া কাপড়ের টুকরো ও থলে সাথে করে নিয়ে এসেছে। তারপর সে সেগুলো রেখে দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। আমরা তার ফিরে যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম, হয়তো একবারের জন্য হলেও সে ঘুরে দেখবে। কিন্তু না, সে অনেক দূরে চলে গেলেও পেছনে আর ফিরে তাকায়নি। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জা’ফর (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, ‘উযরাহ গোত্রের লোকটি দানশীলতায় আমাদেরকে হার মানাল।’[২০১]

১৯৫. এক ব্যক্তি হাতিম তাঈকে জিজ্ঞেস করল, ‘আরবে আপনার চেয়েও কি দানবীর আছে?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আরবের সবাই আমার চেয়ে বড়ো দানবীর।’ তারপর একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন—‘একরাতে আমি আরবের এক ইয়াতীম যুবকের মেহমান হলাম। তার ছিল একশ বকরি। সেখান থেকে সে আমার জন্য একটি বকরি জবাই করল। বকরির মগজ খেয়ে আমি বললাম, ‘এই মগজ তো বড়োই সুস্বাদু!’ পরে সেই যুবক একেক করে মগজ আনতেই থাকে। এক পর্যায়ে আমি বলতে বাধ্য হই, ‘আর লাগবে না, যথেষ্ট হয়েছে।’ সকালবেলা দেখি, সে একশ বকরিই জবাই করে ফেলেছে। একটাও বাদ রাখেনি। লোকটি এবার হাতিম তাঈকে বলল, ‘তারপর আপনি কী করলেন?’ হাতিম তাঈ বললেন, ‘যা কিছু-ই করি না কেন, সেই যুবকের কৃতজ্ঞতা আদায় করা কীভাবে সম্ভব! আমি তাকে আমার সেরা একশ উট হাদিয়া দিয়ে এসেছি।’[২০২]

---

২০১. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবু কুরাদ দইফ, ২৩; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ২৭/২৭৮-২৭৯।

২০২. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবু কুরাদ দইফি, ৩০; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৬১-২৬২।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব এবং তা ছিন্ন করার শাস্তি

১৯৬. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمْرِهِ، وَيُزَادَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"যে-ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার হায়াত বৃদ্ধি পাক ও রিয্ক প্রশস্ত হোক—সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দর রাখে।"[২০৩]

১৯৭. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِيْ أَجَلِهِ، وَالزِّيَادَةُ فِيْ رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"দীর্ঘায়ু ও প্রাচুর্যময়-জীবন যাকে খুশি করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[২০৪]

১৯৮. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعَظِّمَ اللهُ رِزْقَهُ، وَأَنْ يُمَدَّ فِيْ أَجَلِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"যে খুশি মনে চায় যে, আল্লাহ্ তার রিয্ক বৃদ্ধি করুন এবং তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন, সে যেন আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।"[২০৫]

১৯৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْا بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِيْ أَهْلِهِ، وَمَثْرَاةٌ فِيْ مَالِهِ، وَمَنْسَأَةٌ فِيْ أَجَلِهِ.

"তোমরা নিজ নিজ বংশধর সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নাও, যাতে

---

২০৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৩৪০১; উকাইলি, আদ-দুআফাউল কাবীর, ৪/১৮৯; ইবনু আবিদ দুনইয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২৪৪।

২০৪. হান্নাদ, আয-যুহদ, ১০০৭।

২০৫. আহমাদ, ১২৫৮৮; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, ৩০৭১; তাবারানি, আওসাত, ২৪১১।

তোমাদের রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারো। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা— নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরি করে এবং ধন-সম্পদ ও হায়াত বাড়িয়ে দেয়।”[২০৬]

২০০. আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمْرِهِ، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيْتَةَ السُّوْءِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“যে-ব্যক্তি আনন্দচিত্তে কামনা করে যে, তার বয়স বৃদ্ধি পাক, রিয্ক প্রশস্ত হোক এবং অপমৃত্যু না আসুক, সে যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”[২০৭]

২০১. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيْدَانِ فِي الْأَعْمَارِ

“সম্পর্কের বাঁধন সুদৃঢ় রাখা, উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করা—সমাজ টিকিয়ে রাখে এবং বয়স বৃদ্ধি করে।”[২০৮]

২০২. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ.

“পাঁচ শ্রেণির লোক জান্নাতে যাবে না—

১. মাদকাসক্ত।

২. জাদুর প্রতি বিশ্বাসী।

৩. সম্পর্কের বাঁধন ছিন্নকারী।

---

২০৬. তিরমিযি, ১৯৭৯; তাবারানি, কাবীর, ১৮/৯৮; ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৪/৭২।

২০৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১৫৬; মুনযিরি, তারগীব, ৩/৩০৪।

২০৮. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯৬৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৫২৫৯।

৪. জ্যোতিষী এবং

৫. খোঁটাদানকারী।"[২০৯]

২০৩. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلا يُقبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

"প্রতি জুমুআর রাতে মানুষের আমল আল্লাহ তাআলার নিকট উপস্থিত করা হয়। তখন আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারীর কোনও আমল গ্রহণ করা হয় না।"[২১০]

২০৪. ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর বাবা আবদুল্লাহ ইবনু কারিয (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, 'একদিন আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু কারিয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁকে দেখতে আসেন। সে সময় আবদুর রহমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, 'তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকুক। আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِيْ، فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ، وَمَنْ يَقْطَعْهَا أَقْطَعْهُ.

"আমি রহমান। আত্মীয়তার সম্পর্ক (রহিম)-কে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম হতেই এর নামকরণ করেছি (অর্থাৎ রহমান থেকে রহিম)। যে-ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে এই সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।"[২১১]

২০৫. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ، قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ، وَقَالَتْ: هٰذَا

---

২০৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮২০৭।

২১০. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬১।

২১১. তিরমিযি, ১৯০৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২০৫।

مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اِقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ.

"আল্লাহ তাআলা যখন সবকিছু সৃষ্টি করলেন তখন 'রহিম' (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরে বলল, 'আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারী থেকে আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান এটি।' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, "যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব—এতে কি তুমি খুশি নও?"

এরপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইচ্ছে হলে তোমরা (কুরআনের এই আয়াত) পড়ো–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তাআলা এসব লোকের ওপর লানত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন।"[২১২]

২০৬. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ، مَنْ وَّصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُّهُ.

'রহিম' (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) আমার 'রহমান' নামের অংশ। যে-ব্যক্তি এই সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব।"[২১৩]

---

২১২. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২২-২৩; বুখারি, ৫৯৮৭, ৫৯৮৮; মুসলিম, ২৫৫৪।
২১৩. আবূ দাউদ, ৪৯৪১; তিরমিযি, ১৯২৪।

২০৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ، تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلِقٍ، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا.

"কিয়ামাতের দিন 'রহিম' (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) উপস্থিত হবে। চরকায় সুতা কাটার শলাকার মতো তার থাকবে সূক্ষ্ম একটি লোহার শলাকা। সাবলীল ভাষায় অনর্গল কথা বলবে সে। তার সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখবে সে-ও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে-ও তার সাথে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করবে।"[২১৪]

২০৮. সাঈদ ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ هٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"রহিম (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) রহমান নামের অংশ। যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।"[২১৫]

২০৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا.

"রহিম (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) রহমানের অংশ। রহমানের আঁচল ধরে থাকবে সে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।"[২১৬]

---

২১৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১১/৪৫; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৬৯৫০।

২১৫. তিরমিযি, ১৯২৪।

২১৬. হাইসামি, ১৩৪৪১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩২১।

২১০. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، فَقَالَ اللّٰهُ لَهَا: مَنْ وَّصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ.

"রহিম (বা আত্মীয়তার সম্পর্ক) হলো রহমান নামের অংশ। তা রয়েছে আরশের সাথে ঝুলন্ত। আল্লাহ তাকে বলেছেন, 'যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।"[২১৭]

২১১. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُوْلُ : مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ.

"রহিম (বা রক্তের সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলেছে, 'যে আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আল্লাহও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।"[২১৮]

২১২. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ، تَقُوْلُ: يَا رَبِّ ظُلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّيْ قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّيْ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيُجِيْبُهَا أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، وَأَصِلَ مَنْ وَّصَلَكِ.

"রহিম (বা রক্তের সম্পর্ক) রহমানের অংশ। সে বলে, 'হে আমার রব! আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আমাকে ছিন্ন করা হবে। হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ তাআলা উত্তর দেন, 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখব—তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও?"[২১৯]

---

২১৭. বুখারি, ৫৯৮৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৮১৫।

২১৮. বুখারি, ৫৯৮৯, মুসলিম, ২৫৫৫।

২১৯. আবূ দাউদ তয়ালিসি, আল-মুসনাদ, ২১৬৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৩৮৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১৫৭।

২১৩. আবূ বাকরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ.

"আল্লাহ তাআলা পাপীকে যেসব পাপের কারণে পার্থিব জগতেই শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন তার অন্যতম হলো—আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না রাখা এবং বিদ্রোহ করা।"[২২০]

২১৪. আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'যে-সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারী থাকে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।'[২২১]

২১৫. আবূ বাকরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا خَلَا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"সব অপরাধের শাস্তি প্রদানে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কিয়ামাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির শাস্তি আল্লাহ কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।"[২২২]

২১৬. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২২৩]

---

২২০. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২৯; আবূ দাউদ, ৪৯০২; তিরমিযি, ২৫১১।

২২১. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৩; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯৬২।

২২২. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৫০৫।

২২৩. বুখারি, ৫৯৮৪; মুসলিম, ২৫৫৬; আহমাদ, ৪/২৮০।

২১৭. যুরারাহ ইবনু আওফা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করলে লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায়। আমিও তাদের সাথে তাঁকে দেখতে যাই। আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি—এ চেহারা কোনও মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো-

أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"(হে লোকসকল!) তোমরা সালামের প্রচলন ঘটাও, মানুষকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কোরো। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"'[২২৪]

২১৮. দুররাহ বিনতু আবী লাহাব (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম মানুষ কে?' আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন,

خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ، وَأَتْقَاهُمْ، وَآمِرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

"সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি—যে কুরআন তিলাওয়াতে সেরা, সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারেও সবচেয়ে বেশি সচেতন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী।"[২২৫]

২১৯. আবূ উমামাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

اُكْفُلُوْا لِيْ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ

---

২২৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৪৫১; ইবনু মাজাহ, ১৩৩৪, ৩২৫১।

২২৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৭৪৩৪; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩১৬৬।

فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ.

"তোমরা ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব নাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিবো।

১. কথা বলার সময় কেউ যেন মিথ্যা না বলে।

২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে।

৩. আমানতের খিয়ানত না করে।

৪. দৃষ্টি অবনত রাখে।

৫. লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[২২৬]

২২০. আবূ বাকরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ذَنْبَانِ لَا يُغْفَرَانِ: اَلْبَغْيُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ.

'দু'টো গুনাহ ক্ষমা করা হয় না—বিদ্রোহ করা এবং সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন করা।'[২২৭]

২২১. আবূ আইয়ূব আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "চলতিপথে এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন,

تَعْبُدُ اللهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الْأَرْحَامَ.

"তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো।"[২২৮]

---

২২৬. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩০৪; খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৭/৩৯২।

২২৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৩৬।

২২৮. বুখারি, ৫৯৮২, ৫৯৮৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৪১৭।

২২২. সিরাজ ইবনু মাজ্জাআ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার দাদা আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করেন, 'উত্তম আচরণ পাওয়ার ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য?' উত্তরে তিনি বলেন,

أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ...

"তোমার মা, এরপর তোমার বাবা, তোমার বোন, তোমার ভাই। তারপর ক্রমান্বয়ে (আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে) যারা সবচেয়ে কাছের...।"[২২৯]

২২৩. উসামা ইবনু শারীক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'বিদায় হাজ্জে আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ وَأَدْنَاكَ.

"সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগণ্য—তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, তোমার ভাই এবং ক্রমান্বয়ে তোমার অন্যান্য নিকটাত্মীয়-স্বজন।"[২৩০]

২২৪. আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন,

لَا يُجَالِسُنَا الْعَشِيَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

"এই সন্ধ্যায় আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারী যেন আমাদের সাথে না বসে।"

তখন মজলিস থেকে এক যুবক বেরিয়ে যায়। গিয়ে তার খালার সাথে দেখা করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারপর যুবকটি ফিরে এসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিসে বসে। তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

"কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারী থাকলে তাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না।"[২৩১]

---

২২৯. বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৪/১৭৯; ইবনু হিব্বান, ১/৪০২।

২৩০. মুসলিম, ২৫৪৮।

২৩১. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৩।

২২৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু সামুরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন, "আমি রাতে আশ্চর্যজনক একটা দৃশ্য দেখলাম।" সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেটা, ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন,

رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِيْ يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يُكَلِّمُوْنَهُ، فَجَاءَتْهُ صِلَتُهُ لِلرَّحِمِ، فَقَالَتْ: يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَلِّمُوْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ وَاصِلًا لِلرَّحِمِ، فَكَلَّمُوْهُ، وَصَافَحُوْهُ.

"আমার উম্মাতের এক ব্যক্তি সবার সাথে কথা বলছে কিন্তু তাদের কেউ তার সাথে কথা বলছে না। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক এসে বলল, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তার সাথে কথা বলো। কারণ সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিল। অতঃপর তারা তার সাথে কথা বলল এবং মুসাফাহা করল।"[২৩২]

২২৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) আলোচনা করার সময় বলতেন, 'মজলিস থেকে আত্মীয়তার-বন্ধন-ছিন্নকারী চলে গেলে আমরা আলোচনা শুরু করব। কারণ আমরা নিজেদের প্রভুর আলোচনা করব, তাঁর নিকট দুআ করব। আর আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারীর জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না।'[২৩৩]

২২৭. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيُطَوِّلَانِ الأَعْمَارَ، وَيُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ، وَيُثْرِيَانِ الْأَمْوَالَ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ فُجَّارًا، وَإِنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيُخَفِّفَانِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা—আয়ু বৃদ্ধি করে, সমাজ টিকিয়ে রাখে এবং ধন-সম্পদে বৃদ্ধি ঘটায়। যদিও মানুষ পাপাচারী হয়। এছাড়া এটি কিয়ামাত দিনের হিসাবও সহজ করে দেয়।"[২৩৪]

২২৮. আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান তাঁর বাবা আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন–'যে-ব্যক্তি রাতভর সালাত আদায় করে

---

২৩২. সাখাবি, আল-কওলুল বাদী', ১৩১; তাজুদ্দীন সুবকি, তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ১/১৬৩।

২৩৩. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৫৯২; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি', ২০২৪২।

২৩৪. সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৩৩৪৭, দঈফ।

এবং দিনে সিয়াম পালন করে, কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নেওয়া হবে।'[২৩৫]

২২৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "একদিন আমি উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে ছিলাম। জনসাধারণের রেজিস্ট্রার দেখছিলেন তিনি। তখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অন্ধ ল্যাংড়া বয়স্ক এক ব্যক্তি। খুব কষ্টে নিজের পা টেনে নিচ্ছিল সে। তাকে দেখার পর উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আজকের মতো মন্দ দৃশ্য নজরে পড়েনি।' সে সময় উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তাকে চিনেন?' তিনি বলেন, 'না।' লোকটি বলেন, 'এই ব্যক্তি হলো ইবনু সাবগা বাহযি। যাকে বারীক অভিশাপ দিয়েছে। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি তো জানি বারীক হলো উপনাম। তার আসল নাম কী?' উপস্থিত লোকেরা বলেন, 'তার নাম ইয়ায।' তিনি বলেন, 'ইয়াযকে ডাকো।' তারপর তাকে ডেকে আনা হয়। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তোমার এবং বানী সাবগা-এর ঘটনা শোনাও।'

ইয়ায বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! জাহিলি যুগের ঘটনা; যা হওয়ার হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামাত দান করেছেন।' উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহ ক্ষমা করুন। ইসলামের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করার পর জাহিলি যুগের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা অনুচিত; তবুও তোমার ও তাদের ঘটনাটি বলো।'

তিনি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! বানী সাবগা'র সদস্য ছিল দশজন। আমি ছিলাম তাদের চাচাতো ভাই। আমি ছাড়া আমার বাবার বংশের কেউ জীবিত ছিল না। আমি ছিলাম তাদের প্রতিবেশী। বংশীয়ভাবে তারা ছিল আমার অতি নিকটবর্তী। তারা আমার সাথে অসদ্ব্যবহার করত। অন্যায়ভাবে আমার ধন-সম্পদ নিয়ে নিত। আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার, আত্মীয়তার ও প্রতিবেশীর দোহাই দিতাম; যেন তারা আমাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু এগুলোর কিছুই কাজে আসেনি। তারা কিছুই পরোয়া করে না। তারপর আমি মুহাররম মাস আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিই। এ মাসে আকাশের দিকে হাত তুলে বলি–'হে আল্লাহ! অতি কষ্ট নিয়ে আপনার কাছে আবদার করছি, একজন বাদে বানী সাবগা'র সবাইকে হত্যা করুন। তারপর সেই একজনকে ল্যাংড়া করে অন্ধ বানিয়ে রাখুন। (যাতে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারে।)'

---

২৩৫. তাবারি, তাহযীবুল আসার, ২১০।

অতঃপর এক বছরের মধ্যেই একে একে নয় জন মারা যায়। আর এই লোকটি জীবিত থাকে। সে অন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা তার উভয় পা অবশ করে দেন।'

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এ-তো বড়োই আশ্চর্যের ব্যাপার।'

তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন, 'আবূ তাকাসুফ হুযালির ঘটনা তো এর চেয়ে আশ্চর্যজনক।'

তিনি বলেন, 'তার ঘটনা কী?'

লোকটি বলেন, "আবূ তাকাসুফ ছিল স্বগোত্রের দশম ব্যক্তি। বানী সাবগা'র ইয়াযের মতো তারও ছিল এক চাচাতো ভাই। তারাও তার সাথে অবিচার ও অসদ্ব্যবহার করত। অন্যায়ভাবে তাঁর ধন-সম্পদ নিয়ে নিত। সে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার, আত্মীয়তার ও প্রতিবেশীর দোহাই দিত যেন তারা তাঁকে মুক্তি দেয়। কিন্তু এগুলোর কিছুই তাদেরকে স্পর্শও করত না। তারপর মুহাররম মাস আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয় সে। এ মাসে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে–

'প্রত্যেক নিরাপদ ও শঙ্কিত ব্যক্তির হে দয়াময় প্রভু! প্রত্যেক আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী হে মহামহিম প্রতিপালক! আবূ তাকাসুফ খুনায়ী আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার দেয়নি। তার সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জন এবং গোলামদেরকে 'কিরান' নামক জায়গায় একত্রে ধ্বংস করে দিন।'

এরপর একদিন ঠিক ওই জায়গায় একটি কূপ মেরামত করতে আবূ তাকাসুফের ঘনিষ্ঠজন যারা ছিল সবাই তাতে অবতরণ করে। হঠাৎ এটি তাদের ওপর ধ্বসে পড়ে। আর ওটাই তাদের জন্য তাদের কবরে পরিণত হয়।

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ-তো আরও আশ্চর্যের কথা।'

সে সময় উপস্থিত আরেক ব্যক্তি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! বানী নাসর গোত্রের বানীল মুআম্মাল-এর ঘটনা এগুলোর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক।'

তিনি এর উত্তরে বলেন, 'বানীল মুআম্মাল-এর কী হয়েছিল?'

লোকটি জানাল, 'বানী নাসর ইবনি মুআবিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পদের মালিক হয়। তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে সে গিয়ে আশ্রয় নেয় তাদের শাখা গোত্র বানীল মুআম্মাল-এর কাছে। তারা তার প্রতি অবিচার করে এবং তার সাথে খুবই বাজে আচরণ করে। অন্যায়ভাবে তার সমস্ত ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়। একদিন

লোকটি বলল, 'হে বানীল মুআম্মাল! অন্যদের কাছে না গিয়ে আমি তোমাদেরকে ভালো মনে করেছি। তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিবে ভেবে আমার জান ও মাল নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এখন তোমরাই আমার প্রতি অবিচার করছো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করছো এবং প্রতিবেশী হিসেবে আমার সাথে মন্দ আচরণ করছো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর, আত্মীয়তার এবং প্রতিবেশীর দোহাই দিচ্ছি তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দাও।'

তখন রিয়াহ্ নামক এক ব্যক্তি বলল, 'হে বানীল মুআম্মাল! আল্লাহর শপথ! তোমাদের চাচাতো ভাই ঠিক বলেছে। আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তার সাথে রয়েছে তোমাদের আত্মীয়তা ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক। অন্যদের কাছে না গিয়ে সে তোমাদেরকে নির্বাচন করেছে।'

তার কথায় কেউ বিরত থাকেনি। তারপর সে তাদেরকে অবকাশ দেয়। মুহাররম মাসে সবাই উমরা করতে রওনা হয়। সে তাদের থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দুআ করে, 'হে আল্লাহ! বানীল মুআম্মালকে ধ্বংস করুন। বিশাল পাথর কিংবা বিরাট সৈন্যবাহিনী তাদের ওপর চড়াও করুন। রিয়াহ্ নামক লোকটি ব্যতীত, কারণ সে কিছুই করেনি।'

ওদিকে বানীল মুআম্মাল একটি পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রাবিরতি করে। তখন আল্লাহ তাআলা পাহাড় থেকে বিশাল পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করেন তাদের ওপর। ফলে রিয়াহ্ ও অন্য ক'জন ছাড়া বাকিরা এক ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে যায়।

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার। তোমরা কি জানো কেন এমন হলো?'

উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আমিরুল মুমিনীন ভালো জানেন।'

তখন তিনি বললেন, 'আমি জানি কেন এমন হলো। জাহিলি যুগে মানুষ জ্ঞান না থাকার কারণে জান্নাত কামনা করত না। জাহান্নামকেও ভয় করত না। পুনরুত্থান ও কিয়ামাত দিবস কিছুই বুঝত না। তাই আল্লাহ তাআলা জালিমকে শায়েস্তা করার দ্বারা মজলুম ব্যক্তির দুআ কবুল করতেন, যেন একজন থেকে অন্যকে রক্ষা করতে পারেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে পরকালের কথা জানালেন। জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামাত এবং পুনরুত্থান দিবসের কথা অবগত করালেন। যখন তারা তা জানতে পারল। তখন তিনি বললেন, "বরং কিয়ামাতের দিন তাদের প্রতিশ্রুত সময়

এবং কিয়ামাত অত্যন্ত কঠিন ও অতীব তিক্ত সময়।”[২৩৬] তাই বর্তমানে তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়ে সুযোগ দেওয়া হয়, সবকিছু ওই দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়।’”[২৩৭]

আত্মীয়কে সদাকা করার পুরস্কার

২৩০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী যায়নাব (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘একদিন মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.

“তোমরা সদাকা করো; তোমাদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো।”

যায়নাব (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, “আবদুল্লাহ ছিলেন অতি দরিদ্র, আমি তাঁকে বলি—আমার সদাকা আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভাতিজাদেরকে দেওয়ার সুযোগ আছে কি? আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘তুমি এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করো।’

তখন আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসি। এসে দেখি তাঁর দরজায় যায়নাব নামের আরও একজন আনসারি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমি যে-ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছি তিনিও সে-ব্যাপারেই প্রশ্ন করবেন। আমাদের কাছে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) আসলে আমরা তাঁকে বললাম, ‘আপনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলার প্রয়োজন নেই।’

তিনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কারা?’ বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘যায়নাব।’

তিনি বলেন, ‘কোন যায়নাব?’

বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ-এর স্ত্রী যায়নাব এবং আনসারি যায়নাব।’

---

২৩৬. সূরা কমার, ৫৪ : ৪৬।
২৩৭. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবু মুজাবুদ দাওয়াহ, ২২; ইবনু ইসহাক, আস-সীরাহ, ২৯-৩১।

তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَ أَجْرُ الصَّدَقَةِ

'হ্যাঁ, তাদের জন্য দুই (গুণ) সাওয়াব হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব এবং দান করার সাওয়াব।"[২৩৮]

২৩১. সালমান ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلٰى ذِي الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ.

"হতদরিদ্রকে সদাকা করার সাওয়াব এক গুণ। আর নিকটাত্মীয়কে সদাকা করার সাওয়াব দ্বিগুণ—সদাকা করার সাওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব।"[২৩৯]

২৩২. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি আমার এক দাসীকে আযাদ করে দিলাম। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে আসার পর বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি বললেন,

آجَرَكِ اللهُ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.

"আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। তবে তুমি যদি তা তোমার কোনও নিকটাত্মীয়কে দিয়ে দিতে তাহলে সাওয়াব আরও বেশি হতো।"[২৪০]

২৩৩. সালমান ইবনু আমির দব্বি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

صَدَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى قَرَابَتِهِ : صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ.

"নিকটাত্মীয়কে সদাকা করলে দান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা দু'টোই হয়।"[২৪১] (তাই সাওয়াবও হয় দ্বিগুণ)।

---

২৩৮. বুখারি, ১৪৬৬; মুসলিম, ১০০০।

২৩৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২১৪; তিরমিযি, ৭৫৮; ইবনু মাজাহ, ১৮৪৪।

২৪০. বুখারি, ২৫৯২; মুসলিম, ৯৯৯।

২৪১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২১৪।

২৩৪. সালমান ইবনু আমির দব্বি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ.

"মিসকীনকে সদাকা করলে শুধু সদাকা করার সাওয়াব হয়। আর আত্মীয়কে সদাকা করলে দুইটি সাওয়াব হয়—সদাকার সাওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সাওয়াব।"[২৪২]

২৩৫. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মদীনার আনসারিদের মধ্যে আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মাসজিদে নববির নিকটবর্তী 'বাইরুহা' নামক বাগানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

"তোমরা নিজেদের পছন্দের বস্তু-সামগ্রী দান না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।"[২৪৩]

তখন আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! বাইরুহা বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদাকা করলাম।'

আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন,

أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ.

"আমি মনে করি, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তা বন্টন করে দাও।"[২৪৪]

---

২৪২. তিরমিযি, ৬৫৮; নাসাঈ, ২৫৮২।
২৪৩. সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৯২।
২৪৪. বুখারি, ১৪৬১; মুসলিম, ২৩৬২।

সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুফল

২৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

"আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে সম্পর্কিত। সে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে সম্পর্ক বজায় রাখে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সে, কেউ যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা বজায় রাখে।"[২৪৫]

২৩৭. আমর ইবনু শুআইব (রহিমাহুল্লাহ)-এর পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তারা সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন করে। আমি তাদেরকে ক্ষমা করি, কিন্তু তারা অবিচার কারে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা অসদ্ব্যবহার করে। আমি কি তাদের সাথে তাদের মতোই আচরণ করব?' রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَا إِذَنْ تَتْرُكُوْنَ جَمِيْعًا، وَلَكِنْ جُدْ بِالْفَضْلِ، وَصِلْهُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيْرٌ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ.

"না, তাহলে তো তুমি সবাইকে পরিত্যাগ করলে। বরং তুমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং সম্পর্ক বজায় রাখো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তাদের মোকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন।"[২৪৬]

২৩৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তারা সম্পর্ক

---

২৪৫. বুখারি, ৫৯৯১, তিরমিযি, ১৯০৮।

২৪৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/১৮১; হান্নাদ, আয-যুহদ, ২/৪৯২।

ছিন্ন করে। আমি তাদের উপকার করি, আর তারা আমার ক্ষতি করে। তারা আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করে, আমি তা সহ্য করি।' তিনি বললেন,

إِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُوْلُ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ.

"তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তাদের মোকাবিলায় তোমার সঙ্গ দিবে।"[২৪৭]

২৩৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ بُنْيَانُهُ، وَيُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ، وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَلْيَعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ، وَلْيَحْلُمْ عَنْ مَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ.

"যে-ব্যক্তি সুরম্য প্রাসাদ কামনা করে এবং চায় কিয়ামাতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার-সম্পর্ক-ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। যে তাকে বঞ্চিত করে, সে যেন তাকে দান করে এবং যে তার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, সে যেন তাকে ক্ষমা করে। আর যে তার সাথে মূর্খ আচরণ করে, সে যেন তা সহ্য করে।"[২৪৮]

শত্রুতা পোষণ করে এমন আত্মীয়কে দান করার সাওয়াব

২৪০. আবূ আইয়ূব আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ : اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

"সর্বোত্তম সদাকা হলো—শত্রুতা পোষণ করে এমন আত্মীয়কে দান করা।"[২৪৯]

---

২৪৭. মুসলিম, ২৫৫৮, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭৯৩২।
২৪৮. খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৪/৪১০; ইবনু আদি, আল-কামিল, ১/১১০।
২৪৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৪১৬; তাবারানি, কাবীর, ৪/১৬৫।

ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘শত্রুতা পোষণকারী ও বিদ্বেষভাজন আত্মীয়দেরকে দান করার পেছনে ফযীলত থাকার কারণ হলো, এতে নফসের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কারণ নফস এরকম আত্মীয়দেরকে দান-সদাকা করতে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

মুশরিক আত্মীয়ের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা

২৪১. আসমা বিনতু আবী বকর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘(হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার মা—যিনি ইসলাম-বিদ্বেষী ও কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিলেন—সদাচার পাওয়ার আশায় আমার নিকট আসেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। অথচ তিনি ইসলাম-বিদ্বেষী মুশরিক! আমি কি তার সাথে ভালো আচরণ করব?’

তিনি বললেন, صِلِيْهَا “হ্যাঁ। তুমি তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।”[২৫০]

২৪২. আসমা বিনতু আবী বকর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘আমার মা আমার কাছে আসেন যখন কুরাইশদের সাথে সন্ধি বলবৎ ছিল আর তখন তিনি মুশরিক ছিলেন।’ ফলে আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে আশা নিয়ে এসেছেন। আমি কি তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব?’

উত্তরে তিনি বললেন, نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ “হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।”[২৫১]

২৪৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, “একদিন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এক জোড়া রেশমি ডোরাদার কাপড় বিক্রি হতে দেখলেন। এরপর তিনি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা ক্রয় করুন। জুমুআর দিন এবং আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করবেন।’

---

২৫০. বুখারি, ২৬২০, ৩১৮৩; মুসলিম, ১০০৩।

২৫১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/৩৪৩; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৯৯৩২, ১৯৪৩০।

তিনি বললেন,

إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

"এটা সে-ই পরতে পারে যার জন্য কল্যাণের কোনও অংশ নেই।"

একবার রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ জাতীয় কারুকার্য-খচিত কিছু কাপড় আসলে তিনি তা থেকে এক জোড়া কাপড় উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন নবিজির নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি এটা কীভাবে পরব? অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলার তা বলেছেন।'

উত্তরে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنِّيْ لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيْعُهَا أَوْ تَكْسُوْهَا.

"আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দিইনি, বরং এজন্য দিয়েছি—তুমি ওটা বিক্রি করে দেবে অথবা অন্যকে পরতে দেবে।"

তখন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় তার ভাইয়ের কাছে এটি পাঠিয়ে দেন, যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।"[২৫২]

---

২৫২. বুখারি, ৮৮৬, ৫৮৪১; মুসলিম, ২০৬৮।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানের হক

এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের হক

২৪৪. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ.

"এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক রয়েছে—

১. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া।

২. হাঁচিদাতা আলহামদু-লিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

৩. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া।

৪. জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং

৫. দাওয়াত কবুল করা।"[২৫৩]

অন্য বর্ণনায় আরেকটু বেশি রয়েছে, 'যখন সে পরামর্শ চায় তখন তাকে সুপরামর্শ দেওয়া।'[২৫৪]

---

২৫৩. বুখারি, ১২৪০।

২৫৪. মুসলিম, ২১৬২।

২৪৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ.

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়েও যাবে না।[২৫৫]...

এবং রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনদিনের বেশি কোনও মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন।"[২৫৬]

২৪৬. আবূ মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: أَنْ يُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُوْدَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ.

"এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রয়েছে চারটি হক—

১. দাওয়াত কবুল করা।

২. হাঁচিদাতা আলহামদু-লিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

৩. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং

৪. মারা গেলে জানাযায় উপস্থিত হওয়া।"[২৫৭]

২৪৭. আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ إِذَا تُوُفِّيَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের রয়েছে ছয়টি অধিকার—

১. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া।

---

২৫৫. মুসলিম, ২৫২৬; আবূ দাউদ, ৪৮৮২।

২৫৬. বুখারি, ২৪৪২; মুসলিম, ২৫৮০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৬৮।

২৫৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৮৩৭; তাবারানি, কাবীর, ১৭/২৬৭।

২. হাঁচি দিয়ে আলহামদু-লিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

৩. দাওয়াত দিলে কবুল করা।

৪. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।

৫. মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং

৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার জন্যও তা পছন্দ করা।"[২৫৮]

২৪৮. জা'ফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একদিনের পরিচয়ে হয় বন্ধুত্ব। এক মাসের পরিচয়ে হয় অন্তরঙ্গতা। আর এক বছরের পরিচয়ে তৈরি হয় রক্তের সম্পর্ক। যে এই সম্পর্ক অটুট রাখে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখেন। আর যে এই সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।'[২৫৯]

প্রতিবেশীর হক ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব

২৪৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِيْ جَارَهُ.

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর এবং কিয়ামাত দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২৬০]

২৫০. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، لَا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ.

"আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়।"

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি?'

---

২৫৮. তিরমিযি, ২৭৩৬; ইবনু মাজাহ, ১৪৩৩; আহমাদ, ১/৮৮-৮৯।

২৫৯. আবূ আবদির রহমান সুলামি, আদাবুস-সোহবাহ, ১৬৮।

২৬০. বুখারি, ৬০১৮, ৬১৩৬; মুসলিম, ৪৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৬৭।

তিনি বলেন,

اَلْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"যে-লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।"[২৬১]

২৫১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, কেউ পরিপূর্ণ মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না তার অন্তর ও জিহ্বা সংযত থাকে। আর কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।"

ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'অনিষ্ট কী?' তিনি বলেন, غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ "অন্যায় ও অত্যাচার।"[২৬২]

২৫২. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ، حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"জিবরীল (আলাইহিস সালাম) প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে এত বেশি উপদেশ দিতেন যে, আমার মনে হতো তিনি তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।"[২৬৩]

২৫৩. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের কাকে আমি হাদিয়া দেবো? তিনি বললেন,

بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

---

২৬১. বুখারি, ৬০১৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫৯৩৫, ২৬৬২।

২৬২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩৮৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১৬৪।

২৬৩. বুখারি, ৬০১৪; মুসলিম, ২৬২৪।

"এ দু'জনের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশি নিকটে।"[২৬৪]

২৫৪. আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا، فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ، أَوِ اقْسِمْ بَيْنَ جِيْرَانِكَ.

"হে আবূ যার! তুমি তরকারি রান্না করলে তাতে ঝোল বাড়িয়ে দিয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রেখো অথবা তিনি বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীদেরকেও (তার একটি অংশ) পাঠিয়ে দিয়ো।"[২৬৫]

২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

"সে ব্যক্তি মুমিন নয়—যে নিজে পরিতৃপ্ত থাকে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী থাকে ক্ষুধার্ত।"[২৬৬]

২৫৬. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলা হলো—'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা রাতভর সালাতে মগ্ন থাকে এবং দিনে সিয়াম পালন করে, তবে সে তার প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়।' তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَا خَيْرَ فِيْهَا هِيَ فِي النَّارِ

"তার মাঝে কোনও কল্যাণ নেই। সে জাহান্নামি।"

পরে আরেকজন মহিলার ব্যাপারে তাঁকে বলা হলো—'অমুক মহিলা শুধু ফরজ সালাত আদায় করে ও রমাদানের সিয়াম পালন করে এবং কিছু দান-খয়রাতও করে। এছাড়া তার অন্য কোনও আমল নেই। তবে সে কাউকে কষ্ট দেয় না।'

তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, هِيَ فِي الْجَنَّةِ "সে জান্নাতি।"[২৬৭]

---

২৬৪. বুখারি, ২৫৯৫; বাইহাকি, সুনান, ৭/২৮।

২৬৫. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৩২৬।

২৬৬. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১২; ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১/৩৮৪।

২৬৭. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১৮; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৬৬।

২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

كَمْ مِّنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ : يَا رَبِّ، هٰذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنِيْ، فَمَنَعَ مَعْرُوْفَهُ.

"অনেক প্রতিবেশী কিয়ামাতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করে বলবে, 'হে আমার রব! এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দুয়ার বন্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচার থেকে বঞ্চিত করেছিল।"[২৬৮]

২৫৮. উকবা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ

"কিয়ামাতের দিন প্রথম বাদী-বিবাদী হবে—দুই প্রতিবেশী।"[২৬৯]

২৫৯. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

"আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম।"[২৭০]

২৬০. আবূ আবদির রহমান হুবুলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। তিনি তাকে বললেন,

كُفَّ عَنْهُ أَذَاكَ، وَاصْبِرْ لِأَذَاهُ، فَكَفٰى بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا.

"তাকে কষ্ট দিয়ো না। সে কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ কোরো। আর মনে রেখো

---

২৬৮. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১১; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৯৭৫১।

২৬৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭৩৭২, তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৪২৫২, ১৪২৬৮।

২৭০. তিরমিযি, ১৯৪৪, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬৫৩০, ইবনু খুযাইমা, ২৫৩৯; হাকিম, মুস্তাদরাক, ১/৪৪৩।

মৃত্যুই তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।"[২৭১]

২৬১. আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ لَهُ الْجَارُ السُّوءُ، يُؤْذِيهِ، فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ، حَتَّى يَكْفِيَهُ اللهُ بِحَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ.

"আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যার রয়েছে অসৎ প্রতিবেশী। যে প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয় আর সে সাওয়াবের আশায় সেই কষ্ট সহ্য করে। অবশেষে ইহকালেই কিংবা মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।"[২৭২]

২৬২. হাতিম তাঈ-এর স্ত্রী নাওয়ার-এর কাছে তাঁর স্বামী হাতিমের ঘটনা শোনানোর আবেদন করা হলে তিনি বলেন—'তাঁর সবকিছুই ছিল আশ্চর্যজনক। একবার আমরা দুর্ভিক্ষে পড়ি। এতে আমাদের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। তখন খরা শুরু হয়। জমিন শুকিয়ে যায়। দুগ্ধবতী নারীর দুধ কমে আসে। উটের দুধ আসাও বন্ধ হয়ে যায়।

কোনও এক নির্জন রাতে ক্ষুধার তাড়নায় হঠাৎ আমাদের সন্তান আবদুল্লাহ, আদি ও সাফফানা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আল্লাহর শপথ! তখন তাদেরকে শান্ত করার মতো আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। হাতিম এক বাচ্চার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। আমিও একজনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। অনেকক্ষণ পর তারা দু'জন শান্ত হলো। তারপর আমরা আমাদের আরেক বাচ্চার কাছে গিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। একসময় সে-ও চুপ করল।

তারপর আমরা সবাই এক কামরায় শুয়ে পড়লাম। বাচ্চাদেরকে রাখলাম আমাদের দু'জনের মাঝখানে। পরে হাতিম আমার কাছে এসে আমাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করল। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঘুমিয়ে যাওয়ার ভান ধরে থাকলাম। সে আমাকে বলল, 'কী হয়েছে তোমার, ঘুমাওনি?' আমি আগের মতোই অসাড় পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর হাতিম স্বগোক্তি করল, 'মনে হয় সে ঘুমিয়ে গেছে।' অথচ আমি তখনও ঘুমাইনি। তারপর রাত গভীর হলো। আকাশে তখন খেলা করছিল তারার মেলা। কোলাহল থেমে চারপাশে শব্দহীন অখণ্ড নীরবতা। সে সময় কামরার পাশে এক

---

২৭১. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ২৪৮৯৮।

২৭২. খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ১০/১৩৩; আলি মুত্তাকী, কানয, ২৪৮৯৩; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৩৬২২, দঈফ।

ব্যক্তিকে দেখা গেল। হাতিম হাঁক ছাড়ল, 'কে ওখানে?' সাথেসাথে লোকটি সেখান থেকে চলে গেল। শেষরাতে বা তার কাছাকাছি সময়ে লোকটি আবার এল। হাতিম জানতে চাইল, 'কে?' এক মহিলা জবাব দিল, 'আবূ আদি! আমি আপনার অমুক প্রতিবেশী। আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আস্থাভাজন পাইনি। কয়েকজন বাচ্চাকে রেখে আপনার কাছে এসেছি। ক্ষুধার তাড়নায় ওরা আর্তনাদ করছে।'

তখন হাতিম বলল, 'তাদেরকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

তার কথা শুনে আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। তাকে বললাম, 'একি করছেন আপনি? আপনার বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদেছে, তাদেরকে দেওয়ার মতো কিছু পাননি। এখন তাহলে এই বাচ্চাদেরকে খাবার দিবেন কীভাবে?'

সে বলল, 'চুপ থাকো। আল্লাহ চান তো নিশ্চয়ই তোমাকেসহ তাদেরকেও আমি পরিতৃপ্ত করব।'

সেই মহিলা দু'জনকে কোলে করে নিয়ে এল। তার সাথে ছিল আরও চারজন। সে যেন এক উটপাখি; আর তার পাশে রয়েছে বাচ্চাদের একঝাঁক।

হাতিম তার ঘোড়ার কাছে ছুটে গিয়ে তরবারি দিয়ে ঘোড়াটিকে জবাই করে ফেলল এবং ধারালো একটি ছুরি দিয়ে তার চামড়া ছিলে জ্বলন্ত আগুনে ভুনা করল। এরপর মহিলার কাছে গিয়ে ছুরি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধরুন, আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে এখান থেকে আহার করুন।' মহিলা তার বাচ্চাদের নিয়ে আসার পর হাতিম ভাবল, অন্যান্য প্রতিবেশীদেরকে রেখেই আমরা খেয়ে ফেলব! তাই সে গিয়ে আশপাশের সবাইকে ডাকল। তখন অন্যরাও সেই ঘোড়ার গোশত খেতে এল। ওদিকে হাতিম কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে আমাদের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। আল্লাহর শপথ! সে সেখান থেকে এক টুকরোও খায়নি। অথচ তাদের চেয়ে তার প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। সকালবেলা দেখি শুধু ঘোড়ার হাড়গোড় ও পায়ের খুর মাটিতে পড়ে আছে।'[২৭৩]

---

২৭৩. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৫৫-২৫৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ১১/৩৬৫-৩৬৬।

কাউকে ঋণ দেওয়ার সাওয়াব

২৬৩. আবূ উমামা বাহিলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا: اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

"(মি'রাজের রাতে) জান্নাতে প্রবেশ করে দেখি এর দরজায় লেখা আছে—দান-খয়রাতে দশ গুণ সাওয়াব এবং ঋণ প্রদানে আঠারো গুণ।" আমি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে প্রশ্ন করলাম, 'দান-খয়রাতে দশ গুণ সাওয়াব আর ঋণ প্রদানে আঠারো গুণ কেন?' তিনি বললেন, 'দান-খয়রাত ধনী-গরিব সবার হাতেই যায় কিন্তু ঋণ যায় কেবল অভাবী ব্যক্তির হাতে।'[২৭৪]

২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনু আবী রাবীআ মাখযূমি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইনের যুদ্ধের সময় তার নিকট থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। এরপর যুদ্ধ থেকে ফিরে তার পাওনা পরিশোধ করে দেন তিনি। অতঃপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ، وَالْحَمْدُ.

"আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার পরিবার ও সম্পদে বারাকাহ দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো–তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।"[২৭৫]

অভাবীকে ছাড় দেওয়ার প্রতিদান

২৬৫. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

---

২৭৪. সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৩/৫১৯; মুনাবি, ফায়যুল কাদীর, ৩/৫১৯।

২৭৫. নাসাঈ, ৪৬৮৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ২৪২৪; আহমাদ, ৪/৩৬।

“এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিয়েছিল, যখন কোনও গরিব ব্যক্তির কাছে ঋণ আদায় করতে যাবে তখন তাকে মাফ করে দিয়ো। হয়তো আল্লাহ তাআলা এ কারণে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে মাফ করে দেন।”[২৭৬]

২৬৬. হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ مَلَكٌ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ : أُنْظُرْ. قَالَ : مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَأُحَارِفُهُمْ فَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির কাছে জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা আগমন করে জানতে চাইল, ‘কোনও ভালো কাজ করেছ?’ লোকটি বলল, ‘আমি জানি না।’ ফেরেশতা বলল, ‘মনে করার চেষ্টা করো।’ সে বলল, ‘কিছুই মনে আসছে না। তবে মানুষের সাথে আমি ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করতাম। গরিবদেরকে মূল্য পরিশোধের জন্য সময় দিতাম এবং ধনীদের থেকে দাম কম রাখতাম।’ অতঃপর (এই আমলের বিনিময়ে) তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।”[২৭৭]

২৬৭. আবূ মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوْسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللهُ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তার নিকট কোনও প্রকার ভালো আমাল পাওয়া যায়নি। তবে সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে সচ্ছল ছিল। ফলে সে দরিদ্র লোকদের ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। রাসূল

---

২৭৬. বুখারি, ৩৪৮০; মুসলিম, ১৫৬২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৬৩।

২৭৭. বুখারি, ২০৭৭, ২০৭৮; মুসলিম, ১৫৬০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৩৯৫।

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘তারপর আল্লাহ বললেন—ক্ষমা করার ব্যাপারে আমিই তার চেয়ে অধিক যোগ্য—একে ক্ষমা করে দাও।”[২৭৮]

২৬৮. আবুল ইয়াসার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

“যে-ব্যক্তি গরিবকে ঋণ পরিশোধ করার সময় দেয় অথবা পাওনা ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে সেদিন নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনও ছায়া থাকবে না।”[২৭৯]

২৬৯. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে-ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেয়, অথবা ঋণ মাফ করে দেয় কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।”[২৮০]

২৭০. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ

“যে-ব্যক্তি চায় তার দুআ কবুল হোক এবং তার কষ্ট-ক্লেশ লাঘব হোক, সে যেন কোনও দরিদ্র ব্যক্তির কষ্ট দূর করে।”[২৮১]

২৭১. ইমরান ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

---

২৭৮. মুসলিম, ১৫৬১; তিরমিযি, ১৩০৭; বাইহাকি, সুনান, ৫/৩৫৬।

২৭৯. মুসলিম, ৩০০৬; হাকিম, মুস্তাদরাক, ২/২৯।

২৮০. তিরমিযি, ১৩০৬; আহমাদ, ৮৭১১।

২৮১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/১৩৬।

"যে-ব্যক্তি ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেয়, সে প্রতিদিন একটি করে সদাকার সাওয়াব লাভ করে।"[২৮২]

২৭২. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আবূ কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তির কাছে ঋণ পাওনা ছিলেন। লোকটি তার থেকে পালিয়ে বেড়াত। একদিন তিনি ঋণ আদায়ের জন্য তার বাড়িতে আসলেন। ঘর থেকে ছোট্ট একটি শিশু বের হয়ে এল। তিনি বাচ্চাটিকে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'হ্যাঁ। তিনি বাড়িতে খাযীরাহ (ছোটো ছোটো গোশতের টুকরো, পানি ও ময়দা দিয়ে তৈরিকৃত খাবার) খাচ্ছেন।' আবূ কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) লোকটিকে ডাকলেন, 'হে অমুক! বেরিয়ে আসুন। আমি জানি আপনি বাড়িতে আছেন।' লোকটি তখন বের হয়ে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসে আপনাকে আমার থেকে দূরে দূরে রাখে?' সে বলল, 'আসলে আমি অনেক অভাবী। আমার কাছে ঋণ পরিশোধের মতো কোনোকিছুই নেই।' তিনি বললেন, 'সত্যিই আপনি অভাবী?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' একথা শুনে (গভীর এক আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে) আবূ কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে ফেলেন। এরপর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيْمِهِ، أَوْ مَحَىٰ عَنْهُ، كَانَ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট দূর করবে কিংবা তার পাওনা ক্ষমা করে দিবে কিয়ামাতের দিন সে আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে।"[২৮৩]

২৭৩. যাইদ ইবনু আরকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا بَعْدَ حُلُوْلِ أَجَلِهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

"যে-ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দেয় সে প্রতিদিন একটি করে সদাকা করার সাওয়াব পায়।"[২৮৪]

---

২৮২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/৪৪৩; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ১/৩৬৯।
২৮৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৩০০; দারিমি, আস-সুনান, ২/২৬১।
২৮৪. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৫৪০৯; খতীব বাগদাদি, তারীখ, ২৩/৩১০।

২৭৪. সুফ্‌ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এক ব্যক্তি আমার কাছে আবেদন করল যে, আমি যেন মুহাম্মাদ ইবনু সূকাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে কথা বলি। মুহাম্মাদ ইবনু সূকাহ তার কাছে অনেক টাকা পাওনা। তিনি যেন তার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। আমি এসে দেখি মুহাম্মাদ ইবনু সূকাহ (রহিমাহুল্লাহ) তার দরজায় বসে আছেন। আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জানতে চাইলেন, ‘কোনও কাজে এসেছেন?’ আমি বললাম, ‘আপনার কাছে ঋণী এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে আবেদন করল, আমি যেন আপনাকে বলি তার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে।’

তিনি বললেন, ‘কে সে?’ আমি বললাম, ‘অমুক ব্যক্তি।’ তিনি বললেন, ‘তার কাছে তো আমাদের অনেক টাকা পাওনা। যাইহোক, আপনি আসার কারণে তার অর্ধেক ঋণ কমিয়ে দিলাম। আর যদি আপনি আমার সাথে পানাহার করেন তাহলে তার সব ঋণ মাফ করে দেবো।’ আমি বললাম, ‘আচ্ছা ঠিক আছে, পানাহার করব।’ তিনি আমাকে উত্তম খাবার খাওয়ালেন। পানাহারের পর তিনি আমাকে একটি চিরকুট দিয়ে বললেন, এটা ধরুন। আমি এই টাকাগুলো তাকে অনুদান হিসেবে দিলাম এবং তাকে ক্ষমা করে দিলাম।’

ষষ্ঠ অধ্যায়

দান-সদাকার ফযীলত

সদাকা করার সাওয়াব

২৭৫. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"যে-ব্যক্তি বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে—আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না—তার দানকে আল্লাহ তাআলা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তার জন্য তা লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে। পরিশেষে সেই দান পাহাড়ের মতো (বিরাট) হয়ে যায়।"[২৮৫]

২৭৬. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِيْ يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيْ يَدِ الْمُصَدَّقِ عَلَيْهِ.

---

২৮৫. বুখারি, ১৪১০; মুসলিম, ১০১৪।

"যাকে সদাকা দেওয়া হয় তার হাতে পৌঁছার আগে তা আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়।"[২৮৬]

২৭৭. আদি ইবনু হাতিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

"এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে রক্ষা করো। আর যে এটুকু করতেও অক্ষম সে যেন ভালো কথার বিনিময়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করে।"[২৮৭]

২৭৮. আদি ইবনু হাতিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"কিয়ামাতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আর সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ভিন্ন কোনও দোভাষী থাকবে না। বান্দা ডান দিকে তাকাবে তখন নিজের পাঠানো আমল ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না। বাম দিকে তাকিয়েও নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর দৃষ্টি ফেরাবে সামনে। তখন হাজির হবে জাহান্নাম। তোমাদের মধ্যে যে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।"[২৮৮]

২৭৯. আবূ মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "একদিন এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি উটনী নিয়ে এসে বলল, 'এটা আল্লাহর পথে দান করলাম।' তখন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

---

২৮৬. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/৮১; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/৪২৮।

২৮৭. বুখারি, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩ ; মুসলিম, ১০১৬।

২৮৮. বুখারি, ৬৫৩৯।

لَيَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ.

"এর বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন তুমি সাতশ উটনী লাভ করবে যার প্রত্যেকটি হবে লাগামসহ।""[২৮৯]

২৮০. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন, এক ব্যক্তি তার বাহনকে একদল লোকের আশেপাশে হাঁকাচ্ছে। তখন তিনি বললেন,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِّنْ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.

"যার নিকট আরোহণের কোনও অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করে যার কোনও বাহন নেই। আর যার নিকট অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আছে, সে যেন তা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করে যার খাদ্যদ্রব্য নেই।"

তারপর তিনি একে একে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ সম্পর্কে এমনিভাবে বলতে থাকলেন। এক সময় আমাদের মনে হলো, অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে আমাদের কারও কোনও অধিকারই নেই।"[২৯০]

২৮১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ.

"দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমায় না।"[২৯১]

২৮২. বুরাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يُفَكَّ عَنْ لَحْيِ سَبْعِينَ شَيْطَانًا.

---

২৮৯. মুসলিম, ১৮৯২; নাসাঈ, ৩১৮৭।

২৯০. মুসলিম, ১৭২৮; আবূ দাউদ, ১৬৬৩; আহমাদ, ৩/৩৪।

২৯১. মুসলিম, ২৫৮৮; তিরমিযি, ২০২৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৩৫।

“যখনই কোনও ব্যক্তি কিছু সদাকা (করার জন্য) বের করে তখনই সে সত্তরটি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।”[২৯২]

২৮৩. উকবা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

“কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত বা তিনি বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে তার সদাকার ছায়ায় আশ্রয় নিবে।”[২৯৩]

২৮৪. আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اِسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

“তোমরা সদাকা করার মাধ্যমে রিয্ক নামাও।”[২৯৪]

২৮৫. একবার আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) সিয়াম রেখেছিলেন। ইফতারের জন্য তার নিকট মাত্র দুটি রুটি ছিল। তখন এক ভিক্ষুক এসে তার কাছে কিছু খাবার চাইল। তিনি তাকে একটি রুটি দিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর আরেকজন এল। তিনি তাকে অন্য রুটিটিও দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু খাদিমা তা দিতে অসম্মতি জানায়। তখন তিনি নিজেই পর্দার আড়াল থেকে রুটিটি দিয়ে দেন তাকে। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে খাদিমা বললেন, ‘এখন ভাবুন, কী দিয়ে ইফতার করবেন?’

সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি দরজায় কড়া নাড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে?’ লোকটি বলল, ‘আমি অমুক পরিবারের পক্ষ থেকে এসেছি।’

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাকে আসার অনুমতি দিলে সে রুটিসহ একটি ভুনাকৃত বকরি নিয়ে প্রবেশ করল। তখন তিনি খাদিমাকে বললেন, ‘গুণে দেখো রুটি কয়টা আছে? এগুলো তোমার সেই রুটির চেয়ে অনেক উত্তম। আল্লাহর শপথ! তারা ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনও হাদিয়া পাঠায়নি।’ (অর্থাৎ সদাকার কারণে আল্লাহ

---

২৯২. আহমাদ, ২২৯৬২; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ, ২৪৫৭; হাকিম, ১/৪১৭।

২৯৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১৪৭।

২৯৪. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১১৯৭, দঈফ।

অভাবনীয় জায়গা থেকে তাদের জন্য পূর্বের চেয়ে উত্তম বস্তু মিলিয়ে দিলেন।)[২৯৫]

২৮৬. আবূ হাযিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার সাহল ইবনু সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সিয়াম পালন করছিলেন। বিকেলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। গিয়ে তাঁর খাদিমকে বললাম, 'তাঁর ইফতার নিয়ে আসো।' সে জানাল, 'ইফতারের কোনও ব্যবস্থা নেই।' আমি বললাম, 'তাহলে খেজুর নিয়ে আসো।' সে বলল, 'তা-ও নেই।' পরে তার ওপর ক্ষেপে গিয়ে আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবি তিনি। তুমি তাঁর অবহেলা-অযত্ন করছো!' সে বলল, 'আমার কী অপরাধ? আজকে তিনি তাঁর ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। গম, যব ও খেজুর যেখানে যা ছিল সব সদাকা করে দিয়েছেন।'[২৯৬]

২৮৭. আল্লাহ্ তাআলার বাণী—

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

"কে আছে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, ফলে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন।"[২৯৭]

এর ব্যাখ্যায়—আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'এক দিরহামের বিনিময়ে সাওয়াব দেওয়া হবে বিশ লক্ষগুণ।'[২৯৮]

২৮৮. আবূ উমামা বাহিলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সদাকা করতে খুব ভালোবাসতেন। দিরহাম, দীনার, পয়সা ও খাবারের বিভিন্ন জিনিসপত্র; এমনকি পেঁয়াজ পর্যন্ত সদাকা করতেন তিনি। কোনও প্রার্থীকেই শূন্য ফিরিয়ে দিতেন না। পেঁয়াজ হলেও হাতে দিয়ে দিতেন।

তাঁর স্ত্রী জানান, 'একদিন সকালে তাঁর ঘরে খাওয়ার কিছুই ছিল না। মাত্র তিনটি দীনার ছিল। এক আগন্তুক এসে আবদার করলে তাকে এক দীনার দিয়ে দেন। তারপর আরেকজন এলে তাকেও দেন এক দীনার। তার পরের জনকে অবশিষ্ট দীনারটিও দিয়ে দেন। তখন আমি রাগ করে বললাম, 'আমাদের জন্য তো কিছুই থাকল না!'

তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। মুআয্যিন যোহরের আযান

---

২৯৫. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুল জূ', ২৭৪।
২৯৬. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুল জূ', ২৭৫।
২৯৭. সূরা বাকারা, ২ : ২৪৫।
২৯৮. বাইহাকি, আয-যুহদুল কাবীর, ৭১৩; ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ২/৫১৫।

দিলে তাকে ডেকে দিলাম। সওম রাখা অবস্থায় তিনি মাসজিদে চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমার দয়া হলো। ধার করে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলাম। রাতের খাবার প্রস্তুত করে দস্তরখান বিছালাম। শোয়ার বিছানা প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখি সেখানে স্বর্ণমুদ্রা। মনে মনে ভাবলাম, তাঁর কাছে কিছু আসার প্রত্যাশা নিয়েই তো তিনি দীনারগুলো সদাকা করেছেন। গুণে দেখি সেখানে তিনশ দীনার রয়েছে। যেভাবে ছিল আমি তা সেভাবেই রেখে দিলাম। সন্ধ্যায় সালাত শেষে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন। প্রস্তুত করা খাবার দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'অন্যকিছুর চেয়ে এগুলো খুব ভালো।' খাবার শেষে তাঁকে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। যা আনার তা তো এনেছেন। যেখানে রাখার সেখানে রেখেছেন।' তিনি বলেন, 'সেটা আবার কী?' আমি বললাম, 'ওই যে-দীনারগুলো নিয়ে এসেছেন।' তারপর তাঁকে সেগুলো দেখাই। তিনি খুবই আশ্চর্য হন। অস্থির হয়ে বলেন, 'সর্বনাশ, এগুলো কী?' আমি বললাম, 'জানি না, এখানেই পেয়েছি।' পরে তিনি আরও অস্থির হয়ে ওঠেন।[২৯৯]

২৮৯. হাতিম আ'সাম (রহিমাহুল্লাহ) সদাকা করলেই তার বিনিময় পেতে যেতেন। তিনি বলতেন, 'খুব দ্রুত ফিরে পাওয়াটা বড়ো সুন্দর প্রতিদান!'

২৯০. এক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পদের মালিক হলো। তখন সে বলল, 'হে আমার রব! এই দিরহামগুলোকে আমি সুন্দরভাবে হেফাজত করতে পারব না। (অভাবীকে দান করার মাধ্যমে) এখন আমি এগুলো আপনাকে দিয়ে দেবো, যেন প্রয়োজনের সময় আপনি আমাকে আবার তা ফিরিয়ে দেন।' তারপর সে তার সব সম্পদ সদাকা করে দিল। পরবর্তীতে দীর্ঘ জীবনে যখনই তার কোনও প্রয়োজন হয়েছে সাথে-সাথেই কোনও-না-কোনও ভাবে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

২৯১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ارْحَمُوا حَاجَةَ الْغَنِيِّ.

"ধনীদেরকে অভাবের সময় দয়া কোরো।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ধনীদের অভাব কী?' তিনি জবাবে বললেন,

---

২৯৯. আলকায়ি, কারামাতুল আউলিয়া, ১১২।

اَلرَّجُلُ الْمُوْسِرُ يَحْتَاجُ، فَصَدَقَةُ الدِّرْهَمِ عَلَيْهِ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِيْنَ أَلْفًا

"ধনীদেরও অভাব হয়। তখন তাকে এক দিরহাম সদাকা করা আল্লাহর নিকট সত্তর হাজার দিরহাম সদাকা করার সমান।"[৩০০]

২৯২. বিশর ইবনুল হারিস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সদাকা করা হাজ্জ, উমরা ও জিহাদ থেকে উত্তম। এগুলো আদায় করার জন্য মানুষকে বাহনে চড়তে হয়, পথ চলতে হয়, ফিরে আসতে হয়। মানুষজন তাদের এসব কাজকর্ম দেখে ফেলে। পক্ষান্তরে সদাকা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে করা যায়, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দেখেন।'[৩০১]

সদাকার জন্য সর্বোত্তম বস্তু নির্বাচন করা

২৯৩. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সর্বোত্তম দান কী'? তিনি বললেন,

لَتُنَبَّأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيْحٌ صَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"তোমাকে জানানো হচ্ছে যে, (সর্বোত্তম দান হলো) অর্থলোভ ও সুস্থতা থাকতে দান করা, যখন তুমি অনেক দিন বাঁচার আশা রাখো এবং অভাবকে ভয় পাও। আর (দান করতে) এত বিলম্ব করো না যে, যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তুমি বলতে থাকবে, এ পরিমাণ অমুকের জন্য এবং এ পরিমাণ অমুকের জন্য। অথচ সেগুলো তখন অমুকের জন্য হয়েই গেছে।"[৩০২]

২৯৪. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মদীনায় আবূ তালহার বড়ো বড়ো খেজুরের বাগান ছিল। তাঁর সর্বাধিক পছন্দনীয় বাগানটি ছিল 'বাইরুহা'। সেটি মাসজিদে নববির সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে গিয়ে পানি পান করতেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো,

---

৩০০. কানযুল উম্মাল, ১৬৪৫২; খতীব বাগদাদি, তারীখ, ১৩/৩২৩।

৩০১. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩৯।

৩০২. বুখারি, ১৪১৯; মুসলিম, ১০৩২; আবূ দাউদ, ২৮৬৫; নাসাঈ, ৩৬১১; ইবনু মাজাহ, ২৭০৬; আহমাদ, ৭৪০৭।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা নিজেদের পছন্দের বস্তু-সামগ্রী দান না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।"[৩০৩]

তখন আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা তো এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, 'তোমরা নিজেদের পছন্দের বস্তু-সামগ্রী দান না করা পর্যন্ত কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।' আর আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সম্পদ হলো আমার 'বাইরুহা' বাগানটি। আমি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। শুধু আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদান চাই। আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন।'

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'বাহ! বাহ! এটি বেশ লাভজনক সম্পদ।[৩০৪] আমি তোমার মনের ব্যাকুলতা বুঝতে পেরেছি। আমার মনে হয়, এটি তুমি তোমার আপনজনদের মাঝে ভাগ করে দাও।'

আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব।' এর পরে তিনি খেজুর বাগানটি তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মাঝে ভাগ করে দিলেন।'[৩০৫]

২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) খায়বারে একখণ্ড জমির মালিক হলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরামর্শ চেয়ে তিনি বললেন, 'আমি খায়বারে একখণ্ড জমির মালিক হয়েছি। এটিই আমার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী নির্দেশনা দান করবেন?' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"তুমি যদি চাও জমির মালিকানা নিজের কাছে রেখে (উৎপন্ন ফসলাদি) দান করে দিতে পারো।"

---

৩০৩. সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৯২।

৩০৪. অথবা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'এটি খুবই আকর্ষণীয় সম্পদ।' বর্ণনাকারী ইবনু মাসলামা এখানে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

৩০৫. বুখারি, ১৪৬১, ২৭৬৯; মুসলিম, ৯৯৮।

তিনি নবিজির নির্দেশ অনুযায়ী তা এই ভিত্তিতে দান করলেন যে—'এই জমি বিক্রয় করা যাবে না, কাউকে উপহার হিসেবে দেওয়া যাবে না, এর উত্তরাধিকারীও কেউ হবে না।' তিনি এর থেকে উৎপন্ন ফসলাদি হতদরিদ্র, নিকটাত্মীয়, মুজাহিদ, মুসাফির, আগন্তুক মেহমান এবং দাস মুক্ত করার খাতে দান করে দিলেন। এটি যার দায়িত্বে থাকবে সে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা থেকে ব্যবহার করবে। অন্যকেও সেখান থেকে দিবে। কিন্তু নিজের সম্পত্তি মনে করে সেখান থেকে অর্থকড়ি সংগ্রহ করবে না।[৩০৬]

২৯৬. আবদুল্লাহ ইবনু আবী উসমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর রুমাইছা দাসীকে আযাদ করে দিয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি—আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় ধন-সামগ্রী থেকে দান না করা পর্যন্ত কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।"[৩০৭]

আল্লাহর শপথ! আমি এই পৃথিবীতে তোমাকেই সর্বাধিক ভালোবাসি। আজ থেকে তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম।'[৩০৮]

২৯৭. নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন কোনও ধন-সামগ্রীর উৎকর্ষতায় মুগ্ধ হতেন, তখন সেটি আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম বানাতেন। তাঁর গোলামরা বিষয়টি জানত। তাই কখনও কখনও তাদের কেউ আগেভাগে মাসজিদে চলে যেত। আমলের প্রতি এমন আগ্রহে মুগ্ধ হয়ে অনেক সময় তিনি তাদেরকে আযাদ করে দিতেন। সাথি-সঙ্গীরা বলত, 'তারা তোমায় প্রতারিত করছে।'

জবাবে তিনি বলতেন, 'আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) ক্ষেত্রে কেউ আমাদের সাথে প্রতারণা করলে আমরা তার সেই প্রতারণায় প্রতারিত হতেই থাকব।'

একদিন সন্ধ্যায় তিনি উন্নত জাতের একটি মূল্যবান উটে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলেন। উটের ক্ষিপ্রতা দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হলেন। সেখানেই উট থামিয়ে নির্দেশ জারি করলেন, 'নাফি'! এই উটের লাগাম এবং গদি খুলে নাও। একে চিহ্নিত করে

---

৩০৬. বুখারি, ২৭৩৭; মুসলিম, ১৬৩২।
৩০৭. সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৯২।
৩০৮. আবূ নুআইম, ১/২৯৫; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৩১/১৩৭-১৩৮।

আদর-যত্ন করতে থাকো এবং হাজ্জের সময় কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রেখো।'[৩০৯]

২৯৮. সাঈদ ইবনু আবী হিলাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে 'জুহ্ফায়' যাত্রাবিরতি করলেন। তখন তিনি মাছ খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র একটি মাছ পাওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী সফিয়্যা বিনতু আবী উবাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহা) সেটি রান্না করে তাঁর সামনে পরিবেশন করলেন। ইতিমধ্যে এক হতদরিদ্র লোক এসে উপস্থিত! ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে বললেন, 'তুমি এটি খেয়ে নাও।'

সঙ্গীরা বললেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার! আপনার অবস্থা দেখে আমরা উৎকণ্ঠিত। আমাদের সাথে আরও মূল্যবান খাবার আছে। সেগুলো থেকে তাকে দিই?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'এর প্রতি আবদুল্লাহর মায়া জন্মেছে, তাই এটিই তাকে দিচ্ছি।'[৩১০]

২৯৯. রবী' ইবনু খাসয়াম (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বাশীর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, 'একদিন এক নিঃস্ব ব্যক্তি রবী' ইবনু খাসয়ামের দরজায় কড়া নাড়ল। তিনি বললেন, 'তাকে মিষ্টি জাতীয় কিছু দিয়ে দাও।'

সঙ্গীরা বলল, 'সে মিষ্টি দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে বরং আমরা তাকে রুটি দিই। এটিই তার জন্য ভালো হবে।'

তিনি বললেন, 'এক কথা বারবার কেন বলতে হয়? তাকে মিষ্টি কিছু দাও। কারণ রবী' নিজে মিষ্টি বেশি পছন্দ করে।'[৩১১]

৩০০. হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'তোমরা কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলে এত অল্প পরিমাণ দিয়ো না, যেটুকু তোমরা মেহমানকে দিতে লজ্জাবোধ করো। আল্লাহ তো সর্বাধিক সম্মানিত মেহমান। আর তিনি সর্বোত্তম বস্তুরই অধিকার রাখেন।'[৩১২]

---

৩০৯. আবূ নুআইম, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৪২৯৮; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৩১/১৩৩।

৩১০. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৩১/১৪৩।

৩১১. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, ১৯২৪; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১১৫।

৩১২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ১৪১২; আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, ২১৭৩; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৮১৫৮।

গোপনে দান করার সাওয়াব

৩০১. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ : وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ

"যেদিন কোনও ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা নিজ আরশের ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষকে আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে একজন হবে সে, যে চুপিসারে দান করে। ডান হাত কী খরচ করে বাম হাতও তা জানতে পারে না।"[৩১৩]

৩০২. আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ثَلَاثَةً، فَذَكَرَ مِنْهُمْ : رَجُلًا كَانَ فِيْ قَوْمٍ، فَأَتَاهُمْ رَجُلٌ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَخِلُوْا عَنْهُ، وَخَلَفَ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ

"তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। তাদের মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে একটি সম্প্রদায়ের সাথে ছিল। এমন সময় সেখানে এক লোক এসে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাদের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করল না। তখন সেই ব্যক্তিটি সবার থেকে সরে গিয়ে দরিদ্র লোকটিকে (গোপনে) এমনভাবে সাহায্য করল যে, তাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং যাকে সে দান করেছে কেবল সে-ই দেখে।"[৩১৪]

৩০৩. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'ফেরেশতারা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! বাতাসের চেয়েও শক্তিধর আপনার কোনও সৃষ্টি আছে?'

তিনি বললেন,

نَعَمْ، اِبْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ

---

৩১৩. বুখারি, ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯; মুসলিম, ১০৩১; আহমাদ, ৯৬৬৫।

৩১৪. আহমাদ, ২১৩৫৬; বাইহাকি, কুবরা, ৯/১৬০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৮৯।

"হ্যাঁ, তা হলো সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে এমনভাবে দান করে যে, তার বাম হাত থেকেও তা গোপন রাখে।"[৩১৫]

৩০৪. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"গোপনে করা দানগুলো রবের ক্রোধ নিভিয়ে দেয়।"[৩১৬]

৩০৫. পূর্বে বর্ণিত আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছিলেন, 'আমার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে 'বাইরুহা' নামক বাগানটি। যদি আমার এটি গোপন করার সামর্থ থাকত তাহলে কাউকে-ই বলতাম না।'[৩১৭]

৩০৬. আলি ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)-এর মৃত্যুর পর একশ পরিবার তাদের খাদ্য-যোগান খুইয়েছিল। রাতের বেলা তিনি নিজের পিঠে বহন করে তাদের কাছে খাদ্য সরবরাহ করতেন। কিন্তু তারা কেউ জানত না, কে তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করত!?[৩১৮]

৩০৭. আবূ সাঈদ ইবনু আবী বকর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার দাদা আবূ উসমান সীমান্ত উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রবন্দরের কারও কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সময় মতো সেখানে পৌঁছতে পারেননি। যার ফলে সাহায্য না পেয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি জনসম্মুখেই কাঁদছিলেন। সন্ধ্যার পর আবূ আমর ইবনু নুজাইদ একটি ব্যাগে দুই হাজার দিরহাম নিয়ে দাদার কাছে উপস্থিত হলেন। দাদাকে বললেন, 'সময় মতো পৌঁছতে না পারার কারণে আপনি এগুলো রেখে দিন।' দাদা অত্যন্ত খুশি হয়ে তার জন্য দুআ করলেন। পরদিন মজলিসে জনসম্মুখে দাদা ঘোষণা দিলেন, 'আমার জন্য আবূ আমর যা করেছে এজন্য আমি তার শুকরিয়া আদায় করছি। সে গোপনে আমাকে এসব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।'

আবূ আমর সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এগুলো আমার মায়ের সম্পদ। মায়ের সন্তুষ্টি ছাড়াই আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি সেই মালামালগুলো ফেরত দিন, আমি মাকে দিয়ে আসি।'

---

৩১৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১২২৫৩; তিরমিযি, ৩৩৬৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৩৪৪১।

৩১৬. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৩৪৪২; সুয়ূতি আল-জামিউস সগীর, ৪৯৭৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/১১৮।

৩১৭. বুখারি, ১৪৬১; মুসলিম, ২৩৬২।

৩১৮. যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ৬/৪৩৩; মিযযি, তাহযীবুল কামাল, ২০/৩৯২।

এই কথা শুনে আমার দাদা আবূ উসমান জনসম্মুখে টাকার থলে ফেরত দিয়ে দিলেন। মজলিস শেষে গভীর রাতে আবূ আমর আবার দাদার কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'আমরা ছাড়া আর কেউ-ই জানবে না—এই শর্তে আপনি এগুলো রেখে দিন।' এই কথা শুনে দাদা তখন কেঁদেই দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন, 'আবূ আমরের সেই সহযোগিতায় এখনও আমি একটু একটু করে এগোচ্ছি।'[৩১৯]

গরিব ব্যক্তির দান সর্বোত্তম দান

৩০৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানতে চাইলেন, 'কোন দান সর্বোত্তম?' তিনি উত্তরে বললেন,

جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

"সামান্য সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির দান। আর সে যেন নিজ পরিবার থেকেই দান করা শুরু করে।"[৩২০]

৩০৯. আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'সর্বোত্তম দান কোনটি?' তিনি বললেন,

جَهْدٌ مِّنْ مُقِلٍّ، وَسِرٌّ إِلَى فَقِيْرٍ

"সামান্য অর্থ-কড়ির মালিক হয়েও দান করা এবং অভাবী লোককে গোপনে দান করা।"[৩২১]

---

৩১৯. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৬/১৪৭; তাজুদ্দীন সুবকি, তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ৩/২২৩।

৩২০. আবূ দাউদ, ১৬৭৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪১৪।

৩২১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/১৭৬; বাইহাকি, কুবরা, ৪/১৮০।

অল্প হলেও সামর্থ্যানুযায়ী দান করা

৩১০. উম্মু বুজাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বাইআত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'কিছু কিছু হতদরিদ্র মানুষ আমার কাছে আসে। কিন্তু তাকে দেওয়ার মতো কোনোকিছুই আমার কাছে থাকে না।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنْ لَمْ تَجِدِيْ لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحَرَّقًا، فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ

"শুধু রান্না-করা-পায়া বাদে তাকে দেওয়ার মতো আর কিছুই না পাও, তবে সেটিই তার হাতে তুলে দাও।"[৩২২]

৩১১. আবুল আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর এক মজলিসে বসা ছিলাম। তাঁর কাছে আরও অনেক মহিলাও ছিল। হঠাৎ সেখানে এক ভিক্ষুক উপস্থিত হলো। তিনি তাকে একটি আঙুর দিতে বললেন। উপস্থিত মহিলারা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সেখানে তো অনেক পিঁপড়া দেখা যাচ্ছে!' (অর্থাৎ, পিঁপড়ে ধরা একটি আঙুরও দান করছেন?)[৩২৩]

ভিক্ষুকের অধিকার

৩১২. হুসাইন ইবনু আলি ইবনি আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

"ঘোড়ায় চড়ে এলেও ভিক্ষুকের একটা অধিকার থাকে।"[৩২৪]

৩১৩. ইবনু বুজাইদ তার দাদী উম্মু বুজাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৩২২. তিরমিযি, ৬৬৫; আবূ দাউদ, ১৬৬৭; নাসাঈ, ৫/৮৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/৩৮২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪১৭।

৩২৩. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, ১১৭৯; যাইলাঈ, তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ, ১/২২৪।

৩২৪. আবূ দাউদ, ১৬৬৫, আহমাদ, ১৭৩০; বাইহাকি, সুনান, ৭/২৩; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৮/৩৭৯।

رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ

"ভিক্ষুককে (পশুর পায়ের) একটি পোড়া খুর হলেও দাও"।[৩২৫]

৩১৪. হাকাম ইবনু উতাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন ভিক্ষুক আবেদন করে তখন তার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়। বেশি হোক কিংবা কম—কিছু না কিছু তাকে দেওয়া উচিত।'

৩১৫. হাসান বাসৃরি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি কিছু লোক সম্পর্কে জানি, যারা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারবেন যে, তাদের স্ত্রীগণ কখনও কোনও ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে(শূন্য হাতে) বিদায় করেন না।'[৩২৬]

৩১৬. মূসা ইবনু আবী জা'ফর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আলি ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে কোনও অভাবী লোক এলে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলতেন, 'এমন ব্যক্তিকে স্বাগতম! যে আমার সম্পদ আখিরাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।'

দান করলে ধন-সম্পদ কমে না

৩১৭. মুতাররিফ (রহিমাহুল্লাহ) তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি বলছিলেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

"সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে (আল্লাহ তাআলা হতে) উদাসীন করে ফেলেছে।"[৩২৭]

তিনি আরও বললেন, 'মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি দান-খাইরাত করে যা (আল্লাহ তাআলার খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ এবং পরিধান করে যা পুরাতন করেছ—এগুলো ব্যতীত তোমার সম্পদ বলতে আর কিছু নেই।'[৩২৮] (কারণ মৃত্যুর পর বর্তমানের সম্পদগুলো ওয়ারিসদের ভাগে চলে যাবে।)

৩২৫. আবূ দাউদ, ১৬৬৭; তিরমিযি, ৬৬৫; নাসাঈ, ২৫৬৪; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯২৩; আহমাদ, ২৭৪৯১।

৩২৬. ইবনু আবী শাইবা, ৩৫৩২২।

৩২৭. সূরা তাকাসুর, ১০২ : ০১।

৩২৮. মুসলিম, ২৯৫৮; তিরমিযি, ২৩৪২; নাসাঈ, ৩৬১৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২৪; বাইহাকি, ৪/৬১।

৩১৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَقُوْلُ الْعَبْدُ : مَالِيْ مَالِيْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، مَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

"মানব সন্তান—আমার সম্পদ! আমার সম্পদ! বলে থাকে। তার সম্পদ তো শুধুমাত্র তিনটি জিনিস—

১. যা খেয়ে সে নিঃশেষ করেছে,

২. যা পরিধান করে পুরানো করেছে এবং

৩. যা কিছু দান করে পরকালের জন্য জমা রেখেছে।

এছাড়া সবকিছুই তার হাতছাড়া হবে এবং সে (মারা যাওয়ার পর) মানুষের জন্য সেগুলো রেখে যাবে।"[৩২৯]

৩১৯. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, একবার সাহাবায়ে কেরাম একটি বকরি জবাই করলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন,

مَا بَقِيَ مِنْهَا؟

"বকরির কি কোনও কিছু অবশিষ্ট আছে?"

তিনি বললেন, '(সব দান করার পর) শুধুমাত্র কাঁধের অংশটি অবশিষ্ট আছে।' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا

"কাঁধ ছাড়াই তো (বরং) সবকিছুই অবশিষ্ট আছে।"[৩৩০]

দান-সদাকা বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখে

৩২০. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৩২৯. মুসলিম, ২৯৫৯; বাইহাকি, ৩/৩৬৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৩৬৮।

৩৩০. তিরমিযি, ২৪৭০; আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৩-২৪।

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

"দান-সদাকা আল্লাহর ক্রোধ দূর করে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।[৩৩১]

৩২১. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْرَأُ بِالصَّدَقَةِ سَبْعِيْنَ مِيْتَةً مِّنَ السُّوْءِ

"দান-সদাকার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সত্তর ধরনের অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।"[৩৩২]

৩২২. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِيْنَ نَوْعًا مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، أَهْوَنُهُ الْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ

"দান-সদাকা মানুষকে সত্তর ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে শ্বেত (বা ধবল) এবং কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি।"[৩৩৩]

৩২৩. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنْ كَانَ شَيْءٌ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ، فَالصَّدَقَةُ، وَتَمْنَعُ سَبْعِيْنَ نَوْعًا مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ

"যদি কোনও জিনিস মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তা হলো—সদাকা। এটি সত্তর ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখে।"[৩৩৪]

৩২৪. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ

---

৩৩১. তিরমিযি, ৬৬৪; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৬/১৩৩।
৩৩২. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৬১১০।
৩৩৩. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৫৯৮২।
৩৩৪. খতীব বাগদাদি, তারিখু বাগদাদ, ৮/২০৮।

“তোমরা দান-সদাকায় অগ্রসর হও। কারণ দান-সদাকা ডিঙিয়ে বিপদাপদ আসতে পারে না।”[৩৩৫]

৩২৫. হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُذْهِبُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَدَقَةُ النَّهَارِ تُطْفِئُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“পানি যেভাবে আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনিভাবে রাতের দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় আর দিবসের দান গুনাহগুলো মুছে দেয়।”[৩৩৬]

৩২৬. জাবির ইবনুন নু'মান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِيْنِ تَقِيْ مِيْتَةَ السُّوْءِ

“মিসকীনকে দান করা—অপমৃত্যু থেকে বাঁচায়।”[৩৩৭]

৩২৭. সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে এক কাঠুরিয়া মানুষজনকে অযথা বিরক্ত করত। একদিন তারা সকলেই নবির কাছে নালিশ করলেন—‘হে আল্লাহর নবি! আপনি তার বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা যাও, কাজ হয়ে যাবে।’

কাঠুরিয়া প্রতিদিন বনে কাঠ কাটতে যেত। একদিন যাওয়ার সময় দু'টো রুটি নিয়ে গেল। একটি খেয়ে আরেকটি দান করে দিল। কাজ শেষে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে এল। লোকজন সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট জড়ো হলো। তারা বলল, ‘কই কিছুই তো হয়নি। সে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে গেছে।’ সালিহ (আলাইহিস সালাম) লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ তুমি কী আমল করেছ?’

সে বলল, আমি দু'টো রুটি নিয়ে কাজে বেরিয়েছিলাম। একটি খেয়ে আরেকটি দান

৩৩৫. বাইহাকি, ৪/১৮৯; ইবনু আদি, আল-কামিল, ৩/২৪৮; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৬২৪৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/১১৩।

৩৩৬. তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ২/৫৬।

৩৩৭. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/১১৫; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৬২৮৭।

করে দিয়েছি। সালিহ (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'তোমার কাঠের বোঝাটা খোলো। সে তা খুলতেই দেখা গেল সেখানে একটি মৃত কালো সাপ দ্বিখণ্ডিত হয়ে কাঠে কামড়ে পড়ে আছে। সালিহ (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'এই দানের কারণেই আজ সে রক্ষা পেয়েছে।'[৩৩৮]

৩২৮. আবূ বুরদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবূ মূসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, 'প্রিয় ছেলেরা! রুটিওয়ালা সেই লোকটির কথা মনে রেখো, যে দীর্ঘ সত্তর বছর গীর্জায় উপাসনা করে কাটিয়ে দেবার পর একদিন বাইরে বেরিয়ে এসে এক মেয়ের খপ্পরে পড়ল। শয়তান তাকে মেয়েটির মাধ্যমে ধোঁকা দিল। সে মেয়েটির সাথে সাতদিন বা সাতরাত কাটাল। পরে অনুতপ্ত হলে তাওবা করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং ক্ষণেক্ষণে সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল। রাত ঘনিয়ে এলে সে একটি জায়গায় আশ্রয় নিল, যেখানে বারোজন হতদরিদ্র লোক রাত্রিযাপন করত। সে ক্লান্ত হয়ে সেখানে দু ব্যক্তির মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এক সন্ন্যাসী প্রতি রাতেই তাদেরকে রুটি দিয়ে যেত। সন্ন্যাসী তাওবাকারী লোকটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকেও একটি রুটি দিল। যার ফলে বারোজনের একজন রুটি পেল না। ফলে সে সন্ন্যাসীকে বলল, 'আমাকে রুটি দিচ্ছেন না কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমি তোমার রুটি রেখে দিয়েছি? তুমি জিজ্ঞেস করো এদের কাউকে দু'টো রুটি দিয়েছি কি না?' সবাই বলল, 'না, আমাদের কাছে একটি করেই আছে।' তিনি বললেন, 'তুমি মনে করছো আমি তোমাকে রুটি দিইনি? আল্লাহর শপথ! আমি তোমার থেকে কিছুই লুকাচ্ছি না।' তাওবাকারী ব্যক্তি তার রুটিটি যে-লোকটি রুটি পায়নি তাকে দিয়ে দিল। ঘটনাক্রমে সে রাতেই তাওবাকারী ব্যক্তিটি মারা গেল। মৃত্যুর পর তার সত্তর বছরের আমল আর সাতদিনের অপকর্ম মাপা হলো। দেখা গেল সাত দিনের গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। এরপর তার দেওয়া রুটিটি সাতদিনের অপকর্মের সাথে মাপা হলে এবার দান করা রুটির ওজন ভারী হয়ে গেল।

সুতরাং হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা এই রুটিওয়ালার কথা মনে রেখো।' (অর্থাৎ দান করার বিষয়ে যত্নশীল থেকো।)[৩৩৯]

৩২৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ব্যক্তি সত্তর বছর আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ একদিন অপকর্মে লিপ্ত হওয়ায় তার

---

৩৩৮. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, ৪৯৪; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ২/৮০।

৩৩৯. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৪২১২; ইবনু কুদামা, কিতাবুত তাওওয়াবীন, ৫২-৫৩।

নেকআমলগুলো বরবাদ হয়ে গেল। তারপর একসময় দুর্ভিক্ষ তাকে পেয়ে বসল। একদিন সে দেখল, এক ব্যক্তি গরিব-হতদরিদ্র লোকদেরকে দান-সদাকা করছে। তখন তার কাছে গিয়ে সেও একটি রুটি পেল। পরে সে ওই রুটিটি তার চেয়েও অসহায় এক লোককে দান করে দিল। এতে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সত্তর বছরের আমল ফিরিয়ে দিলেন।[৩৪০]

৩৩০. সাবিত (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে সালাম ইবনু মিসকীন বর্ণনা করেন, 'এক মহিলার খাবার খাওয়ার সময় এক ভিক্ষুকের আগমন ঘটল। তার কাছে তখন মাত্র এক লোকমা খাবার বাকি ছিল। সে তার কিছু অংশ মুখে পুরেও দিয়েছিল। এমতাবস্থায় সে মুখ থেকে তা বের করে ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি সিংহ এসে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। সে দেখল, কোত্থেকে যেন এক ব্যক্তি এসে সিংহের মুখ থেকে তার বাচ্চাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল এবং বলল, 'তুমি যে-লোকমাটি দান করেছ তার বিনিময় হলো—সিংহের মুখ থেকে উদ্ধার করা এই লোকমা।'[৩৪১]

এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়, যা সঠিক নয়।

অবৈধ সম্পদের দান কবুল হয় না

৩৩১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

"হারামপন্থায় উপার্জিত সম্পদের দান এবং অপবিত্র অবস্থায় আদায়কৃত সালাত—আল্লাহ কবুল করেন না।"[৩৪২]

---

৩৪০. ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ২৮০; যামাখশারি, রবীউল আবরার, ২/২৯০।

৩৪১. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/৩৮৩; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১০৭৫; তানূখি, কিতাবুল ফারাজি বা'দাশ শিদ্দাহ, ৪/১৩৪, দঈফ।

৩৪২. মুসলিম, ২২৪; আবূ দাউদ, ৫৯; নাসাঈ, ১৩৯; তিরমিযি, ১; ইবনু মাজাহ, ২৭২।

দাস মুক্ত করার প্রতিদান

৩৩২. সাঈদ ইবনু মারজানা (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ

"যে-ব্যক্তি কোনও ঈমানদার দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে ওই ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। হাতের বিনিময়ে হাতকে, পায়ের বিনিময়ে পা'কে এবং বিশেষ অঙ্গের বিনিময়ে বিশেষ অঙ্গকে মুক্ত করে দিবেন।"

আলি ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) সাঈদ ইবনু মারজানাকে বললেন, 'আপনি কি এটি আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি।' তারপর আলি ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) তার গোলামকে বললেন, 'মুতাররিফকে ডাকো।' মুতাররিফ তার কাছে এলে তিনি বললেন, 'আজ থেকে তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম।'[৩৪৩]

৩৩৩. আমর ইবনু আবাসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنَ النَّارِ

"যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, সেটি তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।"[৩৪৪]

৩৩৪. মালিক ইবনু আমর কুশাইরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ، مَكَانُ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرَةٍ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ

---

৩৪৩. বুখারি, ৬৭১৫; মুসলিম, ১৫০৯।

৩৪৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/৩৮৬।

"যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, সেটি তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। আযাদ করা ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ মুক্তি পাবে।"[৩৪৫]

৩৩৫. আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، وَمَمْلُوكٌ أَعْطَى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"তিন ব্যক্তিকে দু'বার করে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথমজন হলো সেই ব্যক্তি, যে তার দাসীকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত করেছে অতঃপর আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। দ্বিতীয়জন হলো ওই গোলাম, যে আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক যথাযথভাবে আদায় করেছে। আর তৃতীয়জন হলো ওই ব্যক্তি, যে (আসমানি) কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে।"[৩৪৬]

৩৩৬. বারা ইবনু আযিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।' তিনি বললেন,

إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ

"তুমি অল্প কথায় বিশাল আবেদন পেশ করেছ। গোলাম আযাদ করো এবং দাস মুক্ত করো।"

লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! উভয়টি কি এক নয়?' তিনি বললেন,

لَا، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِيْ عِتْقِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ

৩৪৫. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২৪৬।

৩৪৬. বুখারি, ৯৭, ২৫৫১, ৩০১১, মুসলিম, ১৫৪।

بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ

"না, গোলাম আযাদ করা হচ্ছে, তুমি নিজেই কাউকে মুক্ত করে দিবে। আর দাস মুক্ত করা হচ্ছে, তুমি অন্যকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।[৩৪৭] অল্প হলেও দান করো। অত্যাচারী-আত্মীয়ের প্রতিও সহনশীলতা প্রদর্শন করো। যদি এগুলো করতে না পারো তাহলে অনাহারীকে খাবার দাও। তৃষ্ণার্তকে পান করাও। সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো। যদি এগুলোও না পারো তাহলে তোমার জিহ্বাকে অনর্থক কথা বলা থেকে সংযত রাখো।"[৩৪৮]

৩৩৭. আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلَّذِيْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ، كَمَثَلِ الَّذِيْ يَهْدِيْ إِذَا شَبِعَ

"মৃত্যুর সময় (গোলাম) আযাদ করার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর বাকি অংশটুকু অন্যকে হাদিয়া দেয়।"[৩৪৯]

৩৩৮. নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর জীবদ্দশায় এক হাজার বা এরচেয়েও বেশি গোলাম আযাদ করেছেন।'[৩৫০]

৩৩৯. একবার আবূ লাহাবকে তার পরিবারের কেউ স্বপ্নে দেখে। সে বলছে, 'মৃত্যুর পর থেকে আমি একমুহূর্তের জন্যও শান্তি পাইনি। তবে সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের ছিদ্র থেকে পান করে একটু শান্তি অনুভব করি।' (সুওয়াইবা ছিল আবূ লাহাবের দাসী।) সে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ সালামাকে দুধ পান করিয়েছিল।[৩৫১]

---

৩৪৭. আরবিতে শব্দের ভিন্নতা দিয়ে দুইটি বিষয়কে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলাদা করেছেন। কিন্তু বাংলা অনুবাদে কাছাকাছি তরজমা হয়। (অনুবাদক)

৩৪৮. বাইহাকি, ১০/২৭৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২৯৯; দারাকুতনি, ২/১৩৫; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২৪৩।

৩৪৯. আবূ দাউদ, ৩৯৬৮; তিরমিযি, ২১২৩; নাসাঈ, ৩৬১৫; আহমাদ, ৫/১৯৭; হাকিম, ২/২১৩; বাইহাকি, ৪/১৯০।

৩৫০. আবূ নুআইম, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৪৩০১; যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২১৮।

৩৫১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১৬৩৫০; ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-মানারাত, ২৬৩।

ইয়াতীমের দায়িত্ব নেওয়ার পুরস্কার—জান্নাত

৩৪০. সাহল ইবনু সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

"আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব-গ্রহণকারী-ব্যক্তি এই দুটির মতো এভাবে জান্নাতে থাকব।"

তিনি তখন তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটির মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখে তা দ্বারা ইশারা করেন।"[৩৫২]

৩৪১. মালিক ইবনু আমর কুশাইরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিম মা-বাবার ইয়াতীম সন্তানের পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করার আগ পর্যন্ত, মৃত্যুর পর তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।"[৩৫৩]

বিধবা ও মিসকীনকে সহযোগিতা করার সাওয়াব

৩৪২. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ، كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ

"বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি—আল্লাহর পথে

৩৫২. বুখারি, ৫৩০৪, ৬০০৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/৩৩৩।

৩৫৩. আহমাদ, ২০৩৩০; তাবারানি, কাবীর, ১৯/৩০০; হাইসামি, ৪/২৪৬; ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ, ২৩০।

জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাতে (সালাতে) দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়াম-পালনকারী ব্যক্তির মতো।”[৩৫৪]

যে অভাবীকে সাহায্য করে আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন

৩৪৩. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ "সব ধরনের ভালো কাজই সদাকা।”[৩৫৫]

৩৪৪. জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَمِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَائِهِ

“সব ধরনের ভালো কাজই সদাকা। ভালো কাজের একটা এটাও যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে এবং তোমার বালতি থেকে তার পাত্রে (পানি) ঢেলে দিবে।”[৩৫৬]

৩৪৫. আবূ তামীমা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালো কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيْ، وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيْقِ النَّاسِ يُؤْذِيْهِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ

“কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও সেটি সামান্য রশি কিংবা জুতার ফিতা প্রদান করা হোক, বা তোমার বালতি থেকে পানি

---

৩৫৪. বুখারি, ৬০০৬, ৬০০৭; মুসলিম, ২৯৮২।
৩৫৫. বুখারি, ৬০২১।
৩৫৬. তিরমিযি, ১৯৭০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/৩৬০।

সংগ্রহকারীর পাত্রে (পানি) ঢেলে দেওয়া হোক, বা জনবহুল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনও বস্তু সরিয়ে দেওয়া হোক, বা হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হোক, বা তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকালে তাকে সালাম দেওয়া হোক কিংবা জমিনের বন্য কোনও প্রাণীর সাথে দয়ার আচরণ করা হোক।”[৩৫৭]

৩৪৬. সুলাইম ইবনু জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গ্রামের লোক। আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উপকৃত করবেন। তখন তিনি বললেন,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيْ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ

“কোনও ভালো কাজকে ছোটো ও তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও তা পানি সংগ্রহকারীর পাত্রে তোমার বালতি থেকে পানি ঢেলে দেওয়া হোক কিংবা তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা হোক।”[৩৫৮]

৩৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে ছেড়েও দিবে না। আর যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবেন। যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিমের বিপদ দূর করতে সাহায্য করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিমের (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলাও কিয়ামাতের দিন

---

৩৫৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫৯৫৫।

৩৫৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৬৩।

তার (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখবেন।"[৩৫৯]

৩৪৮. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"যে-ব্যক্তি কোনও মুমিনের দুনিয়াবি বিপদ-আপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার বিপদ-আপদ দূর করে দিবেন। যে-ব্যক্তি কোনও অভাবী লোকের দুর্দশা লাঘব করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন। যে-ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোনও সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনও একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর (কুরআনের) আলোচনা বা দারসে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, বিশেষ রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্যশীল (ফেরেশতাদের) মাঝে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে-ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।"[৩৬০]

---

৩৫৯. বুখারি, ২৪৪২; মুসলিম, ২৫৮০।

৩৬০. মুসলিম, ২৬৯৯; তিরমিযি, ১৪২৫; আহমাদ, আল- মুসনাদ, ২/২৫২।

৩৪৯. আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ

"প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সদাকা করা আবশ্যক।"

সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, 'কেউ যদি সদাকা করা মতো কিছু না পায়?'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ

"সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে, এতে সে নিজেও লাভবান হবে এবং সদাকাও করতে পারবে।"

তারা বললেন, 'যদি এরও সামর্থ্য না থাকে?'

তিনি বললেন, يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ

"তাহলে কোনও বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।"

তারা বললেন, 'যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে?'

তিনি বললেন,

فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

"এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ এটাও তার জন্য সদাকা বলে গণ্য হবে।"[৩৬১]

৩৫০. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ

৩৬১. বুখারি, ১৪৪৫, ৬০২২; মুসলিম, ১০০৮।

"এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন তার তীব্র পিপাসা লাগল। সে একটি কূপ পেয়ে তার ভেতর নামল এবং পানি পান করে উঠে এল। হঠাৎ দেখল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, এ কুকুরটি পিপাসায় ওইরকম কষ্ট পাচ্ছে, যেরকম কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে আবারও কূপে নামল এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরল। এরপর মুখ দিয়ে তা (কামড়ে) ধরে ওপরে ওঠে এল। এরপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দিলেন।"

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীব-জন্তুর সেবা করার মধ্যেও কি আমাদের জন্য পুরস্কার আছে?'

তিনি বললেন,

فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ أَجْرٌ

"হ্যাঁ, জীবন আছে এমন প্রতিটি জীবের সেবা করার মাঝেও পুরস্কার রয়েছে।"[৩৬২]

৩৫১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُرَوِّحْ عَنْ مُعْسِرٍ

"যে-ব্যক্তি চায় তার দুআ কবুল হোক এবং বিপদ দূর হোক, সে যেন অভাবগ্রস্তকে ছাড় দেয়।"[৩৬৩]

৩৫২. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا

"কূপের পাশে একটি কুকুর ঘুরঘুর করছিল। পিপাসায় সে মৃতপ্রায় ছিল।

---

৩৬২. বুখারি, ১৭৩, ২৩৬৩; মুসলিম, ২২৪৪।

৩৬৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/২৩, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

এমন সময় বানী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারিণী তাকে নিজের মোজা খুলে পানি পান করালো। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।”[৩৬৪]

৩৫৩. আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

“সূর্য উদিত হওয়ার প্রতিটি দিনে মানুষের প্রত্যেক জোড়ার ওপর সদাকা রয়েছে। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সদাকা। কাউকে সাহায্য করে সওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা বাহনের ওপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সদাকা। ভালো কথা বলাও সদাকা।”[৩৬৫]

৩৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর ও আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন, 'আমরা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يُتِمَّهَا لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَمْسَةِ آلَافِ مَلَكٍ يَدْعُوْنَ لَهُ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَلَا يَضَعُ قَدَمًا إِلَّا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ

“যে-ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোনও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে চলবে, এমনকি তা পূরণও করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে ছায়া প্রদান করবেন—যারা তার জন্য কল্যাণের দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সকালে বের হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় বের হলে সকাল পর্যন্ত। সে এক কদম উঠানোর সাথে সাথে একটি নেকি লেখা হবে এবং এক কদম নামানোর সাথে সাথে তার থেকে একটি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে।”[৩৬৬]

---

৩৬৪. বুখারি, ৩৩২১, ৩৪৬৭; মুসলিম, ২২৪৫।

৩৬৫. বুখারি, ২৯৮৯; মুসলিম, ১০০৯।

৩৬৬. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৬৪৭৮।

৩৫৫. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

فِعْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ

"ভালো কাজ সম্পাদন করা—অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।"[৩৬৭]

৩৫৬. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا شَرْبَةً عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوْعٍ، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا ثَوْبًا عَلَى عُرَى، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ

"যে-মুমিন অন্য মুমিনকে পিপাসার সময় পানি পান করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামাতের দিন সীলমোহরকৃত সুধা পান করাবেন। এবং যে-মুমিন অন্য মুমিনকে ক্ষুধার সময় খাবার খাওয়াবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে-মুমিন অন্য মুমিনকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরিধান করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন।"[৩৬৮]

৩৫৭. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ سَرَّ مُسْلِمًا بَعْدِيْ، فَقَدْ سَرَّنِيْ فِيْ قَبْرِيْ، وَمَنْ سَرَّنِيْ فِيْ قَبْرِيْ، سَرَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আমার মৃত্যুর পর যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে খুশি করল, সে যেন কবরে আমাকেই খুশি করল। আর যে-ব্যক্তি কবরে আমাকে খুশি করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামাতের দিন খুশি করবেন।"[৩৬৯]

---

৩৬৭. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৩৪৪২; সুয়ূতি, ১/৩৫৪।

৩৬৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১৩-১৪।

৩৬৯. আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১৬৪১৩।

৩৫৮. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ

“কল্যাণকর কাজের পথ-প্রদর্শনকারী সে কাজ সম্পাদনকারীর মতোই (সাওয়াব পায়)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ভালোবাসেন।”[৩৭০]

৩৫৯. হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘অনেকে হাজ্জ করা সত্ত্বেও বলে- ‘আমি আবার হাজ্জ করব! আবার হাজ্জ করব!—ভাই! তুমি তো একবার হাজ্জ করেছ-ই। এবার আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকে নজর দাও। বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশে দাড়াও। প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখো।’[৩৭১]

৩৬০. মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘হাসান বাস্‌রি একবার মুহাম্মাদ ইবনু নূহ এবং হুমাইদকে কোনও এক মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে পাঠালেন এবং তাদের বলে দিলেন, যাওয়ার সময় যেন সাবিত বুনানিকেও নিজেদের সাথে নিয়ে নেয়। তারা সাবিত বুনানিকে যাওয়ার কথা বললে তিনি জানালেন, এখন তিনি ই’তিকাফে বসবেন। হুমাইদ ফিরে গিয়ে হাসান বাস্‌রিকে এই কথা জানাল। তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি গিয়ে তাকে বলো, ‘আপনি জানেন না যে, বারবার হাজ্জ করার তুলনায় একজন ভাইয়ের সাহায্যার্থে ছুটে যাওয়া অধিক উত্তম?’ একথা শোনার পর সাবিত বুনানি ই’তিকাফ ছেড়ে তাদের সাথে রওনা হলেন।’[৩৭২]

৩৬১. ইবনু উতাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনার কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে প্রিয়?’ তিনি বললেন, ‘মুমিনকে আনন্দিত করা।’ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘কোন কাজ করে এখনও আপনি তৃপ্ত হননি?’ তিনি বললেন, ‘দ্বীনি ভাইদের জন্য অবদান রাখার কাজে।’[৩৭৩]

---

৩৭০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৩৩৭; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৭/২৭৫।
৩৭১. আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ১৪৬৯।
৩৭২. ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/২৯৪।
৩৭৩. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৫২৭৩।

৩৬২. মাতর ওয়াররাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি একবার মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তাঁর পায়ের দিকে ইশারা করে বসতে বললেন। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকানোর চেষ্টা করলেও তিনি মাথা উঠালেন না। এরপর আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। কয়েকদিন পর তিনি সাতশ রৌপ্যমুদ্রা ভর্তি একটি থলে নিয়ে এসে আমাকে দিলেন। আমি তখন আমার দোকানে ছিলাম। ভাবলাম, তাঁর যখন দরকার পড়বে তখন তিনি মুদ্রাগুলো নেওয়ার জন্য খবর পাঠাবেন। কিন্তু বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও তিনি কোনও খবর পাঠালেন না। তাই একদিন আমি নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবূ আবদিল্লাহ! আপনি তো আপনার প্রয়োজনেও (মুদ্রাগুলো নেওয়ার জন্য) কোনও লোক পাঠাচ্ছেন না!' তিনি জবাব দিলেন, 'আমার আবার কী প্রয়োজন পড়ছে? তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে, তখন ভেবেছিলাম হয়তো তোমার কোনও প্রয়োজন আছে। তাই আমি তোমার দিকে সংকোচে তাকাতে পারছিলাম না।' আমি বললাম, 'আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমি ভালো আছি।' তিনি বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা করো। কিন্তু মুদ্রাগুলো আমাকে আর ফিরিয়ে দিয়ো না।'[৩৭৪]

৩৬৩. মুআররিক ইজলি (রহিমাহুল্লাহ) চার-পাঁচশ রৌপ্যমুদ্রা ভর্তি থলে নিয়ে এসে কিছু মানুষের কাছে আমানত রাখতেন। পরে তাদের সাথে দেখা হলে বলতেন, 'এগুলো তোমরা নিজেদের কাজে লাগাও। তোমরা এখন সেগুলোর মালিক।'[৩৭৫]

৩৬৪. ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, 'ইবলীস তার সবচেয়ে দক্ষ অনুসারীকে ওই ব্যক্তির পেছনে লাগায়, যে ভালো কাজে লিপ্ত থাকে।'[৩৭৬]

৩৬৫. আহমাদ ইবনু হুসাইন মন্ত্রী হওয়ার আগের একটি ঘটনা তুলে ধরে বলেন, 'আমি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের মা সুজা-এর ব্যক্তিগত মুন্সি ছিলাম। একরাত্রে আমি আমার কর্মস্থলে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন চাকর একটি থলে নিয়ে আমার কাছে এল এবং ডাক দিয়ে বলল, 'হে আহমাদ! আমীরুল মুমিনীনের মা তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, 'এখানে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। এগুলো নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বণ্টন করে দাও এবং তাদের নাম, বংশ ও ঘরের ঠিকানা লিখে রেখো। যাতে করে এই জাতীয় দান করার সুযোগ হলে সহজেই তাদের কাছে পৌঁছান যায়।'

---

৩৭৪. ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-ইখওয়ান, ১৮২; ইবনু কুদামা, আল-মুতাহাব্বীনা ফিল্লাহ, ১০২।

৩৭৫. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২০৭; ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-ইখওয়ান, ১৮৩।

৩৭৬. সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৩২৮৩, দঈফ।

আমি সেই থলেটি নিলাম এবং ঘরে ফিরে গিয়ে আমার বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে আমীরুল মুমিনীনের মায়ের আদেশের কথা শোনালাম। তারপর অভাবী এবং অসহায় মানুষদের নাম-পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা অনেকের নাম বলল। আমি ওইসব ব্যক্তিদের মাঝে প্রায় তিনশ স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে দিলাম। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল। তখনও আমার কাছে অবশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রাগুলো রয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম—আর কাকে কাকে দেওয়া যায়। এমন সময় শুনলাম বাহিরে দরজায় কেউ নক করছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশের এক ব্যক্তি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে ভেতরে আসার জন্য বললাম। সে ভেতরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে নিজের অভাবের কথা বলল। আমি তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলাম। লোকটি শুকরিয়া আদায় করে বের হয়ে গেল। এরপর আমার স্ত্রী এসে আমাকে বলল, 'আমীরুল মুমিনীনের মা তোমাকে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছেন উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করার জন্য। রাসূলের নাতিদের থেকে আর কে বেশি উপযুক্ত হতে পারে? তার ওপর সে নিজে তোমার কাছে এসে তার অভাবের কথা জানিয়েছে। এক কাজ করো, তাকে পুরো থলেটা দিয়ে দাও।'

আমি এই কথা শুনে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ভর্তি থলেটা ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলাম। সে চলে যাওয়ার পর শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকল যে, মুতাওয়াক্কিল তো এই লোককে পছন্দ করে না। সুতরাং সে জানতে পারলে তুমি এর কী জবাব দিবে? তখন আমার স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি আমাকে এমন একটা কাজের মধ্যে ফেলেছ, যেটার কারণে আমি শঙ্কাবোধ করছি।' আমি আমার আশঙ্কার কথা তাকে খুলে বললাম। তখন সে বলল, 'আমরা তাদের দাদার ওপর ভরসা করছি।' এরপর আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই আমীরুল মুমিনীনের মা একজন দূত পাঠিয়ে আমাকে তার কাছে ডেকে নিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আহমাদ! এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার হিসাব দাও। বিশেষ করে সাতশ স্বর্ণমুদ্রা কি করেছ সেটা বলো।' এটা বলে তিনি কেঁদে দিলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, সম্ভবত এই স্বর্ণমুদ্রার ঘটনা লোকটি মানুষদেরকে বলে দিয়েছে এবং খলীফা তা জানতে পেরে আমাকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। আর তাই তার মা আমার জন্য কান্না করছেন। এরপর তিনি আবারও বললেন, 'হে আহমাদ! এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার হিসাব দাও। বিশেষ করে সাতশ স্বর্ণমুদ্রা কি করেছ সেটা বলো।' এই কথা বলে তিনি আবারও কেঁদে দিলেন। তিনবার তিনি এরকম করলেন।

একসময় কান্না থামিয়ে তিনি আমাকে হিসাব দিতে বললেন। যা সত্য আমি তা-ই তাকে বলে দিলাম। কাকে কাকে টাকা দিয়েছি হিসাব দিতে দিতে যখন রাসূলের বংশের লোকটির কথা বললাম, তখন তিনি কেঁদে দিয়ে বললেন, 'হে আহমাদ! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তোমার ঘরে থাকা তোমার স্ত্রীকেও উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি জানো রাত্রে কি হয়েছে?' আমি বললাম, 'না, জানি না।' তখন তিনি বললেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় স্বপ্নে দেখি আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলছেন, 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আহমাদকেও উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার ঘরে যে আছে তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন। কারণ তোমরা রাতের বেলায় আমার তিনজন সন্তানকে চিন্তামুক্ত করেছ। তাদের কাছে খরচ করার মতো কোনও অর্থ-সম্পদ ছিল না।'

এরপর আমীরুল মুমিনীনের মা আমাকে বললেন, 'এই অলংকার, কাপড় এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলো নাও এবং এগুলো রাসূলের বংশের সেই ব্যক্তিকে দিয়ে এসো। তাকে বলবে, 'আমরা আপনার কাছে এই জাতীয় আরও উপহার পাঠাব।' আর এই অলংকার, কাপড় এবং সম্পদগুলো নিয়ে তোমার স্ত্রীকে দিবে এবং তাকে বলবে, 'এমন উত্তম পন্থা বাতলে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।' আর এই যে সম্পদ এবং কাপড়—এগুলো তোমার জন্য, হে আহমাদ!'

আমি এগুলো নিয়ে বের হয়ে আসলাম। তারপর প্রথমেই ওই ব্যক্তিকে দিতে গেলাম। তার ঘরের দরজায় টোকা দেওয়ার সাথে সাথে সে বের হয়ে এসে আমাকে বলল, 'তোমার সাথে কি আছে দাও।' আমি বললাম, 'তুমি এটা কীভাবে জানো?' সে বলল, 'আমি তোমার থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে স্ত্রীর কাছে এসে তাকে সবকিছু খুলে বললাম। সে আমাকে বলল, 'চলো আমরা সালাত আদায় করে দুআ করি। তুমি দুআ করবে আর আমি আমীন আমীন বলব। অতঃপর আমরা সালাত আদায় করে দুআ করলাম। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি, আমার দাদা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলছেন, 'তারা তোমাকে যা দিয়েছে সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তারা তোমাকে আরও কিছু জিনিস দিবে। সেগুলো গ্রহণ করে নিয়ো।' এটা শোনার পর আমি তাকে খলীফার মায়ের পাঠানো উপহারগুলো দিয়ে দিলাম এবং সেখান থেকে বিদায় নিলাম। ঘরে এসে দেখি আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছে এবং দুআ করছে। তারপর সে সালাত শেষে আমার কাছে আসলে আমি তাকে সবকিছু খুলে বললাম। সবকিছু শুনে সে বলল, 'বলেছিলাম তাদের দাদার ওপর

ভরসা করো। দেখলে তো কেমন ফল পেলে!'[৩৭৭]

৩৬৬. আবূ আলি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ওয়াসিত শহরের গভর্নর হামিদ ইবনুল আব্বাস একবার তার একটি বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন এক বৃদ্ধ রাস্তায় বসে বসে কান্না করছে। তার পাশে কয়েকজন মহিলা এবং ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে। তারাও তার মতন ধুলোমলিন হয়ে মাটির ওপর বসে আছে। তিনি সেখানে যাত্রা থামিয়ে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাকে একটি পুড়ে যাওয়া ঘর দেখিয়ে বলা হলো, ঘরটি এই বৃদ্ধের। গতরাতে তা আগুন লেগে পুড়ে গেছে এবং তিনি সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, তাই এভাবে কান্না করছেন। এই কথা শুনে গভর্নর তার একজন কর্মচারীকে আসতে বললেন এবং তাকে বললেন, এই যে দেখো, এই বৃদ্ধের অবস্থা! ব্যাপারটা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আমি একটু ঘুরতে বের হয়েছিলাম। পথিমধ্যে তার দেখা পেলাম। তুমি এক কাজ করো, এই কাজের দায়িত্ব নাও এবং রাত্রে আমি ফিরে আসার আগেই যেন দেখতে পাই, বৃদ্ধের ঘর পরিপূর্ণভাবে মেরামত করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে সকল আসবাবপত্র ঠিক ঠিকভাবে বিদ্যমান আছে। এমনিভাবে তাদের কাপড়চোপড়সহ আরও যা যা লাগবে, সবকিছুর ব্যবস্থা করো। কর্মচারী বলল, 'আপনি আমাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দিন, আমি তাদের সব ঠিকঠাক করে দেবো।' এরপর তিনি সবকিছুর ব্যবস্থা করে বাগানের দিকে বের হয়ে গেলেন। এদিকে শ্রমিকরা কাজে নেমে পড়ল এবং বৃদ্ধ-বাড়িওয়ালাকে বলল, 'আপনার ঘরে কী কী ছিল সবকিছু আমাদেরকে লিখে দিন, যাতে কোনোকিছু বাদ না পড়ে।' যা কিছু হাতছাড়া হয়েছে বৃদ্ধ সব লিখে দিল। এমনকি হাড়ি-পাতিল-ঝাড়ু কিছুই বাদ দিল না। আসরের পর তার ঘর মোটামুটি মেরামত করা হয়ে গেল। নতুন দরজা লাগানো হলো। শুধুমাত্র রং করা বাকি ছিল। গভর্নরের কাছে সংবাদ পাঠানো হলো, আপনি আপনার বাগানেই অবস্থান করুন এবং ইশার সালাত পড়ে তারপর এইদিকে আসুন। গভর্নর এমনই করলেন। এই ফাঁকে তারা রং করা শেষ করে ফেলল। ঘর ঝাড়ু দিয়ে ধুয়েমুছে ঝকঝকে তকতকে করে দিল। বৃদ্ধ এবং তার পরিবারের লোকদেরকে কাপড়-চোপড় দিল এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সব ধরনের ব্যবস্থা করে দিল। রাতে গভর্নর যখন ফিরে আসছিলেন তখন সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে। বৃদ্ধ এবং তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য অনেক দুআ করল। এরপর গভর্নর তার কর্মচারীকে বললেন, 'আরও পাঁচশ দিরহাম অতিরিক্ত নিয়ে আসো।' সে তা উপস্থিত করলে গভর্নর ওই বৃদ্ধকে বলল, 'আপনাকে আরও

---

৩৭৭. ইবনু তরার মুআফি, আল-জালীসুস সালিহ, ২৬৩-২৬৪।

অতিরিক্ত পাঁচশ দিরহাম দিলাম। এটি আপনার কাছে রেখে দিন।' এরপর তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।'[৩৭৮]

৩৬৭. ইসহাক ইবনু আব্বাদ বাসৃরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একরাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি কেউ একজন এসে আমাকে বলছে, 'অভাবীকে সাহায্য করো।' আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের প্রতিবেশীদের কেউ কি অভাবে আছে?' তারা বলল, 'না এমন কারও কথা তো জানি না।' এ কথা শুনে আমি তখন ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার স্বপ্নে দেখলাম আমাকে একজন এসে বলছে, 'তুমি অভাবীকে সাহায্য না করে এখনও ঘুমাচ্ছ?' এটা শুনে আবার আমার ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নটাকে অহেতুক মনে করে ফের ঘুমিয়ে পড়লাম। তৃতীয়বারও একই স্বপ্ন দেখলাম। এবার আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং আমার চাকরকে বললাম, 'গাধার পিঠে গদি চড়াও।' এরপর আমি নিজের সাথে তিনশ রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে গাধার ওপর চড়ে বসলাম এবং লাগাম ছেড়ে দিলাম। গাধাটি নিজের মতো চলতে লাগল। সে সেখানকার মাসজিদ পার হয়ে সামনের একটি খোলা ময়দানে গিয়ে পৌঁছল। তারপর কবরস্থানের পথ ধরে ডান দিকের একটা খালি জায়গায় গিয়ে থামল। সেখানে সাধারণত জানাযার সালাত আদায় করা হয়ে থাকে। সেখানে পৌঁছে দেখি ওখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। আমার আগমন টের পেয়ে সে পিছনে ফিরল। আমি তার কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর বান্দা! এই সময়ে তুমি এখানে কি করছো?' সে বলল, 'আমি আসলে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আমার কাছে একশ দিরহাম ছিল। সম্প্রতি আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। এদিকে আমার ঋণ আছে আরও দুইশ রৌপ্যমুদ্রা।' তখন আমি সাথে করে আনা তিনশ রৌপ্যমুদ্রা বের করে তাকে দিয়ে দিলাম এবং বললাম, 'তুমি কি আমাকে চেনো?' সে বলল, 'না, চিনি না।' আমি বললাম, 'আমার নাম ইসহাক ইবনু আব্বাদ। যদি আগামীতে এমন কোনও অসুবিধায় পড়ো তাহলে আমার কাছে চলে এসো। আমার ঘর অমুক এলাকার অমুক জায়গায়।' এই কথা শুনে লোকটি উত্তরে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন! আমরা বরং অসুবিধায় পড়লে সেই সত্তার কাছেই ছুটে যাই, যিনি তোমাকে এই সময়ে ঘর থেকে বের করে এনে আমার কাছে উপস্থিত করেছেন।'[৩৭৯]

৩৬৮. আহমাদ ইবনু নাসিহ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, 'ইবাদাতগুজার এক বৃদ্ধলোক নিজের পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি সারাদিন তুলা দিয়ে সুতা

---

৩৭৮. তাবারি, তারীখ, ১১/২৩৬; যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ২৩/২৯১।

৩৭৯. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১০৫৭; ইবনু রজব হাম্বালি, মাজমূউ রসাইল, ৩/১২৮-১২৯।

বানাতেন এবং সন্ধ্যায় সেই সুতা বাজারে বিক্রি করে পরিবারের লোকদের জন্য খাবার এবং নতুন তুলা কিনে আনতেন। তারপর সেই তুলে দিয়ে আবার সুতা বানাতেন এবং তা বিক্রি করতেন। একদিন তিনি সুতা নিয়ে রওনা হলেন এবং বাজারে তা বিক্রি করলেন। পথিমধ্যে এক লোকের সঙ্গে তার দেখা। লোকটি তার অভাবের কথা খুলে বলল। বৃদ্ধ তাকে সুতা বিক্রির মূল্য দান করে দিলেন এবং খালি হাতে পরিবারের নিকট ফিরে এলেন। তারা তাকে বলল, 'তুলা কোথায়? খাবার কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'রাস্তায় একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে তার অভাবের কথা বলায় আমি তাকে সুতা বিক্রির সবটুকু মূল্য দিয়ে দিয়েছি।' তারা বলল, 'তাহলে এখন আমরা কী করব? আমাদের কাছে তো খাওয়ার মতো কিছুই নেই।' বৃদ্ধের ঘরে একটি ভাঙা বাটি ও কলস ছিল। এই দুটি নিয়ে আবার তিনি বাজারে রওনা হলেন। কিন্তু এগুলো পুরাতন ও ভাঙাচুরা হওয়ার কারণে কেউ কিনল না। তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তার কাছে ফুলে যাওয়া একটি মাছ ছিল। নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন কেউ তা ক্রয় করছিল না। মাছওয়ালা তাকে বলল, 'এক কাজ করুন, আমার এই চাহিদাহীন পণ্য দিয়ে আপনার এই অচল পণ্য অদল বদল করে নিন।' এই কথা শুনে বৃদ্ধ তার পাত্র দুটি ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন এবং ফুলে যাওয়া মাছটি নিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসলেন। তারা বলল, 'এই মাছ দিয়ে আমরা কী করব? এটি তো ফুলে গেছে!' বৃদ্ধ বলল, 'কোনোরকমে আগুনে সেঁকে নাও। আমরা আপাতত এটাই আহার করি। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের উত্তম রিয্‌কের ব্যবস্থা করবেন।' এরপর যখন মাছটি কাটা হলো তখন দেখা গেল—এর পেটে মূল্যবান একটি মুক্তা। বৃদ্ধকে এই খবর দেওয়ার পর তিনি বললেন, 'দেখো, এর মধ্যে কোনও ছিদ্র আছে কি না? যদি ছিদ্র থাকে তাহলে এটি কোনও মানুষের হবে। আর যদি ছিদ্র না থাকে তাহলে এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাঠানো রিয্‌ক, যা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন।'

তারপর তারা দেখল তাতে কোনও ছিদ্র নেই। তাই বৃদ্ধ লোকটি সকালে মুক্তাটি নিয়ে একজন জুয়েলারির কাছে গেল এবং এটি তার কাছে দিয়ে দাম জানতে চাইল। জুয়েলারি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এটি কোথায় পেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে এটি দান করেছেন।' জুয়েলারি বলল, 'আমি এর জন্য আপনাকে বিশ দিরহাম দিতে পারি। আপনি অমুকের কাছে যান। তিনি হয়তো আমার থেকে বেশি দাম দিতে পারবেন।' বৃদ্ধ মুক্তাটি নিয়ে ওই ব্যক্তির কাছে গেলেন। সে দেখে বলল, 'এটি তো খুবই সুন্দর মুক্তা। আপনি এটা কোথায় পেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে এটি দান করেছেন।' লোকটি বলল, 'এটার দাম ত্রিশ দিরহাম দিতে পারব আমি। আপনি অমুকের কাছে যান। সম্ভবত তিনি আমার চেয়েও বেশি দাম দিয়ে

কিনতে পারবেন।' বৃদ্ধ এবার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তিনিও দেখে বললেন, 'এত সুন্দর মুক্তা আপনি কোথায় পেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এটি দান করেছেন।' লোকটি বলল, 'এর জন্য আমি আপনাকে সত্তর দিরহাম দেবো। এর বেশি দাম হওয়ার কথা না।' বৃদ্ধ তার কাছে মুক্তাটি বিক্রি করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ঘরের দরজায় পৌঁছতেই একজন ভিক্ষুকের সঙ্গে তার দেখা। সে তাকে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। এর থেকে আমাকে কিছু দান করুন।' তিনি বললেন, 'গতকালকে আমার অবস্থা ছিল তোমার মতোই। এক কাজ করো, তুমি এর অর্ধেক নিয়ে নাও।' এই কথা বলে তিনি তাকে অর্ধেক দিরহাম ভাগ করে দিলেন। ভাগ করা যখন শেষ হলো এবং প্রত্যেকেই নিজের অংশ নিয়ে নিল তখন ভিক্ষুক তাকে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন! আমি ছিলাম আপনার রবের পক্ষ থেকে একজন দূত। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য।'

৩৬৯. এরকম একটি ঘটনা বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির জীবনেও ঘটেছে। তাদের মাঝে একজন ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খেজুরগাছের পাতা দিয়ে ঝুড়ি বানিয়ে তা এক দিরহামে বিক্রি করতেন। তারপর এর কিছু অংশ দিয়ে নিজ পরিবারের জন্য খাবার কিনতেন এবং বাকিটা দিয়ে খেজুরপাতা কিনতেন আর তা দিয়ে নতুন ঝুড়ি বানাতেন। এক দিনের ঘটনা। তিনি এক দিরহামের বিনিময়ে একটি ঝুড়ি বিক্রি করে খাবার কেনার জন্য যাচ্ছিলেন। পথে এক ভিক্ষুকের সাথে তার দেখা হলো। তিনি তাকে দিরহামটি দান করে দিলেন এবং খালি হাতেই ঘরে ফিরে এলেন। ঘরের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'খাবার কোথায়?' তিনি বললেন, 'আমি তো একজন ভিক্ষুককে তা দান করে দিয়েছি। আশা করি আল্লাহ্ আমাদের বিনিময়স্বরূপ উত্তম রিযৃক দান করবেন।' এরপর তিনি তার কাছে থাকা অল্প কিছু খেজুরপাতা দিয়ে একটি ছোটো ঝুড়ি তৈরি করলেন এবং এক দিরহামের চেয়েও অনেক কম মূল্যে তা বাজারে বিক্রি করলেন। তিনি ভাবলেন, যদি আমি একটি রুটি কিনি এটা আমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি নতুন কিছু খেজুরপাতা কিনি তাহলে আমার পরিবার না খেয়ে থাকবে। এমন সময় তার পাশ দিয়ে একজন জেলে যাচ্ছিল। তার কাছে ছিল একটি মাছ। তিনি সেটি কিনে নিলেন এবং তা নিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর হাতে তা তুলে দিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। স্ত্রী সেটি কাটতেই তার ভেতর থেকে ডিমাকৃতির একটি মুক্তা বের হয়ে এল এবং ঘরের চারপাশকে আলোকিত করে তুলল। স্ত্রী বলল, 'আল্লাহ্ কত দ্রুত তোমার দানের প্রতিদান দিয়ে দিলেন!' তিনি এটি নিয়ে বাদশাহর কাছে গেলেন। বাদশাহ্ এক লাখ দিরহাম দিয়ে কিনে নিল। এরপর সেই নেককার লোকটি তার স্ত্রীকে বলল, 'এই নাও সম্পদগুলো রাখো। আমি সালাতে দাঁড়াব।'

ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল। তিনি তাকে সেই সম্পদ থেকে মন মতো নিয়ে নিতে বললেন। ভিক্ষুক বলল, 'আপনি কি আমার সাথে মজা করছেন?' তিনি বললেন, 'না, আমি সত্যি বলছি।' তারপর তিনি নিজে ভিক্ষুককে সেই দিরহামের বোঝা বহনে সহায়তা করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ভিক্ষুক এবার বলল, 'আমি আসলে ভিক্ষুক বেশে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতা। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। আপনি কৃতজ্ঞ বান্দা বলে প্রমাণিত হয়েছেন। জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আপনার আগের সেই দানকে কবুল করেছেন এবং একে বারো অংশে বিভক্ত করে এক অংশের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র আপনাকে দুনিয়াতে দিয়েছেন। বাকিসব সঞ্চিত রয়েছে। সেগুলো আপনাকে জান্নাতে দেওয়া হবে। সেই সাথে আরও এমন অনেক নিয়ামাত দেওয়া হবে, যা কোনও চোখ দেখেনি, কোনও কান যার ব্যাপারে শুনেনি এবং কখনও কারও অন্তরে তার কল্পনাও আসে নি। এগুলো নিয়ে ঘরে চলে যান। আল্লাহ্ আপনার সম্পদে বারাকাহ্ দান করুন।'

৩৭০. আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, 'একজন সালাফের সখ ছিল বারবার হাজ্জ করা। একবছর তিনি জানতে পারলেন যে, হাজ্জ কাফেলা বাগদাদে এসে পৌঁছেছে। তখন তিনি তাদের সঙ্গে হাজ্জের সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং নিজের সাথে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নিলেন। প্রথমেই তিনি বাজারে গিয়ে হাজ্জের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিলেন। তারপর চলতে চলতে রাস্তায় এক মহিলার সাথে দেখা হলো। সেই মহিলা তাকে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন! আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। আমার কয়েকটি মেয়েও আছে। আজকে চার দিন যাবত আমরা ক্ষুধার্ত। খাওয়ার মতন ঘরে কিছুই নেই।' মহিলার কথাগুলো তার হৃদয়ে আঘাত করল। তিনি নিজের সাথে-থাকা সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা ওই মহিলাকে দিয়ে দিলেন এবং তাকে বললেন, 'আপনি ঘরে চলে যান এবং এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করুন। মহিলা অত্যন্ত খুশি হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল এবং সেখান থেকে চলে গেল। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তার অন্তর থেকে সে বছর হাজ্জ করার আকাঙ্ক্ষা উধাও করে দিলেন। তাই তিনি শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরে গেলেন। এক সময় কাফেলার অন্যান্য সঙ্গীরা বাইতুল্লাহয় চলে গেল এবং হাজ্জ শেষে ফিরেও এল। তিনি ভাবলেন, আমি বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সাথে সালাম-কালাম করে আসি। তো যখনই তিনি কোনও বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম দিয়ে বলছিলেন, 'আল্লাহ তোমার হাজ্জকে কবুল করুন এবং তোমার প্রচেষ্টার প্রতিদান দিন!' তখন সেও পাল্টা তাকে বলছিল, 'আল্লাহ তোমার হাজ্জকেও কবুল করুন এবং তোমার প্রচেষ্টারও প্রতিদান দিন!' এভাবে তিনি যার কাছেই যাচ্ছিলেন, সে-ই তার ব্যাপারে এমন দুআ করছিল

এবং তাকে হাজ্জ করার কারণে অভিবাদন জানাচ্ছিল। তিনি এর রহস্য বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এরপর ওই রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে বললেন, 'মানুষ যে তোমাকে হাজ্জ করার কারণে অভিবাদন জানাচ্ছে—এটা দেখে তুমি অবাক হয়ো না। কারণ তুমি একজন দুর্বল ও অসহায়কে সাহায্য করেছ। তাই আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তোমার জন্য দুআ করেছি। ফলে তিনি তোমার আকৃতিতে একজন ফেরেশতা তৈরি করেছেন। সে প্রতিবছর তোমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে। এখন থেকে যদি তোমার মন চায় হাজ্জ করতে পারো, আর না চাইলে নাও করতে পারো।'

অন্যের প্রয়োজন পূরণে সুপারিশ করলেও সাওয়াব

৩৭১. আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ وَصْلَةً لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِيْ سُلْطَانٍ فِيْ تَبْلِيْغِ بِرٍّ، أَوْ تَيْسِيْرِ عَسِيْرٍ، أَعَانَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ

"যে-ব্যক্তি তার কোনও মুসলিম ভাইয়ের জন্য ভালো কোনও কাজের ক্ষেত্রে বা কষ্টকর কিছুকে সহজ করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাশীল ব্যক্তির কাছে পৌঁছার মাধ্যম হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামাতের দিন পা পিছলে যাওয়ার মুহূর্তে (পুলসিরাত পার হতে) সাহায্য করবেন।"[৩৮০]

দুনিয়াতে যে নেককার আখিরাতেও সে নেককার

৩৭২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَبْعَثُ الْمَعْرُوْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ

---

৩৮০. বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৬৭।

الْمُسَافِرِ، فَيَأْتِيْ صَاحِبَهُ إِذَا انْشَقَّ عَنْهُ قَبْرُهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ يَا وَلِيَّ اللهِ بِأَمَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، لَا يَهُوْلَنَّكَ مَا تَرَى مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَزَالُ يَقُوْلُ لَهُ : اِحْذَرْ هٰذَا ، وَاتَّقِ هٰذَا ، فَيُسَكِّنُ بِذٰلِكَ رَوْعَتَهُ، حَتّٰى يُجَاوِزَ بِهِ الصِّرَاطَ، فَإِذَا جَازَ بِهِ الصِّرَاطَ، عَدَلَ وَلِيُّ اللهِ إِلٰى مَنَازِلِهِ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَنْثَنِيْ عَنْهُ الْمَعْرُوْفُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ، فَيَقُوْلُ : يَا عَبْدَ اللهِ، مَنْ أَنْتَ، خَذَلَنِي الْخَلْقُ فِي أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ غَيْرَكَ، فَمَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُوْلُ : أَمَا تَعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُوْلُ : لَا. فَيَقُوْلُ : أَنَا الْمَعْرُوْفُ الَّذِيْ عَمِلْتَهُ فِي الدُّنْيَا، بَعَثَنِيَ اللهُ خَلْقًا لِيُجَازِيَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"দুনিয়ার নেককার আখিরাতেও নেককার হবে এবং দুনিয়ার বদকার আখিরাতেও বদকার হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন নেককাজকে মুসাফির ব্যক্তির আকৃতি দিবেন। নেককার ব্যক্তি ব্যক্তি কবর বিদীর্ণ হয়ে বের হয়ে আসার পর নেককাজ তার কাছে গিয়ে চেহারা থেকে মাটি ঝেড়ে দিয়ে বলবে, 'হে আল্লাহর প্রিয়ভাজন! তুমি আল্লাহর নিরাপত্তা ও (তাঁর পক্ষ থেকে) সম্মানের সুসংবাদ গ্রহণ করো। কিয়ামাতের ভীতিকর দৃশ্য যেন তোমাকে বিচলিত না করে।' তারপর সে তাকে বলে যেতে থাকবে, 'এটা থেকে সাবধান, ওটা থেকে সাবধান!' এর মাধ্যমে সে তাকে ভীতিমুক্ত রেখে একসময় তাকে নিয়ে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। পুলসিরাত পার হবার পর আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তিটি জান্নাতে তার বাসস্থানে অবস্থান নিবে। এরপর (মানুষরূপী) নেককাজ তার থেকে আলাদা হতে চাইলে সে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কে?' সে জবাব দেবে, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?' লোকটি বলবে, 'না, পারছি না।' তখন সে বলবে, 'আমি হলাম দুনিয়াতে তোমার কৃত নেককাজ। আল্লাহ আমাকে (মানুষের) আকৃতি দিয়ে পাঠিয়েছেন তোমাকে কিয়ামাতের দিন এর মাধ্যমে প্রতিদান দেওয়ার জন্য।'[৩৮১]

৩৭৩. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جَمَعَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ صُفُوْفًا، وَأَهْلَ النَّارِ صُفُوْفًا، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ

---

৩৮১. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২৬৫।

صُفُوْفِ أَهْلِ النَّارِ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ صُفُوْفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ لَهُ : يَا فُلَانُ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اصْطَنَعْتُ إِلَيْكَ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا؟ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَيَقُوْلُ لِلّٰهِ تَعَالٰى : إِنَّ هٰذَا اصْطَنَعَ إِلَيَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا، فَيُقَالُ لَهُ : خُذْ بِيَدِهِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতি এবং জাহান্নামিদেরকে কয়েক কাতারে সমবেত করবেন। তখন জাহান্নামিদের কাতার হতে এক ব্যক্তি জান্নাতিদের কাতারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে বলবে, 'হে অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে দুনিয়াতে আমি তোমার প্রতি একটি ভালো আচরণ করেছিলাম?' তখন জান্নাতি লোকটি তার হাত ধরে আল্লাহ তাআলাকে বলবে, 'এই ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার প্রতি একটি ভালো আচরণ করেছিল।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।'"[৩৮২]

৩৭৪. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مَلِكٌ، وَكَانَ مُسْرِفًا عَلٰى نَفْسِهِ، وَكَانَ مُسْلِمًا، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَرَحَ فُضَالَةَ الطَّعَامِ عَلٰى مَزْبَلَةٍ، فَكَانَ عَابِدٌ يَأْوِيْ إِلٰى مَزْبَلَتِهِ، فَإِنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ بَقْلَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ عَرْقًا تَعَرَّقَهُ، فَمَاتَ ذٰلِكَ الْمَلِكُ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ بِذُنُوْبِهِ، وَخَرَجَ الْعَابِدُ إِلَى الصَّحْرَاءِ، فَأَكَلَ مِنْ بَقْلِهَا، وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا، فَقَبَضَهُ اللهُ تَعَالٰى، فَقَالَ لَهُ : مَا عِنْدَكَ لِأَحَدٍ مَعْرُوْفٌ، فَأُكَافِئَهُ عَلَيْهِ، قَالَ : يَا رَبِّ، لَا. قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُكَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ؟ قَالَ : كُنْتُ آوِيْ إِلٰى مَزْبَلَةِ مَلِكٍ، فَإِنْ وَجَدْتُ كِسْرَةً أَكَلْتُهَا، وَإِنْ وَجَدْتُ بَقْلَةً أَكَلْتُهَا، وَإِنْ وَجَدْتُ عَرْقًا تَعَرَّقْتُهُ، فَقَبَضْتُهُ، فَخَرَجْتُ إِلَى الصَّحْرَاءِ مُقْتَصِرًا عَلٰى مَائِهَا وَنَبَاتِهَا، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ مِنَ النَّارِ جَمْرَةً تَنْتَفِضُ، فَأُعِيْدَ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَبِّ، هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُ آكُلُ مِنْ مَزْبَلَتِهِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : خُذْ بِيَدِهِ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ لِمَعْرُوْفٍ كَانَ مِنْهُ إِلَيْكَ لَمْ يَعْرِفْهُ، أَمَا لَوْ عَرَفَهُ مَا عَذَّبْتُهُ

"বানী ইসরাঈলের একজন মুসলিম বাদশাহ ছিল। সে অনেক অপচয় করত।

---

৩৮২. খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৪/৩৩২।

সে কিছু খেলে খাবারের অতিরিক্ত অংশটুকু ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিত। একজন আবিদ (বা ইবাদাতগুজার) এসে সেই ঝুড়িতে যদি রুটির টুকরা বা তরকারির অংশ পেত, সেটাই খেয়ে নিত। যদি হাড্ডি পেত, তাহলে তার গায়ে লেগে থাকা গোশত ছাড়িয়ে নিত। একসময় সেই বাদশাহ মারা গেল। আল্লাহ তাআলা তাকে তার পাপের কারণে জাহান্নামে পাঠালেন। ওই আবিদ ব্যক্তি বিরাণভূমিতে এসে তার ফেলে যাওয়া তরকারি এবং পানি পান করল। একসময় আবিদ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তাআলা মৃত্যু দিলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ওপর কি কারও অনুগ্রহ আছে? যাতে এর বিনিময়স্বরূপ আমি তাকে প্রতিদান দিতে পারি।' সে বলল, 'হে আমার রব! আমার এমন কিছু জানা নেই।' তখন জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তাহলে তোমার জীবন চলত কীভাবে?' সে উত্তর দেবে, আমি বাদশাহর ময়লার ঝুড়ির কাছে গিয়ে কোনও রুটির টুকরা বা তরকারির অংশ পেলে খেয়ে নিতাম। আর যদি কোনও হাড্ডি পেতাম, সেখান থেকে (তার গায়ে লেগে থাকা গোশত) ছাড়িয়ে নিতাম এবং সেটা নিয়েই মরুভূমিতে এসে পানি এবং লতাপাতার মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করতাম।' অতঃপর আল্লাহর আদেশে সেই বাদশাহকে জাহান্নাম থেকে কম্পমান-জ্বলন্ত-কয়লার আকারে বের করা হবে এবং তাকে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা আবিদকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি তাকে চেনো?' সে বলবে, 'হে আমার রব! আমি তো তার ময়লার ঝুড়ি থেকেই খেতাম।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। কারণ তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ আছে; যদিও সে তা জানে না। যদি সে তা জানত (অর্থাৎ জেনেবুঝে এই অনুগ্রহ করত), তাহলে আমি তাকে শাস্তি দিতাম না।'[৩৮৩]

---

৩৮৩. আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৫২; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৬/৩৬৯-৩৭০।

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে-ব্যক্তি পছন্দ করে আল্লাহ তাআলা তার হায়াত ও রিয্ক বাড়িয়ে দিক, সে যেন তার মাতাপিতার সেবা করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দর রাখে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৩৮১১, সহীহ)

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে-ব্যক্তির তিনজন মেয়ে থাকবে এবং সে তাদেরকে উত্তম আচার-আচরণ শিখাবে, তাদের প্রতি দয়া করবে ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—অবশ্যই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন মেয়ে থাকে?'

তিনি বললেন, "যদি দুইজন থাকে, তবুও।"

(বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭৮, হাসান)